বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.btc.gov.bd

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি

আহ্বায়ক রমা দেওয়ান যুগ্মপ্রধান (আঃ সঃ-১)	
সদস্য মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী উপপ্রধান (আঃ সঃ-১)	
সদস্য মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান (বাঃ নীঃ, শিল্প সহায়তা)	
সদস্য মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	
সদস্য মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান (বাঃ প্রঃ, অনুসন্ধান)	
সদস্য-সচিব এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও	

চেয়ারম্যান
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব)
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

মুখবন্ধ

দেশীয় শিল্পের যৌক্তিক স্বার্থ সুরক্ষা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ,সম্প্রসারণ ও অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন 'যাত্রা আরম্ভ করে। ১৯৯২ সালে একটি স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে' ট্যারিফ কমিশন'কে বিলুপ্ত করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থারূপে (Statutory Public Authority) 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তিত প্রক্ষাপটে কমিশনের কার্যাবলী শুল্ক সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে প্রসারিত হয়েছে। যৌক্তিক বিবেচনায় বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বিবেচনাপূর্বক ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে কমিশনের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকরা ' হয় এবং এর কার্যপরিধিও বিস্তৃত করা হয়। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কমিশন প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যেও অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০২০ অর্থবছরে ২১-কমিশন নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেছে। বিগত অর্থবছরের সম্পাদিত কর্মকান্ড ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তুলে ধরার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ ২১-স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের এ মাহেন্দ্রক্ষণে প্রকাশ করা হলো।

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধকল্পে বাণিজ্য প্রতিবিধান মেজার্স (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড) গ্রহণের লক্ষ্যে তদন্ত পরিচালনা এবং বহির্বিশ্বে এসকল শুল্কের সম্মুখীন হলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারের পক্ষে কমিশন কাজ করে থাকে। পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেডসহ নানা বিষয়ে কমিশন হতে মতামত প্রস্তুত করা হয়। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের মৌলিক দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে কমিশন বহুপাক্ষিক , আঞ্চলিক ও দ্বিপা-ক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি এবং শুল্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক সরকারকে তথ্যভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। নতুন সংশোধিত আইনে বর্তমানে সম্পাদিত কার্যাবলির সাথে সঙ্গতি রেখে কমিশনের কার্যাবলি সুনির্দিষ্ট এবং সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সংশোধিত ,আইন অনুযায়ী কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কমিশনের জনবল বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। একইসাথে কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে বিষয়ভিত্তিক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে কমিশন বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিনবদলের সনদ সফলতার সাথে বাস্তবায়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।

(মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

সূচিপত্র

কমিশনের পরিচিতি		**১**
১.	ভূমিকা.....	১
১.১	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা.....	১
১.২	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর গঠন.....	২
১.৩	কমিশনের কার্যাবলি.....	২-৩
১.৪	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো.....	৩-৪
১.৫	প্রশাসন.....	৫
১.৬	ব্যয় বরাদ্দ.....	৫
১.৭	সরকারি কোষাগারে জমা.....	৫-৬
১.৮	ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি.....	৬-৭
১.৯	গ্রন্থাগার.....	৭
১.১০	প্রকাশনা.....	৭
১.১১	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন.....	৮
বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ		**৯**
২.	ভূমিকা.....	৯
২.১.	২০২০-২১ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ.....	৯
২.১.১	এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার.....	০৯
২.১.২	বাংলাদেশ হতে আমদানীকৃত পাটপণ্যের ওপর ভারত কর্তৃক কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে কনসালটেশন আহ্বান.....	১০
২.১.৩	ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক ডাম্পিং মূল্যে সূতা রপ্তানিতে সূতার ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের প্রস্তাবনা সম্পর্কিত আবেদন.....	১০
২.১.৪	বাংলাদেশ হতে আর্জেন্টিনায় রপ্তানীকৃত গ্লোবস (এইচ.এস.কোড ৬১১৬.১০.০০) ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল ফরেন ট্রেড কমিশন কর্তৃক তদন্ত আরম্ভ.....	১০-১১
২.১.৫	পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ওপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ বিষয়ে রিভিউ (Review) সংক্রান্ত.....	১১
২.১.৬	রপ্তানীকৃত এ্যাপারেলস এন্ড ক্লোদিং এক্সেসরিজ এর ওপর ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক সেইফগার্ড তদন্ত আরম্ভ.....	১১
২.১.৭	পলিয়েষ্টার, রেয়ন ও অন্যান্য সিনথেটিক সূতার ওপর নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর ৬ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণে মতামত প্রদান.....	১১
২.১.৮	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এবং ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ট্রেড রেমেডি এর মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষরিত.....	১২
২.১.৯	বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা.....	১২

বাণিজ্য নীতি বিভাগ		**১৩**
৩.	ভূমিকা.....	১৩
৩.১	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ.....	১৩
৩.১.১	মুরগীর ডিমকে কৃষি পণ্য হিসেবে নগদ সহায়তা/প্রণোদনা পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ১০০% হালাল মাংস হতে প্রক্রিয়াজাত পণ্যসামগ্রীকে প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য হিসেবে সহায়তা/প্রণোদনা পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রনয়ণ.....	১৩-১৪
৩.১.২	কাঁচা চামড়া ও ওয়েট-ব্লু চামড়ার বর্তমান মজুদ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা ও ওয়েট-ব্লু চামড়ার মূল্য পরিস্থিতি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান.....	১৪-১৫
৩.১.৩	আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ এর নিয়ন্ত্রিত পণ্য তালিকার এইচ.এস হেডিং ৮৭.১১ এর বর্ণিত ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি (সিসি) অপসারণ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত.....	১৫-১৭
৩.১.৪	স্থানীয় টেক্সটাইল মিলের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমদানিকৃত ফেব্রিকের ট্যারিফ ভ্যালু পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত.....	১৭-১৯
৩.১.৫	স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পেঁয়াজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত.....	১৯-২১
৩.১.৬	ভোজ্য তেল (পরিশোধিত সয়াবিন ও পরিশোধিত পাম) তেল রপ্তানির অনুমতি প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত.....	২১-২৫
৩.১.৭	আলু রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রতি মে. টন (এফওবি ২৮০ মা.ড) এর সিলিং মূল্য পরিবর্তন করে ৩৮০ ডলারে উন্নীতকরণ সংক্রান্ত মতামত.....	২৫
৩.১.৮	শিল্প আইআরসি'র পাশাপাশি বাণিজ্যিক আইআরসি জারি/নবায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত.....	২৫-৩০
৩.১.৯	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিটুমিন শিল্পকে নীতি সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন.....	৩০-৩৮
৩.১.১০	বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা.....	৩৮
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ		**৪৫**
৪.	ভূমিকা.....	৩৯
৪.১	২০২০-২১ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলি.....	৪০
৪.২	বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই.....	৪০
৪.২.১	ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন-এর সাথে বাংলাদেশের মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪০
৪.২.২	মারকোসারভুক্ত দেশসমূহের (আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে) সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪০
৪.২.৩	মরক্কোর সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪১

৪.২.৪	বাংলাদেশ-ফিলিপাইন অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন.....	৪১
৪.২.৫	বাংলাদেশ-ভিয়েতনামের মধ্যে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪১-৪২
৪.২.৬	বাংলাদেশ-আসিয়ানের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ.....	৪২
৪.২.৭	বাংলাদেশ ও Gulf Cooperation Council (GCC) এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪২-৪৩
৪.২.৮	বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে PTA/FTA সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility study পরিচালনা পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৩
৪.২.৯	বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৩-৪৪
৪.২.১০	বাংলাদেশ-জাপান মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৪
৪.২.১১	বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে FTA/PTA সম্পাদনের নিমিত্তে Feasibility Study পরিচালনা পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৪৪
৪.৩	বিভিন্ন দেশের সাথে চলমান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার জন্য অবস্থানপত্র প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রণয়ন.....	৪৫
৪.৩.১	বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে Certificate of Origin ইলেকট্রনিক মাধ্যমে জারির বিষয়ে মতামত প্রদান.....	৪৫
৪.৩.২	বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের পঞ্চম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দু'দেশের মধ্যে Preferential Trade Agreement (PTA) এর আওতায় বাংলাদেশের Product List প্রেরণ.....	৪৫
৪.৩.৩	বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিতব্য Preferential Trade Agreement (PTA) এর আওতায় নেপালের পণ্য তালিকা (অর্থাৎ নেপালের অনুরোধ তালিকা) এর ওপর মতামত প্রদান.....	৪৫-৪৬
৪.৩.৪	বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিতব্য Preferential Trade Agreement (PTA) এর আওতায় বাংলাদেশের সংশোধিত সম্ভাব্য Revised Request List ও Offer List সম্বলিত সুপারিশমালা প্রণয়ন.....	৪৬
৪.৩.৫	ডেভেলপিং-৮ (ডি-৮) পিটিএ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সংশোধিত অফার তালিকা প্রেরণ.....	৪৬
৪.৩.৬	বাংলাদেশ-শ্রীলংকা পিটিএতে সম্ভাব্য ট্যারিফ লাইনের সংখ্যা, সম্ভাবনাময় পণ্য ও তার তালিকা প্রেরণ.....	৪৬-৪৭
৪.৩.৭	Trade Agreement between Afghanistan and Bangladesh এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান.....	৪৭

৪.৩.৮	নেপাল হতে প্রেরিত বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিতব্য "Agreement on Operating Modalities for the Carriage of Transit / Trade Cargo between Nepal and Bangladesh" ও "Agreement between the Government of the Peoples Republic of Bangladesh and the government of Nepal for the Regulation of Motor Vehicle Passenger Traffic between two countries" শীর্ষক চুক্তির খসড়ার ওপর মতামত প্রদান.....	৪৭
৪.৩.৯	MoU on Technical and Economic Cooperation between Maldives and Bangladesh বিষয়ে মতামত প্রদান.....	৪৭
৪.৩.১০	বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত খসড়া চুক্তি চূড়ান্তকরণ বিষয়ে মতামত প্রদান.....	৪৮
৪.৩.১১	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এবং ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ট্রেড রেমিডিজ-এর মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া সমঝোতা স্মারক-এর ওপর মতামত প্রদান.....	৪৮
৪.৩.১২	ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক প্রস্তাবিত প্যারা ট্যারিফ (Para-Tariff) বিষয়ে মতামত প্রদান.....	৪৮
৪.৩.১৩	ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (আইবি-পিটিএ) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া হতে প্রেরিত Revised Request List - এর উপর বিশ্লেষণমূলক মতামত প্রেরণ সংক্রান্ত.....	৪৮-৪৯
৪.৩.১৪	বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে সম্পাদিতব্য ট্রানজিট চুক্তি ও এ সংক্রান্ত প্রোটোকল-এর ড্রাফট বিষয়ে কমিশনের মতামত প্রণয়ন।	৪৯
৪.৪	বাংলাদেশ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রণয়ন.....	৪৯
৪.৪.১	২৬ জানুয়ারি ২০২১ ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত 6th Meeting of the Supervisory Committee of the D-8 PTA তে আলোচনার জন্য Annotated Draft Agenda সমূহের ওপর মতামত প্রদান.....	৪৯
৪.৪.২	D-8 চুক্তির আওতায় খসড়া Dispute Settlement Mechanism Document এর ওপর মতামত প্রদান.....	৪৯
৪.৪.৩	D-8 সচিবালয় হতে ইমেইলে প্রাপ্ত খসড়া Trade Facilitation Strategy Paper এর ওপর মতামত প্রদান.....	৪৯
৪.৪.৪	SAFTA Rules of Origin (RoO) এর আওতায় ভারতে ভোজ্যতেল রপ্তানিতে Country of Origin সার্টিফিকেট ইস্যু সংশ্লিষ্ট জটিলতা নিরসনে পর্যবেক্ষণ প্রণয়ন.....	৫০
৪.৪.৫	বিমসটেক-এর আওতায় এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তরিত বাংলাদেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট প্রণয়ন.....	৫০
৪.৫	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত প্রণয়ন.....	৫০

৪.৫.১	United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Report on the role of non-tariff measures by the UK in the Post-Brexit- এর ওপর মতামত প্রদান.....	৫০-৫১
৪.৫.২	ভারতের Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020 এর ওপর মতামত প্রদান.....	৫১
৪.৫.৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত "অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কাস্টমস শুল্ক সুবিধা প্রদান বিধিমালা ২০২১" শীর্ষক খসড়া বিধিমালার ওপর মতামত প্রদান	৫১-৫২
৪.৬	মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনা/বিভিন্ন সামিট/জয়েন্ট কমিশন এর সভা ইত্যাদিতে আলোচনার জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর ব্রিফ, ইনপুট প্রস্তুতকরণ.....	৫২
৪.৬.১	বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ১২তম ফরেন অফিস কনসাল্টেশন সভার জন্য হালনাগাদ তথ্য প্রদান	৫২
৪.৬.২	বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে Foreign Office Consultation সভার প্রস্তুতির লক্ষ্যে ইনপুটস প্রদান	৫২
৪.৬.৩	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত সম্ভাব্য আলোচ্যসূচির উপর ইনপুটস/মতামত প্রেরণ	৫২
৪.৬.৪	বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার Joint Record of Discussion- এর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে বাংলাদেশের অবস্থান/পর্যালোচনা/মতামত ভারতকে অবহিতকরণ সংক্রান্ত	৫৩
৪.৬.৫	বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে Joint Commission এর ৫ম সভা আয়োজনের লক্ষ্যে এজেন্ডা প্রেরণ.....	৫৩
৪.৬.৬	১০ম D-8 সম্মেলনের জন্য Analytical Report on Trade প্রণয়ন.....	৫৩
৪.৭	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত কার্যাদি.....	৫৩
৪.৭.১	স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি মেজার্স বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আসন্ন ১২তম মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্সে ডিক্লেয়ারেশন হিসেবে গ্রহণের লক্ষ্যে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলিজ, ব্রাজিল, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, ডমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, পেরু, যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে ও ভিয়েতনাম কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রদান.....	৫৩-৫৪
৪.৭.২	WTO-ICC webinar Business Dialogue on COVID-19 impact on Garments and Textile Trade বিষয়ে মতামত প্রেরণ.....	৫৪
৪.৭.৩	African Swine Fever সম্পর্কে ডব্লিওটিও এর এসপিএস কমিটির আয়োজনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় Thematic Session এর ড্রাফট প্রোগ্রাম এর ওপর মতামত প্রদান.....	৫৪-৫৫
৪.৭.৪	EIF এর Policy Series প্রতিবেদন এর জন্য তথ্য প্রেরণ.....	৫৫
৪.৭.৫	WTO Trade Monitoring Report- এর জন্য ইনপুট প্রেরণ.....	৫৫
৪.৮	বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তির টেমপ্লেট প্রণয়ন.....	৫৫
৪.৮.১	এফটিএ টেমপ্লেট এবং Policy Guidelines on PTA/FTA 2020 প্রণয়ন.....	৫৫
৪.৮.২	দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি (Trade Agreement) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে Template প্রস্তুতকরণ.....	৫৫-৫৬
৪.৮.৩	বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য খসড়া টেমপ্লেট প্রণয়ন.....	৫৬

৪.৮.৪	বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে Preferential Trade Agreement (PTA)-এর খসড়া টেক্সট প্রণয়ন	৫৬
৪.৮.৫	মালদ্বীপের সাথে Bilateral PTA নেগোসিয়েশনের জন্য Template on PTA between Bangladesh and Maldives প্রণয়ন.....	৫৬
৪.৯	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়.....	৫৬
৪.৯.১	রাশিয়ায় পণ্য রপ্তানি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে রাশিয়ায় ওয়্যারহাউজ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত পরীক্ষান্তে প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৫৬-৫৭
৪.৯.২	"Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters" বিষয়ে মতামত প্রণয়ন.....	৫৭
৪.৯.৩	বাংলাদেশ-জাপান সরকারি ও বেসরকারি যৌথ সংলাপ এর ৫ম বৈঠকের এজেন্ডা প্রস্তুতকরণ.....	৫৭
৪.৯.৪	বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে সম্পাদিতব্য ট্রানজিট চুক্তি ও এ সংক্রান্ত প্রোটোকল-এর ড্রাফট বিষয়ে কমিশনের মতামত প্রণয়ন.....	৫৭
৪.৯.৫	ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন বিষয়ে কমিশনের সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন.....	৫৭
৪.১০	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী.....	৫৮
৪.১১	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা.....	৫৮-৫৯
৫.	কমিশনে বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা.....	**৬০**
৫.১	সমস্যাবলী.....	৬০-৬১
৫.২	সুপারিশমালা.....	৬১-৬৫
পরিশিষ্ট.....		**৬৯**
	পরিশিষ্ট-১: বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল.....	৬৬-৬৭
	পরিশিষ্ট-২: বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো.....	৬৮
	পরিশিষ্ট-৩: বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০.....	৬৯-৭১
	পরিশিষ্ট-৪: ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনে কর্মরত দপ্তর/বিভাগভিত্তিক কর্মকর্তাদের নামের তালিকা.....	৭২-৭৬
	পরিশিষ্ট-৫: ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের বিবরণ.....	৭৭-৮১
ফটোগ্যালারি.....		**৮২-৮৮**

কমিশনের পরিচিতি

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধে প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনকে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ২০২০ সালে কমিশনের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে নতুন নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' যার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপে কমিশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস/বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন অর্থনৈতিক নির্দেশক-ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেস্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা এবং বাস্তবায়নে কমিশন সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়াও কমিশন স্যানিটারি, ফাইটো স্যানিটারি, টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড, ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এসকল ক্ষেত্রে কমিশন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিওটিও) শর্তাবলী ও চুক্তি এবং দেশের প্রচলিত আইনকে বিবেচনায় নিয়ে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। স্টেকহোল্ডার কনসালটেশনের জন্য কমিশন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং প্রয়োজনে গণশুনানির আয়োজন করে থাকে। এছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে কমিশনের 'মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং এতৎবিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০২০ সালে নতুন (সংশোধনী) আইন পাসের ফলে কমিশনের কর্মপরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং সে অনুযায়ী কমিশন ভবিষ্যতে অর্পিত দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

১.১ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা

বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পটভূমিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা, অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধে প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ, আঞ্চলিক, দ্বি-পাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রম/চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দপ্তর হিসেবে 'ট্যারিফ কমিশন' কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এ প্রকাশিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন)" অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনকে পুনর্গঠন করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বিশ্ব বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি বিবেচনা ও সময়ের নীরিখে কমিশনের কার্যপরিধি বৃদ্ধি করে ১৯৯২ সালের আইন সংশোধন করে কমিশনের নাম "বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন" করা হয়।

১.২ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর গঠন

কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৪৩ নং আইন) এর ৫ ধারা অনুসারে একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। এই কমিশনই হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং কমিশনের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৪৩ জন চেয়ারম্যান কমিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের সচিব পদমর্যাদার এবং সদস্যগণ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তাছাড়া আইনের ১১ ধারা মতে কমিশনের একজন সচিব আছেন যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হলো।

১.৩ কমিশনের কার্যাবলি

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর ৭ ধারা মোতাবেক দেশিয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) নিরূপণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে:

(ক) শুল্কনীতি পর্যালোচনাক্রমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ ;
(খ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;
(গ) এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুযায়ী দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ;
(ঘ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড, জিএসপি (Generalized System of Preference), রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) ও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য;
(ঙ) শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়ন;
(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ছ) Protective Duties Act, 1950 (Act. No. LXI of 1950) এর আলোকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক (Protective Duties of Customs) আরোপ;
(জ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশিয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধি;
(ঝ) আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবাসমূহের হারমোনাইজড সিস্টেম কোড;
(ঞ) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবীক্ষণ; এবং
(ট) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী নীতিমালা ও রীতিনীতি।

উল্লিখিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কমিশন নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে:

(ক) এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;
(খ) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য ও বাণিজ্যের ওপর অন্য দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি সারকামভেনশন) এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দেশিয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান ;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;
(ঘ) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, ডাটাবেজ সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং জনস্বার্থে উক্ত তথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ;
(চ) অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন;
(ছ) সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে গণ শুনানির মাধ্যমে প্রয়জনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ;
(জ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
(ঝ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা।

সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করে কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করে। উল্লেখ্য, কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিবে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করবে।

১.৪ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব ব্যতীত বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৪ জন কর্মকর্তা এবং ৭৬ জন কর্মচারীর অনুমোদিত পদ রয়েছে (সারণি-০১)। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত পদসমূহের বিপরীতে কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী সারণি-০২ এবং সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-২ এ দেখানে হলো।

সারণি-০১: অনুমোদিত জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১ (এক)
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত/ যুগ্মসচিব পদমর্যাদা)	৩ (তিন)
০৩।	যুগ্ম-প্রধান	৪ (চার)
০৪।	সচিব	১ (এক)
০৫।	সিস্টেম এনালিষ্ট	১ (এক)
০৬।	উপপ্রধান	৮ (আট)
০৭।	সহকারী প্রধান	৮ (আট)
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮ (আট)
০৯।	একান্ত সচিব	১ (এক)
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১ (এক)
১১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১ (এক)
১২।	লাইব্রেরীয়ান	১ (এক)
১৩।	পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১ (এক)
১৪।	প্রধান সহকারী	১ (এক)

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১৫।	একান্ত সহকারী	৪ (চার)
১৬।	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫ (পাঁচ)
১৭।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪ (চার)
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২ (দুই)
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	১ (এক)
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)
২১।	কেয়ারটেকার	১ (এক)
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১ (এক)
২৩।	হিসাব সহকারী	২ (দুই)
২৪।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯ (নয়)
২৫।	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)
২৬।	গাড়িচালক	৮ (আট)
২৭।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১ (এক)
২৮।	অফিস সহায়ক	২৬ (ছাব্বিশ)
২৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	৪ (দুই)
৩০।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২ (দুই)

সারণি-০২: কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী

শ্রেণী বিন্যাস	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	২৫	১৪
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩১	১২
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	৩১	০২
মোট	১১৫	৮৭	২৮

কমিশনের চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

১.৫ প্রশাসন

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন সচিব রয়েছেন। সচিব কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন, কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন। কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা তাঁর দায়িত্ব। প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে সচিবকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী সচিব (প্রশাসন), একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, একজন গ্রন্থাগারিক এবং একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন।

১.৬ ব্যয় বরাদ্দ

কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড/অপারেশন কোড নং ১৩১০০২৮০০-বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান ও ৩৬৩২ মূলধন অনুদান এর অন্তর্ভূক্ত। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমিশনের জন্য ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান খাতে ১২,১১,১৫,০০০.০০ (বার কোটি এগার লক্ষ পনের হাজার) টাকা এবং ৩৬৩২-মূলধন অনুদান খাতে ৪৪,০০,০০০.০০ (চুয়াল্লিশ লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট ১২,৫৫,১৫,০০০.০০ (বার কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ পনের হাজার) টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া যায়।

১.৭ সরকারি কোষাগারে জমা

এ বরাদ্দের বিপরীতে আলোচ্য অর্থবছরে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৮,৬৪,১৬,০৬৭.৪৭ (আট কোটি চৌষট্টি লক্ষ ষোল হাজার সাতষট্টি টাকা সাতচল্লিশ পয়সা) মাত্র। ০১ জন সদস্যের পদ অবসরজনিত এবং ০২ জন যুগ্মপ্রধানের পদ বদলীজনিত কারণে শূণ্য থাকায়, ০২ জন গবেষণা কর্মকর্তা ও ০১ জন সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর কমিশনের চাকরি ত্যাগসহ ০১ জন সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার কারণে শুণ্য থাকায় বেতন খাতে ০১ কোটি ৫৮ লক্ষ ০১ হাজার চুয়াত্তর টাকা এবং একজন কর্মচারির বরাবরে নতুন সরকারি বাসা বরাদ্দ হওয়ায়, গাড়ী চালকদের অতিরিক্ত কাজের ভাতা হ্রাস পাওয়ায় ভাতাদি খাতে ৯০ লক্ষ ২৮ হাজার আটশত ছিষট্টি টাকা অব্যয়িত থেকে যায়। এছাড়া, COVID-19 এর প্রভাবে অফিস বন্ধ থাকায় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ বিলম্বে প্রাপ্তির কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করা সম্ভব না হওয়ায়, টেলিফোন ব্যবহারের মাসিক বিল হ্রাস পাওয়ায় এবং প্রশিক্ষণ, গ্যাস ও জ্বালানী, ইনোভেশন/উদ্ভাবন, প্রকাশনা, রয়টার, টেলিফোন ও গ্যাসের বিল সময়মত না পাওয়ায় পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা খাতে ০১ কোটি ১৭ লক্ষ ০১ হাজার পাঁচশত বিয়াল্লিশ টাকা অব্যয়িত থাকায় বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকার প্রধান কারণ। অব্যয়িত ৩,৯০,৯৮,৯৩২.৫৩ (তিন কোটি নব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শত বত্রিশ টাকা তেপ্পান্ন পয়সা) মাত্র iBAS++ সিস্টেমে PL-Account এ থেকে যায়। কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী সারণি: ০৩-এ দেখানো হলো।

সারণি-০৩: কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

কোড নম্বর ও খরচের খাত/উপখাত	বাজেট বরাদ্দ (টাকা) ২০২০-২০২১	সংশোধিত বরাদ্দ (টাকা) ২০২০-২০২১	২০২০-২০২১ সালের প্রকৃত খরচ (টাকা)	২০২০-২০২১ সালের অব্যয়িত (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
৩৬৩১-আবর্তক অনুদান	১২,৩৬,১৫,০০০	১২,১১,১৫,০০০	৮,২৫,২৮,০৫৬.৯৭	৩,৮৫,৮৬,৯৪৩.০৩
৩৬৩২-মূলধন অনুদান	৬২,০০,০০০	৪৪,০০,০০০	৩৮,৮৮,০১০.৫০	৫,১১,৯৮৯.৫০
সর্বমোট =	১২,৯৮,১৫,০০০.০০	১২,৫৫,১৫,০০০.০০	৮,৬৪,১৬,০৬৭.৪৭	৩,৯০,৯৮,৯৩২.৫৩

১.৮ ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে ওয়েবসাইট ও আইটি সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একজন সিস্টেম এনালিষ্ট রয়েছেন। তাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও আইটি সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি স্পীড বর্তমানে সংযোজিত ৩৫ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এর স্থলে ৯০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ এ উন্নীত করা হয়েছে যা কমিশনের ডাটা সংগ্রহে ইতিবাচক অবদান রাখছে।

২। কমিশনে স্থাপিত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার স্থাপন করে ইউজার রোল অনুসারে ব্যান্ডউইথ এর সম ব্যবহারে বন্টন।

৩। ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার স্থাপন করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কটিকে আরও সুরক্ষিত করা হয়েছে।

৪। কমিশনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেলে স্থাপিত আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণের জন্য THOMSON REUTERS সফটওয়্যারটির পুরাতন ভার্সন থেকে নতুন ভার্সনে Upgrade করা হয়েছে।

৫। অফিসের সকল কর্মকর্তাকে আইটি এনাবেলড সার্ভিস, ডাটা এনালাইসিস ও ডাটা মাইগ্রেশন এর কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সকল কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীর বিপরীতে দাপ্তরিক ই-মেইল খোলা হয়েছে এবং দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে।

৭। ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের গবেষণা কর্ম, প্রতিবেদন ও সকল প্রকার রিপোর্ট এর কাভার পেইজ ডিজাইন ও মুদ্রণ করা হয়েছে।

৮। কমিশনের ১২তলায় অবস্থিত লোকাল এরিয়া নেটওর্য়াক উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপন করতঃ আরও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

৯। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রাপ্ত ASYCUDA world সফটওয়্যার এর ডাটা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ডাটা Manipulation করে ব্যবহার উপযোগি করা হয়েছে।

১০। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইসিটি সংক্রান্ত সফটওয়্যার যেমন: ই-নথি, এপিএএমএস, ই-জিপি, জিআরএস ব্যবহার করে ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

১১। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের গবেষণাকাজের জন্য আন্তর্জাতিক ক্লাসিফাইড সফটওয়্যার যথা: ১। GTAP Data Base, ২। GEU Executable-Image GEM PACK: Unlimited, ৩। Trade Sift ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে।

১.৯ গ্রন্থাগার

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কমিশন সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন গ্রন্থগারিকের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। গ্রন্থাগারে সংগ্রহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপ:

১। অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি।

২। কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের ওপর প্রণীত প্রতিবেদন ।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আমদানি ব্যয়, বার্ষিক রপ্তানি আয়, ত্রৈমাসিক ব্যাংক বুলেটিন, Economic Trends (Monthly), Balance of Payments ইত্যাদি প্রকাশনা ও ডকুমেন্ট।

৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তর এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ।

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত এস.আর.ও, ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক।

৬। WTO, UNCTAD, World Bank, IMF ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য তথ্য ভিত্তিক প্রকাশনা ।

৭। FBCCI, DCCI, MCCI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ ।

৮। কমিশনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি সংক্রান্ত বিধানাবলীর ওপর পুস্তকাদি এবং মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রসঙ্গে লেখা বিভিন্ন প্রকাশনা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজেট হতে ক্রয় করা হয় যা কমিশনের গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে।

১.১০ প্রকাশনা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সচিবের তত্ত্বাবধানে একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছে। কমিশনের প্রতি অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যাবলীর ওপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিশন প্রণীত "Bangladesh Journal of Tariff and Trade" শীর্ষক জার্নাল প্রকাশনার দায়িত্ব জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত। এছাড়া কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মূলত: একটি গবেষণাধর্মী সংস্থা হওয়ায় সরকার নির্দেশিত দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ এবং স্বপ্রণোদিতভাবে দেশের সম্ভাবনাময় স্থানীয় বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে সরকারের কাছে প্রেরণ করে থাকে। এসব প্রতিবেদন প্রথমে কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, সাত মসজিদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা হতে কমিশনের বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

১.১১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২৯ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল ২০০৯ এটিতে স্বাক্ষর করেন এবং ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে আইনটির গেজেট প্রকাশিত হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি সারা দেশে কার্যকর হয়। এ আইন কিছু নির্ধারিত তথ্য ব্যতীত কর্তৃপক্ষের সকল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে। কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে সেই তথ্য প্রদানে এ আইনে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে প্রণয়নকৃত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয় । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ (১) অনুসারে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ তাদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষসহ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি-০৪: তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত বিবরণ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	**ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল**	**যোগাযোগের ঠিকানা**
এইচ.এম.শরিফুল ইসলাম পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: prandpo@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৫: বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	**ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল**	**যোগাযোগের ঠিকানা**
মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর সহকারী সচিব (প্রশাসন) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: asstsecretary@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৬: আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য

আপিল কর্তৃপক্ষ	**ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, মোবাইল, ই-মেইল**	**যোগাযোগের ঠিকানা**
চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন।	ফোন: ৯৩৪০২০৯ মোবাইল: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ফ্যাক্স: ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল: chairrman@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ

২. ভূমিকা

ডাম্পিং ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ন্যায় অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার কাজে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ নিয়োজিত। ডাম্পিং এর বিরুদ্ধে এন্টি-ডাম্পিং, ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে কাউন্টারভেইলিং এবং অত্যধিক পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রদান এ বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন বিদেশি পণ্য স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কমমূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়, তবে তা বাংলাদেশে ডাম্পিং হচ্ছে মর্মে গণ্য হবে। এটি স্থানীয় শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে দেশীয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়। একইভাবে কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে তা স্থানীয় প্রতিযোগী পণ্যের সাথে দেশীয় বাজারে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, যা সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে এর কার্যক্রম সংকোচন বা বন্ধ করতে বাধ্য করে। ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা যায়। তাছাড়া, কোন পণ্যের আমদানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থানীয় শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা যায়। কোন পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করার কারণে আমদানিকারকগণ যদি একই ধরনের পণ্য অন্য এইচ.এস কোডের আওতায় আমদানি করে, তাহলে এন্টি-সারকামভেনশন তদন্ত করার মাধ্যমে একই ধরনের পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিষয়ক শুল্কসমূহ আরোপের বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এন্টি-ডাম্পিং, সাবসিডি ও কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড এবং এন্টি-সারকামভেনশন কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে।

২.১. ২০২০-২১ অর্থবছরে বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

২.১.১ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার।

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড সংক্রান্ত সচেতনতা শীর্ষক ২ (দুই) টি সেমিনার আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ছিল। উক্ত সচেতনতা শীর্ষক সেমিনারের প্রথমটি ১৭ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বাংলাদেশের রপ্তানি ও উৎপাদক শ্রেণী এবং সরকারের বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড সংক্রান্ত সচেতনতা শীর্ষক দ্বিতীয় সেমিনারটি কোভিড-১৯ এর কারণে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

২.১.২ বাংলাদেশ হতে আমদানীকৃত পাটপণ্যের ওপর ভারত কর্তৃক কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে কনসালটেশন আহ্বান।

ভারতের ট্রেড রেমেডিস কর্তৃপক্ষ (ডিজিটিআর) কর্তৃক বাংলাদেশ হতে আমদানীকৃত পাটপণ্যের ওপর কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত আরম্ভের পূর্বে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কনসালটেশনের আহবান জানান হয়। কোভিড-১৯ এর সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ১১-১৫ মে ২০২০ এর মধ্যে এই কনসালটেশনের আহবান জানানো হয়। বাংলাদেশে সাধারণ ছুটি এবং কোভিড-১৯ এর কারণে কনসালটেশনটি জুন ২০২০ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হতে পারে মর্মে জানিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তিতে ভারতীয় সরকারের আমন্ত্রণে ০৯ জুলাই ২০২০ তারিখে ভারতের ডিজিটিআরের সাথে বাংলাদেশ সরকারের ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়। কনসালটেশনে বাংলাদেশ হতে পাটপণ্য রপ্তানিতে যে ধরণের আর্থিক সুবিধা দেয়া হয় এবং ডব্লিউটিও এর এগ্রিমেন্টের সংশ্লিষ্ট ধারা তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ সরকারের কনসালটেশনের ওপর লিখিত জবাব ২৩ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন হতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কনসালটেশনের পর ভারত সরকার এবিষয়ে আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

২.১.৩ ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক ডাম্পিং মূল্যে সুতা রপ্তানিতে সুতার ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের প্রস্তাবনা সম্পর্কিত আবেদন।

ভারত ও পাকিস্তান হতে ডাম্পিং মূল্যে সুতা আমদানি করা হচ্ছে মর্মে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) অভিযোগ করে এবং এর প্রতিকার চেয়ে এসোসিয়েশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আবেদনটি মন্ত্রণালয় হতে কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ভারত ও পাকিস্তান হতে ডাম্পিং মূল্যে সুতা আমদানি করা হচ্ছে মর্মে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) অভিযোগ আমলে নিতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের জন্য এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা ২৫ জুন ২০২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বিটিএমএ-তে প্রেরণ করা হয় কিন্তু কোন তথ্য/উপাত্ত পাওয়া যায়নি। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভাতেও বিটিএমএ-এর পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি আগ্রহী নয় মর্মে জানায়। এমতাবস্তায়, বিটিএমএ- এর উপর্যুক্ত অভিযোগের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

২.১.৪ বাংলাদেশ হতে আর্জেন্টিনায় রপ্তানীকৃত গ্লোবস (এইচ.এস.কোড ৬১১৬.১০.০০) ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল ফরেন ট্রেড কমিশন কর্তৃক তদন্ত আরম্ভ।

৫ আগষ্ট ২০১৯ তারিখে RANDON SA কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল ট্রেড কমিশন বাংলাদেশসহ ৫টি দেশ হতে রপ্তানীকৃত গ্লোবস ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত আর্জেন্টিনা দূতাবাস ডিপ্লোমেটিক নোট মারফত ওয়াশিংটনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতবাসকে অবহিত করে। উল্লেখ্য, আর্জেন্টিনার দূতাবাস কর্তৃক জানানো হয় যে, এতদবিষয়ে রপ্তানিকারকদের প্রশ্নমালা পূরণপূর্বক ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী এই সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য রপ্তানিকারকগণ অনুরোধ করতে পারে। আরো উল্লেখ্য যে, আর্জেন্টিনার আইন অনুযায়ী এ সকল প্রশ্নমালা স্প্যানিশ ভাষায় পূরণ

করতে হবে। আর্জেন্টিনায় বাংলাদেশের গ্লোবস রপ্তানির ওপর সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ হতে প্রতিকার পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকগণ প্রশ্নমালা পূরণের সময়সীমা বৃদ্ধির অনুরোধপূর্বক প্রশ্নমালা পূরণ করে আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল ট্রেড কমিশনে প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন হতে বাংলাদেশ তৈরী পোষাক রপ্তানিকারক সমিতি এবং বাংলাদেশ নীটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতিকে পত্র প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া প্রয়োজনে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে যোগাযোগের জন্যও পত্রে বলা হয়। আর্জেন্টিনার রপ্তানিকারকদের তালিকা হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের কোন রপ্তানিকারক সরাসরি ঐ দেশে রপ্তানি করে না বরং বাংলাদেশের পণ্য তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে আর্জেন্টিনায় রপ্তানি হয়। বিষয়টি এখনো তদন্ততাধীন রয়েছে।

২.১.৫ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ওপর এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ বিষয়ে রিভিউ (Review) সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের ওপর ইতোপূর্বে আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্কের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্প হতে রিভিউ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রিভিউ এর জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে পাকিস্তান National Tariff Commission নোটিশ জারি করে। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের তিনটি রপ্তানিকারক/উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে এবং প্রশ্নমালা প্রেরণ করে। এ বিষয়ে ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন করে কমিশনের মতামত পাকিস্তানের National Tariff Commission বরাবর প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে রপ্তানিকারকদের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

২.১.৬ রপ্তানীকৃত এ্যাপারেলস এন্ড ক্লোদিং এক্সেসরিজ এর ওপর ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক সেইফগার্ড তদন্ত আরম্ভ।

বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত এ্যাপারেলস এন্ড ক্লোদিং এক্সেসরিজ এর ওপর ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক সেইফগার্ড তদন্ত আরম্ভ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কাজে অংশগ্রহণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ইন্দোনেশিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট আগ্রহী পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়। মূল রপ্তানিকারক বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ - কেও আগ্রহী পক্ষ হতে কমিশনের পক্ষ থেকে পত্র দেয়া হয়। ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক এ বিষয়ে পরবর্তিতে ভার্চুয়াল শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ হাইকমিশন ইন ইন্দোনেশিয়া, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। শুনানির ওপর কমিশন ও মন্ত্রণালয় হতে মতামত প্রেরণ করা হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের ওপর সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা হয়।

২.১.৭ পলিয়েষ্টার, রেয়ন ও অন্যান্য সিনথেটিক সূতার ওপর নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর ৬ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা মূল্য সংযোজন কর নির্ধারণে মতামত প্রদান।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) কর্তৃক কৃত্রিম আঁশের (Man-Made Fibre) দ্বারা তৈরী সূতায় প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী হতদরিদ্র গরীব, দিনমজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা ও পণ্যটিকে আরো ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে এইচএসকোডভুক্ত ৫৪.০১ থেকে ৫৪.০৬ এবং ৫৫.০৮ থেকে ৫৫.১১ তথা যাবতীয় কৃত্রিম আঁশে (Man-Made Fibre) দ্বারা তৈরী সূতার ওপর ম্যানুফেকচারিং পর্যায়ে কেজি প্রতি ৬ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা মূল্য সংযোজন কর ধার্য্যের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। আবেদনটির বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

২.১.৮ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এবং ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ট্রেড রেমেডি এর মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষরিত।

২৭ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি) ও ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ট্রেড রেমেডি (ডিজিটিআর) এর মধ্যে একটি মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। এমওইউ এর মূল উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা বাস্তবায়নে পারস্পারিক সহযোগিতা করা। বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা বাস্তবায়নে পারস্পারিক নন-কনফিডেন্সিয়াল ভার্শন এর আদান প্রদান, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার-ওয়ার্কসপ-প্রশিক্ষণ আয়োজন, ডব্লিউটিও এর বাণিজ্য প্রতিবিধান সম্পর্কিত বিভিন্ন এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়ন এবং এ সম্পর্কিত দেশীয় আইন-বিধি সংশোধন, সাবসিডি ও কাউন্টারভেইলিং এগ্রিমেন্টের ধারা ১৩ অনুযায়ী পারস্পারিক কনসালটেশন আহ্বান ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পারিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করা হয়।

২.১.৯ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা।

১. এন্টি-ডাম্পিং, সাবসিডি ও কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর দেশের বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;
২. এন্টি-ডাম্পিং, সাবসিডি ও কাউন্টারভেইলিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স এর ওপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য কর্মশালা আয়োজন ;
৩. কোন পণ্যের ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;
৪. কোন পণ্যের ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;
৫. কোন পণ্যের বর্ধিত আমদানির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদান;
৬. স্যানিটারী ও ফাইটোস্যানিটারী (এসপিএস) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;
৭. টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড (টিবিটি) কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন;
৮. আমদানিকারক দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে আনফেয়ারভাবে রপ্তানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা প্রদান।

বাণিজ্য নীতি বিভাগ

৩. ভূমিকা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতগুলি অর্থনৈতিক নির্দেশক [যেমন: ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডমেস্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি] ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে। এ ছাড়াও, নিয়মিত মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের 'মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের 'দ্রব্যমূল্য মনিটরিং'-এর কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, Control of Essential Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ আদেশের আওতায় চিনি ও ভোজ্যতেল প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই, ২০১২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশে পেঁয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, সকল ধরণের মশলা এবং খাবার লবণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে মোতাবেক সকল পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মূল্য পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০ জুন, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পের বিভিন্ন খাত-উপখাত ভিত্তিক ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণ" বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির অনুমোদনক্রমে শুল্ক সংক্রান্ত সুপারিশ বাজেটে প্রতিফলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

৩.১ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

৩.১.১ মুরগীর ডিমকে কৃষি পণ্য হিসেবে নগদ সহায়তা/প্রণোদনা পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ১০০% হালাল মাংস হতে প্রক্রিয়াজাত পণ্যসামগ্রীকে প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য হিসেবে সহায়তা/প্রণোদনা পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রনয়ণ।

কাজী ফার্মস গ্রুপ-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ০১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মুরগীর ডিমকে কৃষি পণ্য হিসেবে নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রাপ্ত পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ১০০% হালাল মাংস হতে প্রক্রিয়াজাত পণ্যসামগ্রীকে প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য হিসেবে সহায়তা/প্রণোদনা পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে এ বিষয়ের ওপর বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন মতামতসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ:

বর্তমানে দেশে Table Eggs (Commercial Eggs) ডিমের বাৎসরিক চাহিদা ১৭৩২.৬৪ কোটি পিস, মাথা পিছু ডিমের বাৎসরিক চাহিদা ১০৪ টি (১লা জুলাই ২০১৯ তারিখে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৬৬ লক্ষ হিসাবে)। Broiler Hatching Eggs ও Layer Hatching Eggs বাৎসরিক চাহিদা যথাক্রমে ৮৪ কোটি ও ১৫.০২ কোটি পিস এবং Omega3 Eggs এর চাহিদা ৩৬.৫ লক্ষ পিস যা মোট চাহিদার সাথে অন্তর্ভূক্ত (সূত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর)। Hatching Eggs এবং Table Eggs (Commercial Eggs) প্রতি ডিমের উৎপাদন ব্যয় যথাক্রমে ২২.২৯ টাকা ও ৮.৫৫ টাকা। প্রতি পিস Broiler Hatching Eggs ০.৩০ মার্কিন ডলার বা ২৫.৫ টাকায় রপ্তানি করা হবে। Broiler Hatching Eggs এর আন্তর্জাতিক বাজার বিবেচনায় আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য থেকে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে (২৫.৫০-২২.২৯=৩.২১টাকা) প্রতি পিস ডিমে মার্জিন ৩.২৯ টাকা (সূত্র: কাজী ফার্মস গ্রুপ)। দেশে উৎপাদিত Hatching Eggs এবং Table Eggs (Commercial Eggs) ডিমের উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত Commercial Eggs এর মূল্য সংযোজনের হার ৬৫% এবং Hatching Eggs এর মূল্য সংযোজনের হার ৭৬%। এছাড়া, রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিম রপ্তানিতে কোন বাধা নেই। রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এর পরিশিষ্ট-১ রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা ও পরিশিষ্ট-২ শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি পণ্য তালিকায়ও ডিম অন্তর্ভুক্ত নেই। এছাড়া, বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে মুরগীর ডিম রপ্তানিতে কোন প্রকার নগদ সহায়তা/ভর্তুকি সুবিধা প্রদান করা হয় না

মতামত:

(ক) অন্যান্য সকল প্রকার ডিম ব্যতিরেকে একমাত্র Broiler Hatching Eggs এর স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের চাহিদাতিরিক্ত বিষয় বিবেচনায় এনে রপ্তানি করতে পারে;

(খ) আন্তর্জাতিক বাজারে Broiler Hatching Eggs এর বাজার মূল্য এবং স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় বিবেচনায় Broiler Hatching Eggs রপ্তানিতে এই মুহূর্তে প্রণোদনার প্রয়োজন নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়;

(গ) আন্তর্জাতিক বাজারে Broiler Hatching Eggs এর মূল্যে নেতিবাচক প্রবণতা পরিলক্ষিত হলে ভবিষ্যতে স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনাপূর্বক প্রণোদনার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩.১.২ কাঁচা চামড়া ও ওয়েট-ব্লু চামড়ার বর্তমান মজুদ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা ও ওয়েট-ব্লু চামড়ার মূল্য পরিস্থিতি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান।

দেশে কি পরিমান কাঁচা চামড়া ও ওয়েট-ব্লু চামড়ার মজুদ আছে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা ও ওয়েট-ব্লু চামড়ার মূল্য পরিস্থিতি কিরূপ সে বিষয়ে সরকারকে অবগত করার নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ:

বাংলাদেশে কাঁচা চামড়ার মোট চাহিদার ৫০% সংগ্রহ করা হয় কোরবানির সময়। দেশে ঈদুল আজহা ২০২০ এ গরু ও মহিষ ৫০.৫২ লক্ষ এবং ভেড়া ও ছাগল ৪৪.০০ লক্ষ জবাই হয়। দেশে কাঁচা চামড়ার সরবরাহ (প্রায়) ০১ কোটি। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে গরু ও মহিষের উৎপাদন যথাক্রমে ২৪৩.৯১ লক্ষ ও ১৪.৯৩ লক্ষ এবং ভেড়া ও ছাগলের উৎপাদন যথাক্রমে ৩১.৪৩ ও ২৫২.৭৭ লক্ষ। অপরদিকে, ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে গরু মহিষ, ভেড়া ও ছাগলের উৎপাদন ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (সূত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর)। এছাড়া, রপ্তানি নীতি ২০১৮-

২০২১ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট -১ এ রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা এর ৯.১৫ অনুযায়ী কাঁচা, ওয়েট-ব্লু চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য। তবে, ওয়েট-ব্লু চামড়া হতে প্রাপ্ত উপজাত যথা ওয়েট-ব্লু স্প্লীট লেদার রপ্তানিযোগ্য হবে। বর্তমান স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় কাঁচা চামড়া ও ওয়েট-ব্লু চামড়ার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সম্ভাব্য বাজারমূল্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	একক	স্থানীয় বাজারমূল্য	আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য
১.	কাঁচা চামড়া (গরু)	প্রতি বর্গ ফুট	৩৫ ৭৫-টাকা	০০০-০ টাকা
২.	ওয়েট-ব্লু চামড়া (গরু)	প্রতি বর্গ ফুট	৬৮ ১১৪-টাকা	৯০ ১৩৬-টাকা

উৎস: বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তক সংগৃহীত

মতামত:

চামড়া নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার স্বার্থে দেশের চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য বিবেচনায় প্রতি বর্গফুট চামড়ার সর্বনিম্ন রপ্তানিমূল্য নির্ধারণপূর্বক কাঁচা ও ওয়েট-ব্লু চামড়া রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

৩.১.৩ আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ এর নিয়ন্ত্রিত পণ্য তালিকার এইচ.এস হেডিং ৮৭.১১ এর বর্ণিত ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি (সিসি) অপসারণ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত।

মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর আবেদনের ভিত্তিতে গত ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় দুই চাকা বিশিষ্ট মোটরসাইকেল আমদানির ক্ষেত্রে ইঞ্জিন ক্যাপাসিটির সিসি সীমা তুলে দেয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে একটি সমীক্ষা পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানানো হয় যার প্রেক্ষিতে কমিশন মতামত সম্বলিত এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ:

মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন ক্যাপাসিটির সিসি সীমা অপসারণ বিষয়ে স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায়, একধরণের উৎপাদনকারী মোটরসাইকেলের স্থানীয় ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পাশ্ববর্তী দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের ন্যায় সিসি সীমা অপসারণের পক্ষে মতামত দিয়েছে। আরেকধরণের উৎপাদনকারী মোটরসাইকেলের বিদ্যমান বিনিয়োগ সুরক্ষা বিবেচনায় বিদ্যমান সিসি সীমা (১৬৫ সিসি) অপসারণের বিপক্ষে মতামত প্রদান করেছে।

বিদ্যমান আমদানিনীতি আদেশ ২০১৫-১৮ এর নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-ক পর্যালোচনায় দেখা যায় এইচ এস হেডিং নম্বর ৮৭.১১ ভূক্ত সকল এইচএসকোড ৩ (তিন) বৎসরের অধিক পুরাতন এবং ১৫৫ (একশত পঞ্চান্ন) সিসি এর উর্দ্ধে সকল প্রকার মোটরসাইকেল আমদানি নিষিদ্ধ; তবে পুলিশ বিভাগের ক্ষেত্রে ১৫৫ সিসি'র উর্দ্ধসীমা প্রযোজ্য হবে না। পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও নং ২৩৪- আইন/২০১৭, তারিখ ১২ জুলাই, ২০১৭ এর মাধ্যমে ইঞ্জিন সিসি সীমা ১৫৫ থেকে বৃদ্ধি করে ১৬৫ সিসি করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোটরসাইকেল স্থানীয় উৎপাদন ও আমদানির ক্ষেত্রে ইঞ্জিন ক্যাপাসিটির সর্বোচ্চ সিসি সীমা ১৬৫ পর্যন্ত।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস.আর.ও নং-১৫৫-আইন/২০১৭/৪১/ কাস্টমস তারিখ: ০১ জুন ২০১৭; এস. আর. নং-৬৯-আইন/২০১৯/০৫/কাস্টমস তারিখ: ১৮ মার্চ ২০১৯ এর মাধ্যমে মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, ভেন্ডর ও গুরুত্বপূর্ণ পার্টস এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে মোটরসাইকেল উৎপাদনকারীর যে সংজ্ঞা সে অনুযায়ী শতভাগ উৎপাদনকারী না হয়েও মোটরসাইকেলের মূল কয়েকটি পার্টস অথবা পার্টস-এর অংশ বিশেষ উৎপাদন করেও উৎপাদকের স্বীকৃতি লাভ করা সম্ভব। মূলতঃ এ শিল্প বিকাশের দিক বিবেচনায় প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্রগামী ম্যানুফ্যাকচারিং-কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ উৎপাদন অপেক্ষা ভেন্ডর সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ'ধরণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। একজন ভেন্ডর মোটরসাইকেলের এক বা একাধিক পার্টস উৎপাদন করে মূল উৎপাদনকারীকে সরবরাহ করে থাকে। মূল উৎপাদনকারীর বাজার সম্প্রসারিত হলে ভেন্ডরের বাজারও সম্প্রসারিত হবে। কিন্তু স্থানীয় উৎপাদনে মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন সি.সি সীমা নির্ধারিত থাকায় এর স্থানীয় বাজার নিয়ন্ত্রিত। ফলে ভেন্ডর নিরুৎসাহিত হচ্ছে। এ ছাড়া, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সম্পূর্ণায়িত মোটরসাইকেল রপ্তানি করা কঠিন হলেও ভেন্ডর কর্তৃক উৎপাদিত পার্টস রপ্তানি কঠিন নয়। এ ক্ষেত্রে একজন ভেন্ডর কোন কোম্পানির অরিজিন্যাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স হিসেবে স্বীকৃতি পেলেই সে ঐ কোম্পানির মোটরসাইকেলের জন্য তার উৎপাদিত স্পেয়ার পার্টস রপ্তানি করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যতীত বিশ্বের কোথাও ইঞ্জিন সিসি সীমা নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। তাই স্থানীয় ভেন্ডরদের আন্তর্জাতিক বাজারে স্পেয়ার পার্টস রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির জন্য সিসি সীমার নিয়ন্ত্রণ অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে বলে প্রতীয়মান।

মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের সিসি সীমা বৃদ্ধি করা হলে জনগণের নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়তে পারে এবং বেশি ইঞ্জিন সিসি'র মোটরসাইকেল ব্যবহার করে অপরাধীরা দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ১৬৫ সিসির উর্দ্ধে সর্বসাধারণের জন্য স্থানীয়ভাবে মোটরসাইকেল উৎপাদন এবং আমদানির মাধ্যমে বাজারজাতকরণকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে ইঞ্জিন সিসি সীমার সাথে মোটরসাইকেলের গতির প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক আছে বলে প্রমাণিত নয়। ৩০০ বা ৫০০ সিসি'র মোটরসাইকেলে সর্বোচ্চ যে গতি সৃষ্টি করা সম্ভব তা ১৬৫ সিসি ইঞ্জিন ক্ষমতাসম্পন্ন মোটরসাইকেলেও সৃষ্টি করা সম্ভব। গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ইঞ্জিন সিসি সীমা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে বলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতীয়মান হয় না। বরং সিসি সীমা উন্মুক্ত করা হলে অধিক ইঞ্জিন সিসি'র মোটরসাইকেলের বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট যেমন: ডুয়েল চ্যানেল এন্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম (এবিএস), কম্বাইন্ড ব্রেকিং সিস্টেম (সিবিএস), ট্রাকশন কন্ট্রোল, গ্রাভিটি সেন্সর, স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে মোটরসাইকেল আরোহীর অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

সিসি সীমার সাথে গ্রিন এনভায়রনমেন্টের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ সিসির ইঞ্জিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ফুয়েল ইঞ্জেকশন (এফআই) প্রযুক্তি ইঞ্জিনের মোটরসাইকেলের মাইলেজ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি করে। এফআই প্রযুক্তিতে ইঞ্জিনে প্রবেশকৃত জ্বালানী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হবার ফলে জ্বালানী অপচয় রোধ হয়। তুলনামূলক কম সিসির ক্ষেত্রেও ফুয়েল ইঞ্জেকশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব, তবে এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়। পরিবেশের ভারসাম্য বিবেচনায় ইউরোপসহ উন্নত বিশ্বে এই প্রযুক্তির চাহিদা বাড়ছে।

সিসি সীমা অপসারণ করা হলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মোটরসাইকেল অথবা স্থানীয় ভেন্ডর কর্তৃক উৎপাদিত স্পেয়ার পার্টসের রপ্তানি সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। শুধু রপ্তানির ক্ষেত্রে সিসি সীমা অপসারণ করা হলে রপ্তানিকৃত পণ্যের বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানে স্থানীয় রপ্তানিকারকদের সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ স্থানীয় পরীক্ষণলব্ধ জ্ঞান না থাকায় অনেক সময় বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান না করার কারণে রপ্তানি

ব্যাহত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে মোটরসাইকেল স্পেয়ার পার্টসের অনেক বড় বাজার রয়েছে। শ্রমঘন দেশ হিসেবে বাংলাদেশে উৎপাদিত মোটরসাইকেল স্পেয়ার পার্টসের বড় সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয় এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে বিশ্ববাজারে চলমান মোটরসাইকেলসমূহের স্পেয়ার পার্টস উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জণ করা প্রয়োজন। ১৬৫ সিসি'র ইঞ্জিন ক্যাপাসিটির যে বার তা স্থানীয় এ সম্ভাবনার অন্তরায় বলে প্রতীয়মান।

মতামত:

স্থানীয় মোটর সাইকেল শিল্পের বিকাশ তরান্বিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় মোটর সাইকেলের ইঞ্জিন ক্যাপাসিটির সিসি সীমা অপসারণ করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে এ শিল্পে স্থানীয় বিনিয়োগের নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় এ পর্যায়ে ৩৫০ সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিন ক্যাপাসিটির মোটর সাইকেল উৎপাদন ও আমদানির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩.১.৪ স্থানীয় টেক্সটাইল মিলের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমদানিকৃত ফেব্রিকের ট্যারিফ ভ্যালু পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানিকৃত টেক্সটাইল ফেব্রিকের উপর যৌক্তিকহারে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণ এবং পরিমাপের একক কেজির পরিবর্তে মিটার ব্যবহারের বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে যার ভিত্তিতে কমিশন এ বিষয়ে মতামত প্রদান করে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ:

টেক্সটাইল ফেব্রিকের স্থানীয় চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রায় ৫০০টির মতো স্পিনিং (রিং ও রোটর), ছোট বড়সহ প্রায় ৫০০০ এর মতো উইভিং মিল ও ৩০০টি ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং মিল রয়েছে। দেশে তৈরী যাবতীয় ফেব্রিক ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং-এ মিলগুলি প্রসেস করে থাকে। এ ছাড়া, দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর বস্ত্রের মৌলিক চাহিদার বড় অংশই এ মিলসমূহ কর্তৃক উৎপাদিত ফেব্রিক দ্বারা পূরণ করা হচ্ছে। দেশে বার্ষিক সুতার উৎপাদন ক্ষমতা ৩২০০ মিলিয়ন কেজি, বার্ষিক ফেব্রিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬.৫ বিলিয়ন মিটার, বার্ষিক ফেব্রিক প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতা ৭.৫ বিলিয়ন মিটার। দেশে কাপড়ের চাহিদা পর্যালোচনায় দেখা যায় পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে গড়ে একজন মানুষ বছরে ২৫ থেকে ৩০ গজ কাপড় ব্যবহার করে এ ছাড়া, বেডশীট, তোয়ালে, গামছা, চাঁদর ও অন্যান্য কাজে গড়ে ১৫ থেকে ২০ গজ কাপড় ব্যবহার করে থাকে। একজন মানুষ বছরে ৪৫ থেকে ৫০ গজ কাপড় ব্যবহার করে থাকে সে হিসেবে ১৬০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর প্রায় ৬.৫ বিলিয়ন মিটার কাপড় প্রয়োজন যা স্থানীয় উৎপাদন দ্বারা পূরণ করা সম্ভব (সূত্র:বিটিএমএ)।

বিদ্যমান আমদানি শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী টেক্সটাইল ফেব্রিক আমদানিতে ২৫% সিডি, ৩% আরডি, ২০% এসডিসহ মোট ৮৯.৩২% শুল্ক আরোপিত আছে যা, স্থানীয় ফেব্রিক উৎপাদনকারী শিল্পের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করলেও ফেব্রিকের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারিত থাকায় স্থানীয় আমদানিকারকগণ শুল্ক সুরক্ষার অপব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ফেব্রিক আমদানিতে উৎসাহিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক বাজারে নিট ফেব্রিক ব্যতীত অন্যান্য ফেব্রিক ক্রয়-বিক্রয় মিটারে হলেও বাংলাদেশে ফেব্রিকের ট্যারিফ ভ্যালু কেজিতে নির্ধারিত আছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ফেব্রিক ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাপের একক হিসেবে 'মিটারকে' বিবেচনা করে কেজির পরিবর্তে 'মিটার' নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া, বাংলাদেশে ফেব্রিক আমদানিতে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণের

ক্ষেত্রে ফেব্রিকের স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় ও আন্তর্জাতিক বাজারদর বিবেচনায় এনে ট্যারিফ ভ্যালু পূনঃনির্ধারণ করা হলে স্থানীয় মিলসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে বলে প্রতীয়মান।

বিগত ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে স্থানীয় বাজার ও রপ্তানির নিমিত্ত আমদানিকৃত টেক্সটাইল ফেব্রিকের পরিমাণ ও প্রতি কেজির গড় আমদানি মূল্য নিম্নের সারণি-১ এ দেখানো হলো। সারণি-১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন ধরণের টেক্সটাইল ফেব্রিক একই এইচ.এস.কোডে আই এম-৪ এ শুল্ক প্রদান পূর্বক স্থানীয় বাজারে বাজারজাত করার জন্য এবং শুল্ক ব্যতীত বন্ডের মাধ্যমে রপ্তানির নিমিত্ত আমদানি করা হয়েছে। শুল্ক ব্যতীত রপ্তানির নিমিত্ত বন্ডের মাধ্যমে প্রতি কেজির আমদানি মূল্য এবং শুল্ক প্রদানপূর্বক প্রতি কেজির আমদানি মূল্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বন্ডের মাধ্যমে আমদানিতে কোন প্রকার শুল্ক না থাকায় আমদানি মূল্যকে ফেব্রিকের আন্তর্জাতিক মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অপরদিকে আই এম-৪ এ অধিকহারে শুল্ক আরোপিত থাকায় আমদানি মূল্য অনেক কম পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমদানি মূল্য কম থাকার ফলে স্থানীয় উৎপাদকগণ অসমপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় আমদানিতে সরকার যে হারে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করেছে তা আন্তর্জাতিক বাজার ও স্থানীয় উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা কম বলে প্রতীয়মান।

সারণি-১ শুল্ক প্রদানপূর্বক ও বন্ডের মাধ্যমে ফেব্রিক আমদানির পরিমাণ ও প্রতি কেজির গড় আমদানিমূল্য

HS Code	2018-19				2019-20			
	Import Qty in MT (IM-4)	Import Qty in MT (IM-7)	Average Import Price per kg (IM-4)	Average Import Price per kg (IM-7)	Import Qty in MT (IM-4)	Import Qty in MT (IM-7)	Average Import Price per kg (IM-4)	Average Import Price per kg (IM-7)
5208	3,070	225,552	285	732	2,980	98,641	276	742
5407	17,780	151,938	282	662	25,369	93,387	272	706
5516	1,235	25,906	261	654	2,649	21,489	269	698
5801	3,390	12,142	344	672	1,523	6,641	400	668
5804	5,108	…..	1,554	…	…..	3,730	……	1,401
5903	5,199	43,820	212	617	3,363	29,133	215	625
6001	1,436	64,209	322	457	2,076	35,857	290	462
6005	787	7,035	269	588	635	8,322	261	570
Total Qty.	38,007	530,601			38,594	297,199		

উৎস: জাতীয় রাজস্ববোর্ড

উপরোক্ত তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে কমিশনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১. দেশে প্রতি বছর ৬.৫ বিলিয়ন মিটার ফেব্রিক/কাপড়ের চাহিদা রয়েছে;
২. স্থানীয় বাজারে বাজারজাত করার জন্য মিলসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৭ বিলিয়ন মিটার;
৩. ফেব্রিক আমদানিতে আমদানি শুল্ক ৮৯.৩২ এবং কাপড়ের প্রকার অনুযায়ী প্রতি কেজিতে বিভিন্ন হারে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারিত আছে;
৪. আন্তর্জাতিক বাজারে ফেব্রিক সাধারণতঃ মিটারে ক্রয়-বিক্রয় হয় তাই ফেব্রিক আমদানিতে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণে মিটার ব্যবহার করা সমীচীন;
৫. ফেব্রিক/কাপড়ের স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় বিবেচনায় প্রতি কেজিতে নির্ধারিত ট্যারিফ ভ্যালু অতি সামান্য। ফলে আমদানিকৃত কাপড়ের সাথে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাপড়/ফেব্রিক অসমপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে;

শুল্ক ব্যতীত বন্ড সুবিধায় ও শুল্ক প্রদান করে একই এইচ.এস.কোড-এ আমদানিকৃত প্রতি কেজি ফেব্রিকের গড় মূল্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শুল্ক ব্যতীত বন্ডের মাধ্যমে আমদানিকৃত কাপড়ের মূল্য বেশি এবং শুল্ক প্রদান করে আমদানিকৃত কাপড়ের মূল্য কম। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শুল্কের কারণে

ফেব্রিকের আন্তর্জাতিক মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে আমদানিকৃত ফেব্রিক শুল্কায়িত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক বাজার দর ও স্থানীয় উৎপাদন মূল্য বিবেচনায় ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণ করা সমীচীন।

মতামত:

১. ফেব্রিক আমদানিতে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণের ক্ষেত্রে একক হিসেবে ব্যবহৃত কেজির পরিবর্তে মিটার ব্যবহার করা যেতে পারে;

২. ফেব্রিকের স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় ও আন্তর্জাতিক বাজারদর বিবেচনায় এনে প্রতি মিটার ফেব্রিকের ট্যারিফ ভ্যালু পূনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।

৩.১.৫ স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পেঁয়াজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত।

দেশীয়/স্থানীয় পেঁয়াজ চাষিদের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও কমিশন/সংস্থার অনুরোধে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ:

বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বারি-১, বারি-২, বারি-৩, বারি-৪ ও বারি-৫ এবং স্থানীয় জাত তাহেরপুরী, ফরিদপুরের ভাতি, ঝিটকা ও কৈলাশনগর উল্লেখযোগ্য। তবে বারি-৪ হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন পেঁয়াজ এবং বারী-৫ সারা বছরব্যাপী উৎপাদন করা যায়। বাংলাদেশে পেঁয়াজ সংগ্রহের মৌসুমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ থেকে এপ্রিল)। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি সময়ে সংগৃহিত পেঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না । সে কারণে এ সময় সংগৃহিত পেঁয়াজ দ্রুততম সময়ে ভোগ করা প্রয়োজন হয়। মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে সংগৃহিত পেঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ সম্ভব হয় এবং স্থানীয় পেঁয়াজের চাহিদার ৮০% এ পেঁয়াজ দ্বারা পূরণ করা হয়। সে হিসেবে বাংলাদেশে পেঁয়াজের প্রকৃত সংগ্রহ মৌসুম বলতে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়কে বুঝাবে। তবে চাষি পর্যায়ে পেঁয়াজের বিক্রয় মৌসুম ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত।

প্রতি কেজি পেঁয়াজের উৎপাদন ব্যয় সারণি-১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতি একর জমিতে পেঁয়াজ চাষের জন্য ১ জন চাষির মোট ব্যয় ৬৩,৭৬৩ টাকা। প্রতি একরে উৎপাদনের পরিমাণ ৪,৮৫৮ কেজি। সে হিসেবে প্রতি কেজির নীট উৎপাদন ব্যয় ১৩.১৩ টাকা। প্রতি কেজি পেঁয়াজে চাষির কাঙ্খিত মূল্য বিবেচনা করা হয়েছে ২০ টাকা।

সারণি-১: প্রতি কেজি স্থানীয় পেঁয়াজের উৎপাদন ব্যয়

পিঁয়াজ ফসলের একর প্রতি উৎপাদন খরচ (২০২০-২১)					
ক্র:নং	উপকরণের বিবরণ	একক	একক মুল্য(টাকা)	একর প্রতি পরিমান	একর প্রতি মুল্য/ব্যয় টাকা (২০১৯-২০)
১	বীজ				
১	বীজ	কেজি	১৮০০	২	৪০০০
২	সার				০
২.১	ইউরিয়া	কেজি	১৬	৯৬	১৫৩৬
২.২	টিএসপি	কেজি	২২	১০৪	২২৮৮
২.৩	এমওপি	কেজি	১৫	৬০	৯০০
২.৪	জিপসাম	কেজি	১০	৪০	৪০০
২.৫	দস্তা	কেজি	২০০	১.২	২৪০
২.৬	জৈব সার	কেজি	৫	২০০০	১০০০০
৩	বালাই ব্যবস্থাপনা				১০০০

৪	শ্রমের মজুরি				০
৪.১	পারিবারিক শ্রম	জনদিবস	৫০০	৮	৪০০০
৪.২	ভাড়াকৃত শ্রম	জনদিবস	৫০০	৩০	১৫০০০
৫	জমি কর্ষন(বলদ/পাওয়ার টিলার)		২৫০০/বিঘা	৩ বিঘা	৭৫০০
৬	সেচ		১৭০০	৩	৫১০০
	চলতি মূলধন				৪৭৯৬৪
৭	চলতি মুলধনের সুদ				১৭৯৯
৮	জমির ভাড়া				১০০০০
৯	একর প্রতি মোট উৎপাদন ব্যয়				৬৩৭৬৩
১০	উৎপাদন				
	পিঁয়াজ	কেজি	২০	৪৮৫৮ কেজি	৯৭১৬০
	লাভ/লোকসান				৩৩৩৯৭
১১	একর প্রতি নীট উৎপাদন ব্যয়				৬৩৭৬৩
১২	কেজি প্রতি নীট উৎপাদন ব্যয়				১৩.১৩
১৩	গত বছরের পিয়াঁজ কেজি প্রতি নীট উৎপাদন ব্যয়				১১.৯৭
১৪	গত বছরের তুলনায় পিয়াঁজ এর কেজি প্রতি নীট উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি				১.১৬

চলতি মূলধনের সুদ=(চলতি মুলধন*সুদের হার*বিবেচ্য সময়)/১২
=(৪৫৪৬৪*৯%*৫)/১২
চলতি মূলধন = মোট নগদ ব্যয় = জমির ভাড়া ও পারিবারিক শ্রমের ব্যয় বাদে মোট ব্যয়

উৎস: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

বাংলাদেশ মূলতঃ ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে থাকে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত সময়ে ভারত থেকে প্রতি মে.টন পেঁয়াজের গড় আমদানি মূল্য ছিল ১৬৪.৪৪ ইউএস ডলার। ভারতের মুদ্রাস্ফীতি পর্যলোচনায় দেখা যায়, কৃষি খাতে মূল্যস্ফীতির হার ৪%। গত দুই বছরের মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় এবারের মূল্য দাড়ায় ১৭৮.৪২ ইউএস ডলার। প্রতি ইউএস ডলারের বিনিময় হার ৮৬ টাকা ধরে ১৭৮.৪২ ডলারের বিনিময় মূল্য দাঁড়ায় ১৫,৩৪৫ টাকা।

সারণি-২ বিগত কয়েক বছরে স্থানীয় উৎপাদন মৌসুমে পেঁয়াজের আমদানি মুল্যঃ

Year	February	March	April	May	June
2019	173.54	166.68	162.46	155.07	164.44
2020	480.48	481.28	325.60	268.39	388.93
2021	$ 196 Indian price as on 2nd january, 2021	-	-	-	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

উৎপাদন পর্যায়ে স্থানীয় চাষির কাঙ্ক্ষিত মূল্য ২০ টাকা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী ব্যবস্থা হিসেবে কাস্টমস ডিউটি (সিডি), সম্পূরক শুল্ক (এসডি) ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (আরডি) আরোপ করতে পারে। তবে সিডি, কাস্টমস এ্যাক্টের ১ম তফসিল অনুযায়ী এবং এসডি ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইনের তফসিল অনুযায়ী জাতীয় সংসদের মাধ্যমে আরোপ করতে পারে। অপরদিকে আরডি সরকার এসআরও জারির মাধ্যমে সর্বোচ্চ কাস্টমস ডিউটি হারের দ্বিগুণ পরিমাণ আরোপ করতে পারে।

কাঙ্ক্ষিত আমদানি মূল্য ১৭৮.৪২ ইউএস ডলার কে ভিত্তি মূল্য ধরে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ভারতের বাজার থেকে বিভিন্ন হারে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরপের প্রভাব সারণি-৩ এ প্রদত্ত হল। আমদানি মূল্য ১৭৮.৪২ ইউএস ডলারের সাথে পেঁয়াজ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী ০% শুল্ক ও অন্যান্য ব্যয় যোগ করে প্রতি কেজির অবতরণ মূল্য দাঁড়ায় ১৫.৫৩ টাকা যা, স্থানীয় চাষির কাঙ্ক্ষিত মূল্য প্রতি কেজিতে ২০ টাকা অপেক্ষা কম। সর্বোচ্চ ৩৫% হারে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ ও আমদানি সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ যোগ করা হলে প্রতি কেজি পেঁয়াজে অবতরণ মূল্য দাঁড়াবে ২০.৯০ টাকা, এবং ৩০% হারে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ ও আমদানি সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ যোগ করা হলে

প্রতি কেজি পেঁয়াজে অবতরণ মূল্য দাঁড়াবে ২০.১৩ টাকা। পেঁয়াজ চাষীদের সুরক্ষার জন্য ৩০% হারে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য এ ধরণের শুল্ক প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি হতে মে পর্যন্ত সময়ে বহাল থাকতে পারে। কাস্টমস এ্যাক্ট অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপিত কাস্টমস ডিউটির সর্বোচ্চ হারের দ্বিগুণ পর্যন্ত সরকার আরোপ করতে পারে এবং তা সরকার এসআরও এর মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারে।

সারণি-৩: বিভিন্ন শুল্ক হারে প্রতি কেজি পেঁয়াজের আমদানি মূল্য

HS CODE	Import Price per ton (USD)	CD	SD	VAT	AT	RD	ATV	Landed cost per ton (US $)	landed cost per kg TK	Other cost per kg	Import cost of Onion per kg
7031019	178.44	0	0	0	0	0	0	178.44	15.35	0.18	15.53
7031019	178.44	0	0	0	0	20	0	214.128	18.42	0.18	18.60
7031019	178.44	0	0	0	0	30	0	231.972	19.95	0.18	20.13
7031019	178.44	0	0	0	0	35	0	240.894	20.72	0.18	20.90

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

উপরোক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে কমিশনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১. পেঁয়াজের সুরক্ষা মৌসুম বলতে প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত সময়কে বুঝাবে;
২. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতি কেজি পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ প্রায় ১৩.১৩ টাকা;
৩. এইচ.এস.কোড ০৭০৩.১০.১৯ এর আওতায় বৃহৎ পরিসরে পেঁয়াজ আমদানি হয় যার ওপর কোন শুল্কারোপ নেই;
৪. কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৮ এর উপধারা (২) অনুযায়ী সরকার পেঁয়াজ আমদানিতে অনধিক ৫০% নিয়ন্ত্রণমূলক শূল্ক আরোপ করতে পারে।

মতামত:

১. স্থানীয় পেঁয়াজ চাষীদের সুরক্ষার জন্য পেঁয়াজ আমদানিতে ৩০% হারে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে;
২. পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য এ ধরণের শুল্ক প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি হতে মে পর্যন্ত সময়ে বহাল রাখা যেতে পারে।
৩. পেঁয়াজ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিধায় এর সরবরাহ যেন বিঘ্নিত না হয়, সে কারণে ভারতসহ অন্যান্য দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন ও পেঁয়াজের রপ্তানিতে মূল্যসহ সরবরাহ পরিস্থিতির ওপর নিবিড়ভাবে নজরদারি করতে হবে।

৩.১.৬ ভোজ্য তেল (পরিশোধিত সয়াবিন ও পরিশোধিত পাম) তেল রপ্তানির অনুমতি প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ভোজ্য তেল (পরিশোধিত সয়াবিন ও পরিশোধিত পাম)-এর বর্তমান বাজার মূল্য, উৎপাদন মজুদ, অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও আমদানির পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনায় এনে রপ্তানির অনুমতি দেয়া যায় কিনা এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করা হয় যার প্রেক্ষিতে এ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ:

বাংলাদেশে পরিশোধনকারী ভোজ্য তেল (সয়াবিন ও পাম) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৫০.৭৬ লক্ষ মেঃ টন। এ ছাড়া, বিভিন্ন রাইস ব্রান অয়েল কোম্পানিসমূহের বার্ষিক

উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৩ লক্ষ মেঃ টন এবং স্থানীয়ভাবে প্রায় ২ লক্ষ মেঃ টন সরিষার তেল উৎপাদিত হয়। সে হিসেবে বাংলাদেশে বার্ষিক ভোজ্য তেল উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫৫.৭৬ লক্ষ মে. টন। বাংলাদেশে ভোজ্য তেলের চাহিদা প্রায় ২০ লক্ষ মে.টন হলেও আমদানিকৃত ভোজ্য তেল (সয়াবিন ও পাম) এর বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৮ লক্ষ মেঃ টন, যা স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৩৫.৮% ব্যবহারের মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব।

রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ এর পরিশিষ্ট -২ শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি পণ্য তালিকা ১০.১ -এ সয়াবিন তেল ও পাম তেলের নাম উল্লেখ রয়েছে বিধায় সয়াবিন ও পাম তেল সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে রপ্তানির সুযোগ নেই। রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ এর ৩.১.২ উপানুচ্ছেদ মোতাবেক যে সকল পণ্য কতিপয় শর্ত পালন সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য সে সকল পণ্য উক্ত বিধান পালন সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে। এ ছাড়া, উক্ত আদেশের ৩.৪.৬ উপানুচ্ছেদ অনুসারে স্থানীয়ভাবে পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণগতমান বা আকৃতির যে কোন একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনপূর্বক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের সাথে ন্যূনতম ১০% হারে মূল্য সংযোজনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য রপ্তানি করাকে বুঝাবে। একই আদেশের ৩.৪.৭ এ আমদানি মূল্য বলতে পুনঃ রপ্তানির জন্য বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের সিএফআর মূল্যকে বুঝাবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

দেশে অপরিশোধিত সয়াবিন ও পামতেল আমদানি করে পরিশোধন করার পর তা স্থানীয়ভাবে বাজারজাতকরণ করা হয়। অপরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেল পরিশোধনকালে প্রায় ৪.২৫% প্রসেস লস (প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি) হয়। নিম্নের সারণি-১ এ ২০১৯ ও ২০২০ সালের জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ভোজ্য তেলের এল.সি নিষ্পত্তির পরিমাণের তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হলো ।

সারণি-১ ভোজ্য তেল আমদানির নিমিত্ত এলসি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

পণ্যের নাম	জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত এলসি নিষ্পত্তির পরিমাণ	প্রাপ্ত ভোজ্য তেল	জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত এলসি নিষ্পত্তির পরিমাণ	প্রাপ্ত ভোজ্য তেল
অপরিশোধিত সয়াবিন তেল	৫৩০,৫৮০.০০	৫০৮,০৩০.৩৫	৩৬৭,৪৭২.০০	৩৫১,৮৫৪.৪৪
পরিশোধিত সয়াবিন তেল	১০১,৪৩১.০০	১০১,৪৩১.০০	২৪,০২৯.০০	২৪,০২৯.০০
অপরিশোধিত পাম তেল	২৬৩,১৯১.০০	২৫২,০০৫.৩৮	৯১,৫১৩.০০	৮৭,৬২৩.৭০
পরিশোধিত পাম তেল	৫৩৪,৯৭৮.০০	৫৩৪,৯৭৮.০০	৪৮৫,৮৯৩.০০	৪৮৫,৮৯৩.০০
সর্বমোট	১,৪৩০,১৮০.০০	-	৯৬৮,৯০৭.০০	-
সয়াবিন বীজ	৪৭২,৭৪৪.০০	৮০,৩৬৬.৪৮	৫৭৬,৬৫৮.০০	৯৮,০৩১.৮৬
মোট প্রাপ্ত ভোজ্যতেল		১,৪৭৬,৮১১.২১		১,০৪৭,৪৩২.০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

উপরের সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত সয়াবিন ও পাম (পরিশোধিত ও অপরিশোধিত) মিলে এলসি নিষ্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৯.৬৯ লক্ষ মেঃ টন । এ ছাড়া, সয়াবিন বীজের এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে প্রায় ৫.৭৭ লক্ষ মেঃ টন। বীজ পরিশোধন করে প্রায় ১৭% তেল পাওয়া যায় । উপরোক্ত আমদানি তথ্যের ভিত্তিতে দেশে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২০ সময়ে আমদানিকৃত ভোজ্য তেলের সরবরাহ ছিল (পরিশোধনকালে প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি ৪.২৫% বাদে) প্রায় ১০.৪৭ লক্ষ মে: টন। যা গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় কম। তবে গত বৎসরের এই সময় স্থানীয় চাহিদার তুলনায় প্রায় ৩ লক্ষ মে: টন বেশী তেল আমদানি হয়েছিল।

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের চাহিদায় নেতিবাচক প্রভাব পরে। মার্চ থেকে দীর্ঘ সময় লকডাউন থাকায় হোটেল রেস্তোরাসহ সকল সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ থাকায় ভোজ্য তেলের চাহিদা প্রায় ৩০% থেকে ৩৫% হ্রাস পেয়েছে বলে ভোজ্য তেলের স্থানীয়

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ জানিয়েছে। এছাড়া গত বছর দেশে চাহিদা অতিরিক্ত ভোজ্য তেলের আমদানি তাঁর সাথে এ বছর করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সাধারণ চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় সকল প্রতিষ্ঠানের কাছেই ভোজ্যতেলের মজুদ রয়েছে বলে প্রতীয়মান।

অপরিশোধিত সয়াবিন ও পামতেল পরিশোধনের মাধ্যমে পরিশোধিত/ভোজ্যতেল উৎপাদন করা হয়। তাই অপরিশোধিত সয়াবিন ও পামতেলের আন্তর্জাতিক বাজারদর কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয় (রেখাচিত্র-১)। রেখাচিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত বছরের এ সময় অপেক্ষা আন্তর্জাতিক বাজারে এ বছর অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের মূল্য ১০% ও অপরিশোধিত পাম তেলের মূল্য ২২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

রেখাচিত্র-১ অপরিশোধিত সয়াবিন ও পামতেলের আন্তর্জাতিক বাজারদরের প্রবণতা।

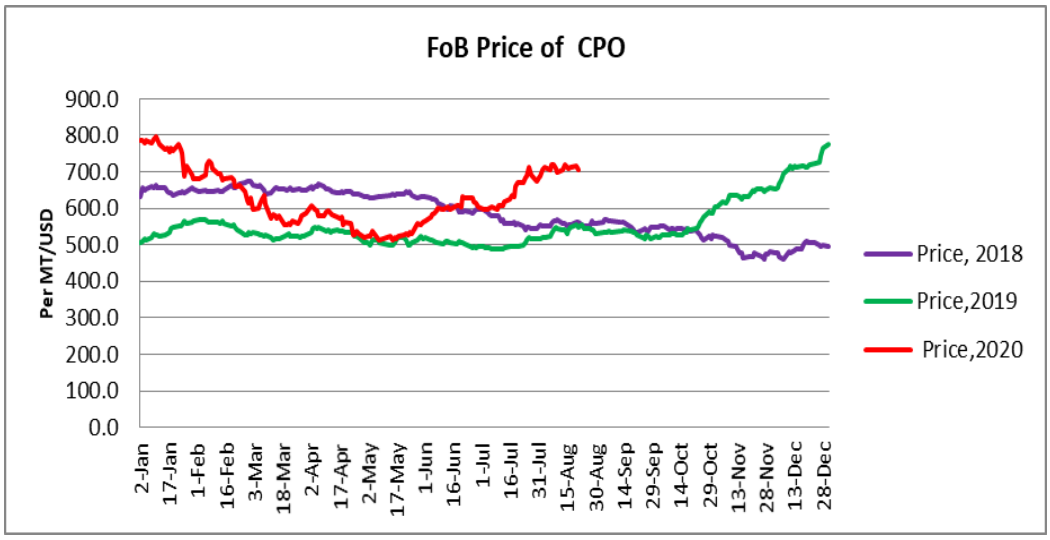

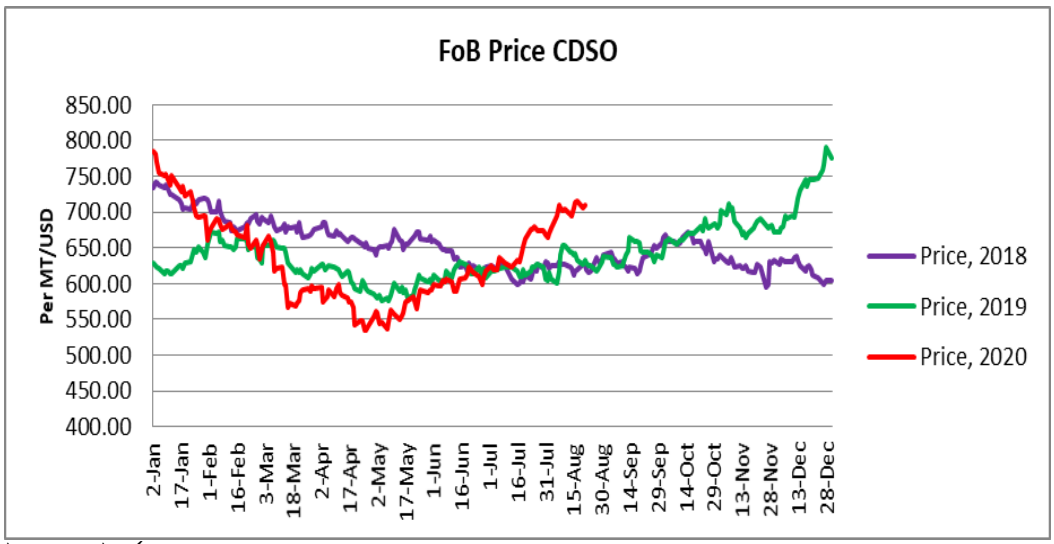

উৎস: রয়টার্স

স্থানীয় বাজারে ভোজ্যতেলের মূল্যের যে প্রবণতা তা কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয় সারণি-২ [সূত্র: ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)]। পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতি লিটার সয়াবিন তেল (বোতল) গত একবছরে মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ ২.১১%, সয়াবিন তেল (লুজ) এর বৃদ্ধির পরিমাণ ৮.১৮% ও খোলা পাম অয়েলের মূল্য বৃদ্ধির হার ১২.৫০% এবং পাম অয়েল (সুপার) এর মূল্য বৃদ্ধির হার ১৫.৬৩%। আন্তর্জাতিক বাজারদর বিবেচনায় স্থানীয় মূল্য বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল বলে প্রতীয়মান।

সারণি-২ ভোজ্যতেলের স্থানীয় বাজারদর

পণ্যের নাম	মাপের একক	অদ্যকার মূল্য(টাকায়) ২৩-০৮-২০২০		১ মাস পূর্বের মূল্য(টাকায়) ২৩-০৭-২০২০		মাসিক মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধি %	১বছর পূর্বের মূল্য(টাকায়) ২৩-০৮-২০১৯		বাৎসরিক মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধি(%)
ভোজ্য তেল	লিটার	হতে	পর্যন্ত	হতে	পর্যন্ত	(+)/(-)	হতে	পর্যন্ত	(+)/(-)
সয়াবিন তেল (লুজ)	১ লিটার	৮৪	৮৮	৮০	৮৫	(+)৪.২৪	৭৭	৮২	(+)৮.১৮
সয়াবিন তেল (বোতল)	৫ লিটার	৪৬০	৫১০	৪৫০	৫০০	(+)২.১১	৪৫০	৫০০	(+)২.১১
সয়াবিন তেল (বোতল)	১ লিটার	১০০	১১০	১০০	১০৫	(+)২.৪৪	১০০	১০৮	(+).৯৬
পাম অয়েল (লুজ)	১ লিটার	৬৫	৭০	৬৫	৭০	(+).০০	৫৮	৬২	(+)১২.৫০
পাম অয়েল (সুপার)	১ লিটার	৭০	৭৮	৭০	৭৫	(+)২.০৭	৬২	৬৬	(+)১৫.৬৩

উৎস: টিসিবি

২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন ভোজ্য তেল পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ-কে প্রায় ৩ লক্ষ মে.টন পরিশোধিত ভোজ্যতেল রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হয়। রপ্তানির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিটি গ্রুপ প্রায় ১৮(আঠার) হাজার, বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিঃ ৬(ছয়) হাজার, টিকে গ্রুপ ৭ (সাত) হাজার মে.টন, মেঘনা গ্রুপ ৫.৫ (সাড়ে পাঁচ) হাজার মে.টন, বসুন্ধরা গ্রুপ ০ (শূন্য), গ্লোব এডিবল অয়েল ০ (শূন্য) মে. টন । মোট রপ্তানি আদেশের ১২% রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল ভোজ্যতেল মূলত ভারতের সেভেন সিস্টারেই রপ্তানি হয়েছে। তাই রপ্তানির অনুমতি প্রদান করলেও রপ্তানির যে পরিমাণ তা বিবেচনায় রপ্তানির কারণে স্থানীয় বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই বলে প্রতীয়মান।

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ভোজ্যতেল রপ্তানির ক্ষেত্রে ১০% মূল্য সংযোজনের শর্ত প্রযোজ্য। কমিশন থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন ব্যয়বিবরণি পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অপরিশোধিত সয়াবিন তেল পরিশোধনে স্থানীয় মূল্য সংযোজন প্রায় ১৫% থেকে ২১%। অন্যদিকে পাম তেল পরিশোধনে স্থানীয় মূল্য সংযোজন প্রায় ১২% থেকে ১৫%। মূল্য সংযোজনের শর্ত বিবেচনায় রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হলে বাংলাদেশের ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তা পূরণ করতে সক্ষম। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত ভোজ্যতেলের মূল্যের উর্দ্ধমূখী প্রবণতার মধ্যে রপ্তানির অনুমতি বিবেচনা করা হলে স্থানীয় বাজারে মূল্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ভোজ্যতেলের ২% রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। তারপরও স্থানীয় বাজারে সরবরাহের বিষয় বিবেচনায় আমদানি নির্ভর এ পণ্য রপ্তানির অনুমতি শর্তসাপেক্ষ হওয়া উচিত। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে যদি উদ্বৃত্ত হলে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মজুদ বিবেচনায় এনে কেইস টু কেইস ভিত্তিতে রপ্তানির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপরোক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে কমিশনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশে ভোজ্যতেলের চাহিদা প্রায় ২০ লক্ষ মেঃ টন;
- আমদানি নির্ভর ভোজ্যতেলের চাহিদা প্রায় ১৮ লক্ষ মেঃ টন;
- বাংলাদেশে ভোজ্যতেলের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫৫.২৬ লক্ষ মেঃ টন;
- উৎপাদন ক্ষমতার ৩৫.৮% ব্যবহার করে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব;
- ভোজ্য তেল পরিশোধনে স্থানীয় মূল্য সংযোজন হার সয়াবিন তেলের ক্ষেত্রে ১৫-২১% এবং পাম তেলের ক্ষেত্রে ১২-১৫%;
- রপ্তানি নীতি অনুযায়ী পুনঃ রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন হার কমপক্ষে ১০%;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন তেল পরিশোধনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৩ লক্ষ মে.টন ভোজ্যতেল রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হলেও মাত্র ৩৬ (ছত্রিশ) হাজার মে.টন ভোজ্যতেল রপ্তানি করতে সক্ষম হয়;

- বাংলাদেশ থেকে ভারতের সেভেন সিস্টারে ভোজ্যতেল রপ্তানি হয়ে থাকে;
- রপ্তানি নীতিতে ভোজ্য তেল শর্ত যুক্ত রপ্তানি পণ্যের তালিকাভূক্ত পণ্য।

মতামত:

- ভোজ্যতেলের স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনায় পরিশোধিত সয়াবিন/পামতেল কমপক্ষে ১০% মূল্য সংযোজনের শর্তে রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে;
- স্থানীয় সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ভোজ্য তেলের এলসি খোলার প্রবণতায় নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হলে রপ্তানির অনুমতি বাতিল করতে পারবে মর্মে শর্তারোপ করা যেতে পারে।

৩.১.৭ আলু রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রতি মে. টন (এফওবি ২৮০ মা.ড) এর সিলিং মূল্য পরিবর্তন করে ৩৮০ ডলারে উন্নীতকরণ সংক্রান্ত মতামত।

বাংলাদেশ পটেটো এক্সপোটার্স এসোসিয়েশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে আলু রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত চাওয়া হয় যার ভিত্তিতে এ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে কমিশন ।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ:

এ বিষয়ে আলু রপ্তানিতে বিদ্যমান নগদ সহায়তা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন ও বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে আলু রপ্তানির পরিমাণ পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন এরই সার্কুলার নং-৩৫ তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অনুযায়ী আলু রপ্তানিতে ২০% হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, এপি সার্কুলার নং-২৬ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর ২০১০ অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতি মে. টন আলুর সিলিং মূল্য ২৮০ মা. ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক ২৮০ মা. ডলার অপেক্ষা বেশী মূল্যে রপ্তানি করলেও নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৮০ মা. ডলারের উপর ২০% হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ থেকে আলু রপ্তানির মূল্য বিবেচনায় একজন রপ্তানিকারক প্রতি মে. টনে ৫৬ মা. ডলার পর্যন্ত প্রণোদনা পায়। প্রতি মা. ডলারের বিনিময় মূল্য ৮৪ টাকা ধরে প্রতি কেজি আলু রপ্তানিতে ৪.৭০ টাকা নগদ সহায়তা পাচ্ছে যা আলু রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে প্রতীয়মান।

মতামত:

- আলু রপ্তানিতে ২৮০ মা. ডলারের সিলিং মূল্য অব্যাহত রাখা যায়।

৩.১.৮ শিল্প আইআরসি'র পাশাপাশি বাণিজ্যিক আইআরসি জারি/নবায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্য আমদানির জন্য শিল্প আইআরসির পাশাপাশি বাণিজ্যিক আইআরসি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুক্ষীণ হওয়ায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায় যার প্রেক্ষিতে কমিশন মতামতসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ:

কমিশন বাংলাদেশের আমদানি নীতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিধিবিধান ও আদেশসমূহ পর্যবেক্ষণ করেছে:

- শিল্প আইআরসির পাশাপাশি বাণিজ্যিক আইআরসি জারির বিষয় পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ৩১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত;
- আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-১৮;
- THE IMPORTERS, EXPORTERS AND INDENTORS (REGISTRATION) ORDER, 1981;
- ১৯৮৫ সালের পূর্বে জারিকৃত আমদানি নীতি;
- শিল্প ও বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন ও বিধানসমূহ;
- WTO Agreement on Import Licensing Procedures.

এ ছাড়াও, বিষয়টি বিশেষভাবে পর্যালোচনার জন্য কমিশন পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের আমদানি সনদপত্র জারির বিষয়ে প্রচলিত নিয়মাবলি নিরীক্ষণ করেছে।

➢ শিল্প আইআরসির পাশাপাশি বাণিজ্যিক আইআরসি জারির বিষয় পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ৩১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত।

শিল্প আইআরসির পাশাপাশি বাণিজ্যিক আইআরসি জারির বিষয় পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ৩১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সকলে একমত পোষণ করেন যে, 'দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার স্বার্থে একই প্রতিষ্ঠানকে শিল্প আইআরসি ও বাণিজ্যিক আইআরসি প্রদান করা সমীচীন হবে না'।

➢ আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-১৮

বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮-এ দুই ধরণের আমদানিকারককে সজ্ঞায়িত করা হয়েছে। THE IMPORTERS, EXPORTERS AND INDENTORS (REGISTRATION) ORDER, 1981-এর অধীনে জারিকৃত আমদানি সনদপত্রের ভিত্তিতে আদেশের ২(২৩) উপানুচ্ছেদে বাণিজ্যিক আমদানিকারক এবং ২(২৬) উপানুচ্ছেদের শিল্প আমদানিকারককে সজ্ঞায়িত করা হয়েছে । আদেশের ৫ম অধ্যায়ে শিল্পখাতে আমদানির সাধারণ বিধান আরোপপূর্বক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিত স্বত্ব অনুসারে আমদানি করার বিধান রাখা হয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিল্প আইআরসি ধারনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র আমদানি স্বত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্য (কাচাঁমাল ও মুলধনী যন্ত্রপাতি) আমদানি করতে পারবে। অন্যদিকে, আদেশের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা বর্হিভূত সকল পণ্য, এমন কি শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়কজাত সামগ্রীও আমদানি করার সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে, বাংলাদেশে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলার বাধ্যবাধকতা থাকলেও শিল্প আইআরসি ধারণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কোনো মূল্যসীমা ব্যাতিরেকে এলসিএ ফরম পূরণ করে কাচাঁমাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আইআরসি ধারণকারী প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ২ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যসীমা পর্যন্ত ঋণপত্র ছাড়া এলসিএ ফরম পূরণের মাধ্যমে আমদানির সুযোগ দেয়া হয়েছে। আদেশের ৮ নং অনুচ্ছদে আমদানি লাইসেন্স অনাবশ্যক ঘোষণা করা হয়েছে।

➢ THE IMPORTERS, EXPORTERS AND INDENTORS (REGISTRATION) ORDER, 1981

১৯৮১ সালে ২২শে অক্টোবর জারিকৃত THE IMPORTERS, EXPORTERS AND INDENTORS (REGISTRATION) ORDER, 1981 পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Export & Import (Control) act, 1950 সেকশন ৩(১) এর অধীনে জারিকৃত এ আদেশে শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানি সনদপত্র জারির বিধান রাখা হয়েছে। আদেশের ৬ নং অনুচ্ছেদে আইআরসি প্রাপ্তির জন্য আমদানিকারক কোন্ কোন্ শ্রেণি বা ধরণের পণ্য আমদানি করে বা করতে ইচ্ছুক তা ঘোষণা করার বিধান রাখা হয়েছে। আদেশের ১২, ১৩ ও ১৪ ধারায় স্বত্বাধিকারী, অংশীদারী ও কোম্পানির মালিকানার ক্ষেত্রে আইআরসি প্রাপ্তির বিধান উল্লেখ রয়েছে। আদেশটি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, এই আদেশ অনুযায়ী একই মালিকানাধীন একাধিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র জারি করা যায়। স্বাভাবিকভাবে এই আদেশ অনুযায়ী একটি প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র একটি সনদপত্র জারি করা সম্ভব। তবে, এই আদেশে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রকে শিল্প ও বাণিজ্য এই দুই ভাগে বিভাজন করা হয়েছে। এই কারণে একটি প্রতিষ্ঠানকে একটি আইআরসি প্রদান এই নীতিটি শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানি সনদপত্রের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে প্রযোজ্য হবে কি না তা পরিষ্কার নয়। তবে, এই আদেশে শিল্প ভোক্তাকে সজ্ঞায়িত করা হলেও বাণিজ্যিক আমদানিকারককে সজ্ঞায়িত করা হয়নি। আরও উল্লেখ্য যে, এই আদেশে কিছু আইনের রেফারেন্স দেয়া হয়েছে যা বর্তমানে কার্যকরি নয়।

➢ ১৯৮৫ সালের পূর্বে জারিকৃত আমদানি নীতি

১৯৮৫ সালের পূর্বে বিদ্যমান আমদানি নীতিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৯৮৫ সালের পূর্বে বাংলাদেশের আমদানিনীতি নিয়ন্ত্রিত ছিল। তৎসময়ে জারিকৃত বিভিন্ন আমদানি নীতি আদেশে ইম্পোর্ট লাইসেন্স ছাড়া কোন পণ্য আমদানি করা সম্ভব ছিল না। সেই সময়ে আমদানি নীতিতে উল্লেখিত আমদানিযোগ্য পণ্য কেবলমাত্র আমদানি করা সম্ভব ছিল এবং আমদানি নীতি আদেশে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হতো যে, কোন্ কোন্ শ্রেণীর আমদানিকারক কি কি পণ্য আমদানি করতে পারবে। স্বাভাবিক ভাবে ১৯৮৫ সালে পূর্বের জারিকৃত আমদানিনীতি আদেশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বাণিজ্যিক ও শিল্প এই দুই ধরনের আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র জারি করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু ১৯৮৫ সালে আমদানি নীতি আদেশের আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে আমদানিনীতি উদারীকরণের যে নীতি বাংলাদেশ গ্রহণ করে আসছে, সেই নীতি বাস্তবায়নের জন্য এ ধরণের বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা নেই বলে প্রতীয়মান হয়। তদসত্বেও ১৯৮১ সালে জারিকৃত আদেশটি অদ্যাবধী কার্যকর রয়েছে, এ কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৫ সালের পূর্বে ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৬ সাল হতে বাণিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে ইম্পোর্ট লাইসেন্স প্রথা বাতিল করা হয় এবং ১৯৮৩ সালের ১লা জুলাই হতে শিল্পখাতে আমদানির ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান বাতিল করা হয়।

➢ শিল্প ও বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন ও বিধানসমূহ

বাংলাদেশে শিল্প কার্যক্রম ও ব্যবসা বাণিজ্য সাধারণত কোম্পানি আইন ১৯৯৪, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) ২০০৯, Municipal Taxation Role 1986 দ্বারা পরিচালিত হয়। এই তিনটি আইনে শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানি কার্যক্রম একসাথে পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় নি। সে কারণে, কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শিল্প আইআরসির পাশাপাশি বাণিজ্যিক আমদানি সনদপত্র জারি না করা উল্লিখিত আইনের পরিপন্থি বলে প্রতীয়মান।

➢ WTO Agreement on Import Licensing Procedures

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তি প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে WTO Agreements on Import Licensing Procedures উল্লেখযোগ্য। এই চুক্তির আওতায় Automatic import licensing সম্পর্কিত ধারাটি আমদানি সনদপত্র জারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এই চুক্তির Automatic import licensing সম্পর্কিত ২নং ধারার ২ (a) (i) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমদানিযোগ্য যেকোন পণ্য আমদানির অনুমোদনের আবেদন করলে তা ১০ কার্যদিবসের মধ্যে ইস্যু করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

➢ শিল্প আমদানি নিবন্ধনপত্র ধারণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যমান শুল্ক সুবিধা

২০১৬ সালের জুন মাস হতে অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কিছু কিছু কাচাঁমাল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ও সম্পুরক শুল্ক রেয়াত প্রদান শুরু করে। ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভ্যাট নিবন্ধিত উৎপাদনমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই সুবিধা প্রদান করা হতো। তবে, বর্তমান বাজেটে ভ্যাট নিবন্ধনের সাথে সাথে শিল্প আমদানির নিবন্ধন সনদপত্র ধারণের শর্তযুক্ত করা হয়। ফলশ্রুতিতে, এই সুবিধা গ্রহনের জন্য শিল্প আইআরসি ধারণের বাধ্যবাধকা সৃষ্টি হয়েছে।

➢ আমদানি সনদপত্র প্রদান সম্পর্কিত পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে প্রচলিত বিধিবিধান

আমদানি সনদপত্র সংক্রান্ত প্রচলিত বিধিবিধান পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে কমিশন পার্শবর্তী দেশসমূহের আমদানি বিধিবিধান পর্যালোচনা করেছে। ভারতের Foreign Trade (regulations) act, Foreign Trade Policy, 2019, Foreign Trade Procedure, 2019, অনুযায়ী আমদানি ও রপ্তানির জন্য Import Export Code (IEC) গ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং একজন আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের জন্য একটি (IEC) জারি করা হয়, যা শুধু মাত্র একবার ইস্যু করা হলে পূনঃ নবায়নের প্রয়োজন হয় না। এই জারিকৃত (IEC) এর অধীনে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমদানি উন্মুক্ত যে কোনো পণ্য আমদানি করতে পারে। শুধুমাত্র যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি অনুমোদনের প্রয়োজন হয়, সেই সকল পণ্য অনুমোদন সাপেক্ষে আমদানি করা হয়। পাকিস্তানের আমদানিনীতি অনুযায়ী পাকিস্তানের আমদানি উন্মুক্ত পণ্য আমদানির জন্য কোনো ধরনের আমদানি নিবন্ধন সনদ পত্র গ্রহণ করতে হয় না। এক্ষেত্রে Sales Tax Registration Number আমদানি সনদ পত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের আমদানি নীতি বাংলাদেশের অনুরূপ Export & Import (Control) act, 1950 দ্বারা নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের ন্যায় পাকিস্তানেও পূর্বে শিল্প ও বাণিজ্য আইআরসি ব্যবস্থা চালু থাকলেও তারা বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি অনুসরণ করে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের বিধান বিলুপ্ত করেছে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানে যে কোনো বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা ও কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য শিল্প বণিক সমিতির সদস্য পদ বাধ্যতামূলক। তবে, বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য পদ লাভের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নেপালে আমদানি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ভারতের অনূরুপ বিধান অনুসরণ করা হয়। শ্রীলংকায় আমদানি নিবন্ধনের বিধান রয়েছে, যা ভারতের আমদানি নীতির অনূরুপ।

উপরোক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে কমিশনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

- ১৯৮৫ সালের পর হতে বাংলাদেশ আমদানি উদারীকরণ নীতি অনুসরণ করে আসছে। এর পর হতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে আমদানি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন বিধি নিষেধ পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতিশীলতা এসেছে এবং আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে;

- কমিশনের জানা মতে, ২০১৭ সালের পূর্বে যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প ও বাণিজ্যিক উভয় ধরনের আমদানি সনদপত্র প্রদান করা হতো;
- আমদানি নীতি আদেশ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র ধারণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্প আইআরসির অধীনে শুধুমাত্র তাদের স্বত্ব অনুযায়ী পণ্য আমদানি করতে পারে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদ পত্রধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আমদানি উন্মুক্ত যেকোনো পণ্য আমদানি করতে পারে, যা উদার আমদানি নীতির পরিপন্থি;
- বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশে আমদানিকারকগণকে শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি অথবা আমদানিতব্য পণ্য সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। পণ্য সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির অন্তরায়, যা বাংলাদেশে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ীক পরিবেশ সৃষ্টির পরিপন্থি।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইম্পোর্ট লাইসেন্সিং সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কোন পণ্য আমদানি করার সুযোগ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে;
- বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে পৃথক পৃথক ভাবে শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয় না;
- ভারত, শ্রীলংকা ও নেপালে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠানকে একটি সনদ পত্র প্রদান করা হয়, অন্যদিকে পাকিস্তানে আমদানি উন্মুক্ত পণ্য আমদানির জন্য কোনো আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র গ্রহণ করতে হয় না;
- বাংলাদেশে প্রযোজ্য যে আদেশের বলে, শিল্প ও বাণিজ্যিক নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে তা নিয়ন্ত্রনমূলক আমদানিনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জারি করা হয়েছিল;
- ১৯৮৫ সালের পরে উদার আমদানিনীতি অনুসরণের মাধ্যমে আমদানিনীতি শিথিল করা হলেও ১৯৮১ সালে জারিকৃত আদেশটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশে বিদ্যমান উদার আমদানি নীতির সাথে আদেশটির একটি সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে;
- বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য যে সকল আইন বিদ্যমান সে সকল আইনে একই সাথে বাণিজ্য ও শিল্প কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন বাধাঁ নেই;
- ২০১৭ সালের ৩১ আগষ্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় "দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার স্বার্থে একই প্রতিষ্ঠানকে শিল্প আইআরসি ও বাণিজ্যিক আইআরসি প্রদান করা সমীচীন হবে না" মর্মে যে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে, তা শিল্পের সুরক্ষার সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত তা কোনো মতেই বোধগম্য হচ্ছে না। বরঞ্চ আমদানিনীতি উদারীকরণের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শিল্পায়নের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে;
- বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্প আইআরসি ধারণকারী প্রতিষ্ঠানকে শিল্পের কাঁচামাল ও মুলধনী যন্ত্রপাতি মূল্য সীমা নির্বিশেষে ঋণপত্র খোলা ব্যতিরেকে আমদানি করার সুবিধা এবং কিছু কিছু কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি ও সম্পুরক শুল্ক রেয়াত দেয়া হচ্ছে।

কমিশনের মতামত:

কমিশনের পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, একই সাথে শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র প্রদানের বিধান বিদ্যামান থাকা এবং শিল্প আইআরসি ধারণকারী প্রতিষ্ঠানকে একই সাথে বাণিজ্যিক আইআরসি প্রদান না করায় বাংলাদেশে গত তিন দশক ধরে অনুসৃত উদার আমদানি নীতির পরিপন্থি। এ সময়কালে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ উদার আমদানি নীতি অনুসরণের সাথে সাথে আমদানি নিবন্ধন ব্যবস্থা সহজীকরণের মাধ্যমে যুগোপযোগী করেছে। যেহেতু ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ

বিদ্যমান বিভিন্ন আইনে শিল্প ও বাণিজ্য একই সাথে পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো বাঁধা নেই সে কারণে শিল্প আইআরসি ধারণকারী প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক আইআরসি প্রদান না করা বিদ্যমান রীতিনীতির পরিপন্থী হবে। অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রনমূলক আমদানি নীতি বাস্তবায়নের জন্য জারিকৃত আদেশের বলে বর্তমানে কোনো প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তা দেশের উদার আমদানিনীতির পরিপন্থি হবে। এছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানি সনদপত্র ব্যবস্থা চালু থাকলে 'Ease of Doing Business Ranking'-এ বাংলাদেশের অবস্থান উন্নীত করার যে প্রচেষ্টা বাংলাদেশ করে যাচ্ছে, তা ব্যহত হবে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একই ধরণের অভিমত ব্যক্ত করেছে। এ সব কারণে কমিশন মনে করে,

- ✓ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করে শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানি সনদপত্র ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে আমদানি উন্মুক্ত সকল পণ্যের আমদানি সুযোগসহ একটি সাধারণ সনদপত্র প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
- ✓ একটি সাধারণ সনদপত্র চালু করতে হলে শিল্প আইআরসি ধারণকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানি সুবিধা, আমদানি ও সম্পুরক শুল্ক রেয়াতি সুবিধা দেয়ার যে বিধান রয়েছে, তাতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হবে। যতদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব না হবে, ততদিন পর্যন্ত শিল্প আইআরসি ধারণকারী প্রতিষ্ঠানকে শিল্প আইআরসির পাশাপাশি বাণিজ্যিক আইআরসি প্রদান করা যেতে পারে;
- ✓ আমদানি সনদপত্র নিবন্ধনের জন্য পণ্য সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি ব্যহত করতে পারে বিধায় আমদানি সনদপত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত বিধানটি বিলুপ্ত করা যেতে পারে।

৩.১.৯ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিটুমিন শিল্পকে নীতি সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন।

বাংলাদেশে একমাত্র বিটুমিন উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোম্পানি লিঃ পরিশোধিত বিটুমিন (এইচ.এস.কোড ২৭১৩.২০.১০ ও ২৭১৩.২০.৯০) আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক যথাক্রমে CD Per MT ৪৫০০ ও ৩৫০০ টাকা AT- 5% AIT-2% এর পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের বিটুমিনের উৎপাদন ব্যয় ও গুণগতমান বিবেচনায় এনে আমদানিকৃত বিটুমিনের উপর সিডি ২৫%, আরডি ২০%, এসডি ৫০%, ভ্যাট ১৫%, এটি ৫% এআইটি ২% আরোপের নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। আবেদিত বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানায় যার প্রেক্ষিতে কমিশন এ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছে।

কমিশনের পর্যবেক্ষণ:

বিটুমিন তারকল জাতীয় পদার্থ এর মুখ্য সংঘটক। আস্ফাল্ট/বিটুমিন কঠিন বা অর্ধতরল অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় অথবা পেট্রলিয়াম পরিশোধনের সময় উৎপন্ন হয়। আস্ফাল্টের বা বিটুমিনের ব্যবহার বিভিন্ন ভাবে হয়। তবে, এর ব্যবহার বেশিরভাগ সড়ক নির্মাণ, বিমানবন্দরের রানওয়ে নির্মাণসহ ফুটপাথ তৈরির কাজে ব্যবহার হয়। আরও, যেমন নহর তৈরিতে বা ট্যাঙ্কের ভেতর প্রলেপ হিসেবে, নদী বা সমুদ্রের কিনারে তটরক্ষক হিসেবে ও নৌকার তলদেশ প্রলেপ রুপে বিটুমিনের ব্যবহার হয়। জলারোধক কাপড় (গার্ডওয়াল নির্মাণকাজে ব্যবহার্য) তৈরিতে এটি ব্যবহার হয়। তাছাড়া এটি বিদ্যুৎরোধকের কাজে প্রযুক্ত করা হয়। ইন্সুলেটিং টেপ, জলরোধী কাপড় ইত্যাদি কাজে ব্যবহার হয়।

বার্নিশ, ওয়েল পেন্ট, রবার ইন্যামল এর বিকল্প ও কোল্ডস্টোরেজ (শীতভান্ডার), ইলেকট্রনিক ব্যাটারি, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে সড়ক নির্মাণ কাজে ব্যবহার হলেও বর্তমানে এর বহুবিধ ব্যবহার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে বিটুমিনের বাৎসরিক চাহিদা প্রায় ৫.৫ লক্ষ মে.টন যা অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে বিটুমিনাস ক্রুড থেকে বিটুমিন উৎপাদনের জন্য কোন কারখানা ছিলনা। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিশোধনকালে বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে কিছু বিটুমিন পেয়ে থাকে যা পরিশোধন করে ৬০ থেকে ৭০ হাজার মে. টন বিটুমিন পাওয়া যায়। স্থানীয় চাহিদার বাকী অংশ আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। ২০১৬ সালে বিটুমিনের ক্রমবর্ধমান স্থানীয় চাহিদা বিবেচনায় বসুন্ধরা গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোম্পানী লিঃ বিভিন্ন ধরণের বিটুমিন উৎপাদনের জন্য ঢাকার অদুরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে কারখানা স্থাপন করে। ১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করে। সফলভাবে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শেষে গত ০২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে। প্রথম ধাপে বিটুমিনের বিভিন্ন গ্রেড অনুসারে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪ লক্ষ মে. টন যা স্থানীয় চাহিদার প্রায় ৭০%। তবে প্রতিষ্ঠানটির ২য় ধাপ চালু হলে উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ১২ লক্ষ ৪০ হাজার মে.টন যা স্থানীয় চাহিদা অপেক্ষা বেশী।

বিটুমিন উৎপাদনের জন্য প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে Petroleum Oils And Oils Obtained From Bituminous Minerals, Crude TV এইচ.এস.কোড ২৭০৯.০০.০০ যা আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার সারণি-২। সারণি-২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৫% সিডিসহ মোট আমদানি শুল্ক ২৮%। এ ছাড়া, প্রতি ব্যারেল এর ট্যারিফ মূল্য ৪০ মার্কিন ডলার নির্ধারিত আছে।

সারণি-১ অপরিশোধিত বিটুমিন আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার

HS CODE	DESCRIPTION	CD	SD	RD	VAT	AIT	AT	TTI
2709.00.00	Petroleum Oils And Oils Obtained From Bituminous Minerals, Crude TV	5.00	0.00	0.00	15.00	2.00	5.00	28.00

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বর্তমানে দেশে এইচ.এস. কোড 2713.20.10 এবং 2713.20.90 এর মাধ্যমে বিটুমিন আমদানি হয়ে থাকে। Petroleum bitumen in Drum আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি প্রতি মে. টনে নির্ধারিত ৪৫০০ টাকা এছাড়া এআইটি ২% এবং এটি ৫%। অপরদিকে Other Petroleum bitumen মানে যদি কেউ বাল্ক আকারে আমদানি করে সে ক্ষেত্রে আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি প্রতি মে. টনে নির্ধারিত ৩৫০০ টাকাসহ এআইটি ২% এবং এটি ৫%।

সারণি-২ বিটুমিন আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার

HS CODE	DESCRIPTION	CD	SD	RD	VAT	AIT	AT	TTI
2713.20.10	Petroleum bitumen in Drum	4500	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
2713.20.90	Other Petrolium bitumen	3500	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সারণি-৩ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতি বছরে বিটুমিন আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশে বিটুমিনের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সারণি-৩ বিগত কয়েক বছরে বিটুমিন আমদানির পরিমাণ

অর্থবছর	এইচ.এস. কোড	বর্ণনা	আমদানির পরিমাণ (মে.টনে)	গড় আমদানি মূল্য (টাকা)	মোট আমদানি (মে.টনে)
২০১৯-২০	2713.20.10	Petroleum bitumen in Drum	২৯৭,২৩৬.০০	৫৬৪৮ (১৫০ কেজি)	৪৬৬,৯৩০.০০
	2713.20.90	Other Petroleum bitumen	১৬৯,৬৯৪.০০	৩৮,২৩৯ (Per MT)	
২০১৮-১৯	2713.20.10	Petroleum bitumen in Drum	১৭৭,৬৫০.০০		৪৫৬,১৩০.০০
	2713.20.90	Other Petroleum bitumen	২৭৮,৪৮০.০০		
২০১৭-১৮	2713.20.10	Petroleum bitumen in Drum	১৪৮,২৯৫.০০		২৮৩,০৮৪.০০
	2713.20.90	Other Petroleum bitumen	১৩৪,৭৮৯.০০		

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিটুমিনের উৎপাদন ব্যয় ও স্থানীয় মূল্য সংযোজন কমিশন থেকে পর্যালোচনা করা হয়। বিটুমিনাস ক্রুড থেকে বিটুমিন উৎপাদনকালে ৫৮.৪৪% বিটুমিন ও বাই প্রোডাক্ট হিসেবে ৩০.৩৩% ডিজেল, ৯.৭১% ফার্নেস অয়েল ও ১.৫২% নাপথা পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ অনুযায়ী বাই প্রোডাক্ট হিসেবে প্রাপ্ত ডিজেল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজারজাত করণের সুযোগ না থাকায় ৩০.৩৩% ডিজেল পুনরায় বিপিসিকে হস্তান্তর করা হয়। প্রতি ব্যারেল বিটুমিনাস ক্রুড এর আন্তর্জাতিক বাজারদর ৬৫ ইউ এস ডলারে ক্রয়পূর্বক তাঁর সাথে ফ্রেইটসহ CIF ctg মূল্য দাড়ায় ৭৪.১১ ইউ এস ডলার এর সাথে সকল প্রকার শুল্ক যোগ করে শুল্ক প্রতি মে. টনের মূল্য দাঁড়ায় ৫৩৭.১১ ইউ এস ডলার প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ৮৫ টাকা ধরে প্রতি মে. টনের মূল্য দাঁড়ায় ৪৫৬৫৪.৭৪ টাকা যার সাথে সকল প্রকার পরিশোধন ব্যয় যোগ করলে প্রতি মে.টন পরিশোধিত বিটুমিনের উৎপাদন মূল্য দাঁড়ায় ৫৭,২৮৯ টাকা। প্রতি ড্রামের (১৫০ কেজি) উৎপাদন ব্যয় দাঁড়ায় ৮,৬৪০ টাকা। সারণি -৩ পর্যালোচনায় দেখা যায়, এইচ এস কোড ২৭১৩.২০.১০ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত প্রতি ড্রাম ১৫০ কেজি বিটুমিনের আমদানি মূল্য ৫,৬৪৮ টাকা প্রতি ড্রামে ট্যারিফ কাষ্টম শুল্ক ৬৭৪ টাকা, AT ৫% যা সরবরাহ পর্যায়ে সমন্বয় যোগ্য। সে হিসেবে ড্রামসহ প্রতি ড্রামের মূল্য দাঁড়ায় ৬,৩২২ টাকা। অপরদিকে এইচ.এস.কোড ২৭১৩.২০.৯০ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত প্রতি মে. টন বিটুমিনের আমদানি মূল্য ৩৮,২৩৯ টাকা প্রতি মে. টনের ট্যারিফ কাষ্টম শুল্ক ৩৫০০ টাকা, AT ৫% যা সরবরাহ পর্যায়ে সমন্বয় যোগ্য। সে হিসেবে প্রতি মে. টনের আমদানি মূল্য দাঁড়ায় ৪১৭৩৯ টাকা। যা স্থানীয় উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা কম। স্থানীয়ভাবে বিটুমিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান না থাকায় বিটুমিনাস ক্রুডের চেয়ে পরিশোধিত বিটুমিনের আমদানি শুল্ক কম রাখা হয় স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নের স্বার্থে। গুণগতমান সম্পন্ন বিটুমিন স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হওয়ায় স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা বিবেচনায় শুল্ক কাঠামো স্থানীয় শিল্প বান্ধব করে পুনরায় নির্ধারন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া, বিটুমিনের উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিটুমিনের স্থানীয় মূল্য সংযোজন হার ২৫.৪৮%।

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিটুমিনের গুণগতমান পরীক্ষার নিমিত্ত স্থানীয় উৎপাদনকারী বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোম্পানি লিঃ কর্তৃক উৎপাদিত ৬০-৭০ গ্রেডের বিটুমিন ও স্থানীয় বাজারে বাজারজাতকৃত আমদানিকৃত ৬০-৭০ গ্রেড বিটুমিনের নমুনা সংগ্রহপূর্বক গুণগতমান পরীক্ষার নিমিত্ত ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ সড়ক গবেষণাগারে প্রেরণ করা হয়। প্রেরণকালে বিটুমিনের মান পরীক্ষান্তে নিম্নলিখিত বিষয়সমুহ বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হয়:

১. Specific Gravity	৪. Solubility	৭. Loss-on-Heating
২. Penetration	৫. Ductility	৮. Float Test
৩. Flash & Fire Points	৬. Softening Point	৯. Viscosity

গত ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে বিভাগীয় প্রধান পুরকৌশল বিভাগ, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্মারক নং-CRTS/CE/115/91, 02 February 2021এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত ফলাফল কমিশনে প্রেরণ করা হয়:

Test of Bitumen Materials (ASTM/AASHTO)

Sl. No	Name of the Test	Test Condition (If Any)	AASHTO Test Designation	Test Result s-1 (Bashundhara Oil and gas)	Test Result s-2 (Imported Iranian)
1.	Penetration Grade	25'C, 5 sec, 100 gm loading	T 49	60-70	80-100
2.	Softening Point	Ring & Ball	T 53	49'C	48'C
3.	Specific Gravity	Pycnometer	T 166	1.03	1.024
4.	Flash Point & Fire Point	Cleveland Open Cup	T 48	320'C & 350'C	260'C & 320'C
5.	Ductility	25'C, 5 cm/min	T 51	100+	100+
6.	Solubility	Trichloroethylene	T 44	99.6%	99.5%
7.	Loss on Heating	163'C, 5 Hours	T 47	0.078%	0.00%
8.	Float Value	Water at 50'C	T 50	10 minutes 45 seconds	08 minutes 36 seconds
9.	Furol Viscosity	60 ml, Oven at 80'C	T 72	02 minutes 27 seconds	01 minutes 36 seconds

সুত্র: ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

গত ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সড়ক গবেষণাগারের স্মারক নং-৩৫.০১.০১.০০০০. ১৫৪.০৩.০৮.২১-৬৬ এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত ফলাফল কমিশনে প্রেরণ করা হয়:

Sl. No	Name of the Test	Limit for 60-70	Test Result s-1 (Bashundhara Oil and gas)	Test Result s-2 (Imported Iranian)
1.	Penetration Grade	60-70	60 (60-70)	(85) 80-100
2.	Softening Point	48-56	48-56	46.5'C
3.	Specific Gravity	1.01 to 1.05	1.03	1.02
4.	Flash Point & Fire Point	250 c minimum	302 C	302'C
5.	Ductility	100 cm minimum	100	100
6.	Panitration of residue from loss on heating test at 25 C, 100 G, 5 Sec, as compared to penetration before heating	80% minimum	91.66%	92.94%
7.	Loss on Heating	0.2%	0.06%	0.08%

সুত্র: বাংলাদেশ সড়ক গবেষণাগার

বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস উৎপাদিত ৬০-৭০ গ্রেডের দেশীয় বিটুমিন এবং আমদানিকৃত ৬০-৭০ গ্রেডের বিটুমিনের প্রয়োজনীয় পরীক্ষার জন্য সংগ্রহকৃত নমুনা ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরীক্ষান্তে বিটুমিনের বিভিন্ন বৈশিষ্টের নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যায় :

- পিনেট্রেশন (Penetration) গ্রেড: AASHTO পদ্ধতিতে বিটুমিনের দৃঢ়তা নির্ণয়ের মাধ্যমে মূলতঃ বিটুমিনের গ্রেড নির্ধারণ করা হয়। ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট আকৃতির নিডলের মাধ্যমে ১০০ গ্রাম লোড ৫ সেকেন্ড সময় ধরে বিটুমিনের নমুনায় প্রয়োগ করা হলে (mm/10) এককে অবনমণের পরিমাণ অনুযায়ী বিটুমিনের গ্রেড নির্ধারণ করা হয়। পরীক্ষার জন্য ৬০-৭০ গ্রেডের দেশীয় উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত বিটুমিনের নমুনা প্রেরণ করা হলে পরীক্ষান্তে বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস উৎপাদিত দেশীয় বিটুমিন ৬০-৭০ গ্রেডের বলে প্রতীয়মান

হয়। তবে এই ক্ষেত্রে আমদানিকৃত বিটুমিনের পিনেট্রেশন গ্রেড ৬০-৭০ এর পরিবর্তে ৮০-১০০ পাওয়া যায়।

- সফটেনিং পয়েন্ট (Softening Point): সফটেনিং পয়েন্ট এমন একটি তাপমাত্রা নির্দেশ করে যে তাপমাত্রায় বিটুমিনের নমুনা ৩.৫ গ্রাম ভরের স্টিল বলের ভার বহনে সক্ষমতা হারায়। ASTM D36(Equivalent to AASHTO T-53) মেথড অনুযায়ী সফটেনিং পয়েন্ট এর আদর্শ মান ৪৯ থেকে ৫৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস । পরীক্ষান্তে বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস উৎপাদিত বিটুমিনের সফটেনিং পয়েন্ট পাওয়া যায় ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা আদর্শ মানের (৪৯-৫৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । অপরদিকে আমদানিকৃত বিটুমিনের সফটেনিং পয়েন্ট পাওয়া যায় ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- Specific Gravity (আপেক্ষিক গুরুত্ব) : আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে কোন বস্তু সমআয়তনের পানির তুলনায় কতগুণ ভারী তা নির্দেশ করে। ASTM D70 মেথড অনুযায়ী আপেক্ষিক গুরুত্ব এর আদর্শ মান ১.০১ থেকে ১.০৬। পরীক্ষান্তে বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস উৎপাদিত বিটুমিন ও আমদানিকৃত বিটুমিনের আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়া যায় যথাক্রমে ১.০৩ ও ১.০২৪; উভয়মান আদর্শ আপেক্ষিক গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- Flash Point & Fire Point (ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এবং ফায়ার পয়েন্ট) : ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এমন একটি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় একটি তরল দ্রবণে প্রজ্বলন দেখা যায়। ফ্ল্যাশ পয়েন্ট কম হওয়ার অর্থ হল তরল দ্রবণে সহজে প্রজ্বলন হওয়া। ASTM D92 (Equivalent to AASHTO T-48) মেথড অনুযায়ী ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এর আদর্শমান কমপক্ষে ২৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পরীক্ষান্তে বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস উৎপাদিত বিটুমিন ও আমদানিকৃত বিটুমিনের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট পাওয়া যায় যথাক্রমে ৩২০ ও ২৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস; উভয় মান আদর্শ আপেক্ষিক গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ফায়ার পয়েন্ট একটি জ্বালানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় উক্ত জ্বালানীর বাষ্প প্রজ্বলনের পরও কমপক্ষে ৫ সেকেন্ডব্যাপী জ্বলতে থাকে। ASTM D92 (Equivalent to AASHTO T-48) মেথড অনুযায়ী ফায়ার পয়েন্ট এর আদর্শমান কমপক্ষে ২৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পরীক্ষান্তে বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস উৎপাদিত বিটুমিন ও আমদানিকৃত বিটুমিনের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট পাওয়া যায় যথাক্রমে ৩৫০ ও ৩২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস; উভয়মান আদর্শ আপেক্ষিক গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- Ductility (ডাকটিলিটি) : ডাকটিলিটি বলতে ভেঙে যাওয়ার পূর্বে কোন পদার্থের প্রসারিত হওয়ার পরিমাণকে বুঝায়। ASTM D113 (Equivalent to AASHTO T-51) মেথড অনুযায়ী ডাকটিলিটি এর আদর্শ মান ১০০ সেঃমিঃ/সেকেন্ড এর অধিক । পরীক্ষান্তে বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস উৎপাদিত বিটুমিন এবং আমদানিকৃত বিটুমিন উভয়ের ডাকটিলিটি ১০০ সেঃমিঃ/সেকেন্ড এর অধিক পাওয়া যায় যা আদর্শ ডাকটিলিটি মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- Solubility (দ্রাব্যতা) : ASTM D-2042 (Equivalent to AASHTO T-44) মেথড অনুযায়ী দ্রাব্যতা এর আদর্শ মান ৯৯.০০% এর অধিক। পরীক্ষান্তে বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস উৎপাদিত বিটুমিন ও আমদানিকৃত বিটুমিনের দ্রাব্যতা পাওয়া যায় যথাক্রমে ৯৯.৬% ও ৯৯.৫%। বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস উৎপাদিত বিটুমিনের দ্রাব্যতা আদর্শ মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও আমদানিকৃত বিটুমিনের দ্রাব্যতার মান আদর্শ মান থেকে কিছুটা কম পাওয়া যায়।
- Loss on Heating (লস অন হিটিং): লস অন হিটিং টেস্ট দ্বারা বিটুমিনের উদ্বায়িতা নির্ণয় করা হয়। ASTM D-6 (Equivalent to AASHTO T-47) মেথড অনুযায়ী লস অন হিটিং এর আদর্শ

মান ওজনের সর্বোচ্চ ০.২%। পরীক্ষান্তে বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস উৎপাদিত বিটুমিন ও আমদানিকৃত বিটুমিনের লস অন হিটিং পাওয়া যায় যথাক্রমে ০.০৭৮% ও ০.০০% যা আদর্শ লস অন হিটিং মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পরীক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফল বিবেচনায় দেখা যায়, স্থানীয় বাজারে বাজারজাতকৃত বিটুমিন যে গ্রেডের কথা বলে বিক্রয় করা হয় তা মূলতঃ ঐ গ্রেডের নয়। তাই গ্রেড বিবেচনায় বাংলাদেশের রাস্তার উপযোগী বহুল ব্যবহৃত গ্রেড ৬০- ৭০ এর পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই ৮০ -১০০ গ্রেড ব্যবহৃত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান। ফলে রাস্তার আয়ুষ্কাল কমে যাওয়া সেই সাথে মেরামত ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা থাকতে পারে। সে বিবেচনায় স্থানীয়ভাবে বিটুমিনাস ক্রুড থেকে উৎপাদিত গুণগতমান সম্পন্ন বিটুমিন ব্যবহারে রাস্তার আয়ুস্কাল বৃদ্ধিসহ মেরামত ব্যয়ও হ্রাস পাবে বলে প্রতীয়মান হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে বিটুমিনাস ক্রুড থেকে উৎপাদিত বিটুমিনের মূল্য ও স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় বিবেচনায় আমদানিকৃত বিটুমিনের ওপর শুল্ক আরোপের মাধ্যমে সুরক্ষা প্রদান করা হলে স্থানীয় এ আমদানি বিকল্প এ শিশুশিল্পটির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। অন্যদিকে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে। এ ছাড়া আমদানিকৃত বিটুমিনের এই গুণগতমান ও সঠিক গ্রেড নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটুমিন আমদানিকালে তা ছাড়করণের পূর্বে যথাযথ পরীক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যথাযথ পরীক্ষণ নিশ্চিতকল্পে আমদানি নীতি আদেশে পরিশোধিত বিটুমিন আমদানির নিমিত্ত ব্যবহৃত এইচ এস কোড ২৭১৩.২০.১০ ও ২৭১৩.২০.৯০ আমদানিতে পণ্য খালাসের পূর্বে বিএসটিআই বা সরকার স্বীকৃত পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ বাধ্যতামূলক করণের শর্তারোপ করা যেতে পারে।

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিটুমিনের প্রধান কাঁচামালের উপর আরোপিত বিদ্যমান শুল্কহার ও আমদানিকৃত সম্পূর্ণায়িত কাঁচামালের ওপর আরোপিত বিদ্যমান শুল্কহার সারণি-৪ এ প্রদত্ত । সারণি-৪ পর্যালোচনায় দেখা যায়, কাঁচামাল অপেক্ষা সম্পূর্ণায়িত পণ্য আমদানিতে অধিক হারে শুল্ক আরোপিত থাকায় স্থানীয়ভাবে বিটুমিন উৎপাদনে কোন প্রকার সুরক্ষা নেই। বিটুমিনের স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় ও বিটুমিনের আন্তর্জাতিক বাজারদর বিবেচনায় এনে শুল্কহার পুনঃনির্ধারণের মাধ্যমে স্থানীয় এ শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান করা না হলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিটুমিন আমদানিকৃত বিটুমিনের সাথে অসমপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে স্থানীয় এ শিল্প রুগ্নশিল্পে পরিনত হবে। স্থানীয় বিটুমিন উৎপাদনের ব্যয় বিবরনী পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত বিটুমিনের মূল্য ৭৪.১১ইউ এস ডলার। এর সাথে সিডি ৫%, ভ্যাট ১৫%, এটি ৪% (ভ্যাট ও এটি বিক্রয় পর্যায়ে সমন্বয় যোগ্য) আরোপিত আছে। সকল প্রকার শুল্ক পরিশোধ করে, প্রতি মেট্রিকটন অপরিশোধিত ক্রুডের আমদানি মূল্য দাড়ায় ৪৫৬৫৪.৭৪ টাকা। অপরদিকে পরিশোধিত বিটুমিনের ওপর বিদ্যমান শুল্কহার পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিটুমিনের বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার (https://tradingeconomics.com/ commodities) তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এ প্রতি মে.টন এর মূল্য দাঁড়ায় প্রিমিয়াম ও ফ্রেইটসহ ৫১৬.৩৮ টাকা যা বিনিময় হার ৮৫ টাকা হারে টাকায় রূপান্তর করলে মূল্য দাঁড়ায় ৪৩,৮৯২ টাকা এর সাথে সিডি প্রতি মেট্রিকটনে ৪৫০০ টাকা যা, প্রতি ব্যারেল দাঁড়ায় ৬৭৪.৬৬ টাকা। সে হিসেবে সিডিসহ প্রতি মেট্রিকটনের মূল্য দাঁড়ায় ৪৮৩৯২ টাকা। সে হিসেবে প্রতি ড্রামের আমদানি মূল্য (৫% এটি ও ২% এআইটি সমন্বয়যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়নি) ৭২৫৫.১৭ টাকা। যা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতি ড্রাম বিটুমিনের মূল্য অপেক্ষা কম। স্থানীয় বিটুমিনের গুণগত মান ও আমদানি বিকল্প পণ্য বিবেচনায় এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হলে একদিকে আমদানি নির্ভরতা কমবে অন্যদিকে অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পাবে ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস পাবে। এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ব্যারেল ব্রেন্ট (বিটুমিন উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল) ও পরিশোধিত বিটুমিন এর মূল্যে ব্যাপক উঠানামা রয়েছে। এ উঠানামার ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারী আমদানিকৃত বিটুমিনের মূল্যের সাথে মূল্য সমন্বয় করতে সক্ষম হয় না। এ ছাড়া, বিটুমিন আমদানিতে বিদ্যমান স্পেসিফিক শুল্ক থেকে এডভ্যালুরাম শুল্ক আরোপ করা হলে আন্ডার ইনভয়েসিং এর প্রবণতা

সৃষ্টি হতে পারে। তাই এ প্রবণতা হতে পরিত্রাণের নিমিত্ত অপরিশোধিত বিটুমিনের ন্যায় এডভ্যালুরাম শুল্কের সাথে ট্যারিফ ভ্যালু আরোপের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

সারণি-৪ অপরিশোধিত বিটুমিন ও বিটুমিন আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার

HS CODE	DESCRIPTION	CD	SD	RD	VAT	AIT	AT	TTI	TV
2709.00.00	Petroleum Oils And Oils Obtained From Bituminous Minerals, Crude TV	5.00	0.0	0.00	15.00	2.0	5.00	28.0	$ 40 Per Barrel
2713.20.10	Petroleum bitumen in Drum	4500	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00		
2713.20.90	Other Petrolium bitumen	3500	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00		

উৎস: জাতীয় রাজস্ববোর্ড

স্থানীয় বিটুমিনের উৎপাদন ব্যয় ও গুণগতমান এবং ৬০ থেকে ৭০ গ্রেডের বিটুমিনের আন্তর্জাতিক বাজারদর বিবেচনায় সম্পূর্ণায়িত বিটুমিন আমদানিতে নিম্নের সারণি অনুযায়ী শুল্কারোপ করা যেতে পারে।

সারণি-৫ পরিশোধিত বিটুমিন আমদানিতে প্রস্তাবিত শুল্কহার

HS CODE	DESCRIPTION	CD	SD	RD	VAT	AIT	AT	TTI	TV
2713.20.10	Petroleum bitumen in Drum	15.00	0.00	10.00	15	2.00	5.00	52	$ 65 Per Barrel
2713.20.90	Other Petrolium bitumen	10.00	0.00	5.00	15	2.00	5.00	40	$ 400 Per MT

উৎস: বিটিটিসি

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও তাপমাত্রা বিবেচনায় স্থানীয় বাজারের বিদ্যমান চাহিদা অনুযায়ী বহুল প্রচলিত বিটুমিন হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ গ্রেডের বিটুমিন। বিপিসি কর্তৃক বিগত দুই বছরে ৮০/১০০ ও ৬০/৭০ গ্রেডের বিটুমিন বাজারজাতকরণের জন্য নির্ধারিত মূল্য সারণি-৫ এ প্রদত্ত। উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক বাজারে বিগত কয়েক বছর যাবৎ পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের মূল্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকার পর বর্তমানে এ সকল পণ্যের মূল্যে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিরাজমান।

বছর	মাসের নাম ও কার্যকরের তারিখ	ড্রাম বিটুমিন (প্রতি ড্রামের মাসিক গড় মূল্য)		বাল্ক বিটুমিন (প্রতি মে. টনের মাসিক গড় মূল্য)	
		৮০/১০০ গ্রেড	৬০/৭০ গ্রেড	৮০/১০০ গ্রেড	৬০/৭০ গ্রেড
২০২১	০৭ জানুয়ারি	৬,৮০০/-	৭,২০০/-	৩৯,৩০০/-	৪২,০০০/-
২০২০	০৮ অক্টোবর	৬,৩০০/-	৬,৭০০/-	৩৬,০০০/-	৩৮,৭০০/-
	১০ জুলাই	৬,৯০০/-	৭,৩০০/-	৪০,০০০/-	৪২,৭০০/-
	১২ জুন	৭,১০০/-	৭,৫০০/-	৪৭,৩০০/-	৫০,০০০/-
	১০ ফেব্রুয়ারি	৮,৫০০/-	৮,৯০০/-	৫০,৭০০/-	৫৩,২০০/-
২০১৯	১০ জানুয়ারি	৯,০০০/-	৯,৪০০/-	৫৪,০০০/-	৫৬,৫০০/-

সূত্র: বিপিসি

উপরোক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে কমিশনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশে বিটুমিনের বাৎসরিক চাহিদা প্রায় ৫.৫ লক্ষ মে.টন যা অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে;

২. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিশোধনকালে বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে কিছু বিটুমিন পেয়ে থাকে যা পরিশোধন করে ৬০ থেকে ৭০ হাজার মে. টন বিটুমিন পাওয়া যায়;

৩. বিটুমিনের ক্রমবর্ধমান স্থানীয় চাহিদা বিবেচনায় বসুন্ধরা গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোম্পানী লিঃ বিভিন্ন ধরণের বিটুমিন উৎপাদনের জন্য ঢাকার অদূরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে কারখানা স্থাপন করে। ১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করে। সফলভাবে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শেষে গত ০২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে;

৪. বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোম্পানী লিঃ প্রথম ধাপে বিটুমিনের বিভিন্ন গ্রেড অনুসারে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪ লক্ষ মে.টন যা স্থানীয় চাহিদার প্রায় ৭০%। তবে প্রতিষ্ঠানটির ২য় ধাপ চালু হলে উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ১২ লক্ষ ৪০ হাজার মে.টন যা স্থানীয় চাহিদা অপেক্ষা বেশী যা পরবর্তীতে রপ্তানি করতে সক্ষম হবে ;

৫. বিটুমিন উৎপাদনের জন্য প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে Petroleum Oils And Oils Obtained From Bituminous Minerals, Crude এইচ.এস.কোড ২৭০৯.০০.০০ যা আমদানিতে সিডি ৫%, আরডি ০%, ভ্যাট ১৫%, এটি ৫% ও এআইটি ২% সহ মোট ২৮% শুল্ক আরোপিত আছে। এ ছাড়া, প্রতি ব্যারেল এর ট্যারিফ মূল্য ৪০ মার্কিন ডলার নির্ধারিত আছে;

৬. সম্পুর্ণায়িত বিটুমিন এইচ.এস.কোড 2713.20.10 এবং 2713.20.90 এর মাধ্যমে আমদানি হয়ে থাকে যা আমদানিতে শুল্কহার নিম্নরুপ:

HS CODE	DESCRIPTION	CD	SD	RD	VAT	AIT	AT	TTI
2713.20.10	Petroleum bitumen in Drum	4500	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
2713.20.90	Other Petrolium bitumen	3500	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	

৭. বিদ্যমান অবস্থায় সম্পূর্ণায়িত বিটুমিনের শুল্ক বিটুমিন উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল অপেক্ষা কম যা স্থানীয় উৎপাদনের অন্তরায়;

৮. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিটুমিন একটি আমদানি বিকল্প পণ্য স্থানীয় উৎপাদনে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে অন্যদিকে উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত কর্মকান্ডে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে;

৯. স্থানীয় বিটুমিন শিল্প সুরক্ষায় আমদানিকৃত শুল্কারোপে আমদানিকৃত বিটুমিনের মূল্য একটু বৃদ্ধি পেলেও স্থানীয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে তা সমন্বয় করা সম্ভব;

১০. স্থানীয়ভাবে বিটুমিন উৎপাদনকারী মিল দেশের চাহিদা অনুযায়ী ও দেশের অবকাঠামোর উপর গবেষণা করে স্থানীয় অবকাঠামো উপযোগী বিভিন্নমানের বিটুমিন উৎপাদন করবে যা আমদানির ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না;

১১. Petroleum Oils And Oils Obtained From Bituminous Minerals, Crude/Brent থেকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত উন্নতমানের বিটুমিনের মূল্য কিছুটা বেশী হলেও তার স্থায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের পরিমাণ বিবেচনা করলে তা অধিক নয়;

১২. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিটুমিন ও আমদানিকৃত বিটুমিনের নমুনা স্থানীয় বাজার থেকে কমিশন কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহিত নমুনা বুয়েট এর পুরাকৌশল বিভাগ ও বাংলাদেশ সড়ক গবেষণাগারে পরীক্ষা করানো হয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিটুমিনের গুণগতমান আমদানিকৃত বিটুমিন অপেক্ষা উন্নত বলে প্রমাণিত;

১৩. এ ছাড়া আমদানিকৃত বিটুমিনের গুণগতমান ও সঠিক গ্রেড নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটুমিন আমদানিকালে তা ছাড়করণের পূর্বে যথাযথ পরীক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যথাযথ পরীক্ষণ নিশ্চিতকল্পে আমদানি নীতি আদেশে পরিশোধিত বিটুমিন আমদানির নিমিত্ত ব্যবহৃত এইচ.এস.কোড ২৭১৩.২০.১০ ও ২৭১৩.২০.৯০ আমদানিতে পণ্য খালাসের পূর্বে বিএসটিআই বা সরকার স্বীকৃত পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ বাধ্যতামূলক করণের শর্তারোপ করা যেতে পারে;

১৪. বাংলাদেশে বিটুমিন উৎপাদন একটি শিশুশিল্প। শিশুশিল্প হিসেবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ শিল্পে বিনিয়োগের সুরক্ষা বিবেচনায় প্রতিরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

১৫. বাংলাদেশে বিটুমিন উৎপাদনে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার প্রায় ২৫.৪৮%।

কমিশনের মতামত:

১. স্থানীয় বিটুমিন উৎপাদন শিল্প সুরক্ষা ও দেশীয় অবকাঠামোতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত গুণগতমানসম্পন্ন বিটুমিনের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমদানিকৃত বিটুমিন এইচ.এস.কোড 2713.20.10 (Petroleum bitumen in Drum) এ প্রতি ব্যারেলের ট্যারিফ ভ্যালু ৭০ ইউএস ডলার নির্ধারণপূর্বক সিডি ১৫%, আরডি ১০%, ভ্যাট ১৫%, এটি ৫% ও এআইটি ২% এবং এইচএসকোড 2713.20.90 (Other Petrolium bitumen) এ প্রতি ব্যারেলের ট্যারিফ ভ্যালু ৬২ ইউএস ডলার নির্ধারণপূর্বক সিডি ১০%, আরডি ৫%, ভ্যাট ১৫%, এটি ৫% ও এআইটি ২% আরোপ করা যেতে পারে।

২. আমদানিকৃত বিটুমিনের গুণগতমান ও সঠিক গ্রেড নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটুমিন আমদানিকালে তা ছাড়করণের পূর্বে যথাযথ পরীক্ষণ নিশ্চিতকল্পে আমদানি নীতি আদেশে পরিশোধিত বিটুমিন আমদানির নিমিত্ত ব্যবহৃত এইচ.এস.কোড 2713.20.10 ও 2713.20.90 আমদানিতে পণ্য খালাসের পূর্বে বিএসটিআই/বুয়েট/ইস্টার্ন রিফাইনারী থেকে পরীক্ষণ বাধ্যতামূলক করণের শর্তারোপ করা যেতে পারে।

৩.১.১০ বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

১। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ

(ক) কম পক্ষে ১৫টি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(খ) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে ২টি সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন।

(গ) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে ১টি সচেতনতামূলক গণশুনানি আয়োজন।

২। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য তদারকি

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্রগ্রাম কাস্টমস হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেশীয় বাজারমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে ও সরবরাহ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ এবং রয়টার্স থেকে আন্তর্জাতিক বাজারদর সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে কমপক্ষে ০৫ টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের ওপর প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৩। গবেষণা সমীক্ষা সম্পাদন

Terry Towel industry: An export perspective শীর্ষক সমীক্ষা বিষয়ক গবেষণা প্রস্তাব প্রস্তুত ও অনুমোদন, লিটারেচার রিভিউ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সভা করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, সেমিনার আয়োজন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ

৪. ভূমিকা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে পাথেয় করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পথে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের এ যাত্রাকে সমুন্নত রাখতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবদান বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সে কারণে সরকার বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণকরতঃ বাজার সম্প্রসারণ করা, বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন সম্পাদন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বাণিজ্য সহজীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারের এ সকল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দেশি পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে ইনপুট হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অফার/অনুরোধ তালিকা, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, মতামত ইত্যাদি প্রণয়নসহ বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণের মাধ্যমে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়াও এ বিভাগের সম্পাদিত ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোসিয়েশনের কৌশলপত্র প্রণয়ন ছাড়াও নানাবিধ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে। এ সকল সম্পাদিত কার্যাদি বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সম্পূরক হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়েও সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সুপারিশ, পজিশন পেপার, তথ্য-উপাত্ত ও ইনপুটস্ ইত্যাদি গত অর্থবছরে সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাদির মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলো। এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজসমূহকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়:

১) বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই;
২) বিভিন্ন দেশের সাথে চলমান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার জন্য বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রণয়ন;
৩) বাংলাদেশ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রণয়ন;
৪) মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনার জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর ব্রিফ, ইনপুট প্রস্তুত;
৬) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইন্ট্রিগেটেড ডেটাবেইজ হালানাগাদকরণ;
৭) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাংলাদেশের সিডিউল অফ কমিন্টমেন্ট সংক্রান্ত মতামত প্রদান;
৮) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

৪.১ ২০২০-২১ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলি:

৪.২ বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই।

৪.২.১ ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন-এর সাথে বাংলাদেশের মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন-এর সাথে বাংলাদেশের মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হলো রাশিয়া, বেলারুশ, আর্মেনিয়া, কাজাখিস্তান, কিরগিজস্তান। উক্ত আঞ্চলিক সংগঠনটি অর্থনৈতিক একীভূতকরণের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় এবং তা দিন দিন সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে।

মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনটি প্রণয়নের জন্য ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন দেশসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, বৈশ্বিক এবং দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, শুল্ক পরিস্থিতি, বাণিজ্য সম্ভাবনা, ট্রেড রেজিম (Trade Regime) ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। একই সাথে সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য প্রাপ্ত তথ্য ও বহুল ব্যবহৃত মডেলিং সফটওয়্যার (GTAP, SMART, TradeSift) ব্যবহারপূর্বক বিভিন্ন ইন্ডিকেটর যাচাই করা হয়েছে।

প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন-এর সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হলে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্ষীণ। তথাপি, বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন-এর সাথে ভিয়েতনামের চুক্তির প্রেক্ষিতে কমিশন মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে অগ্রসর হবার জন্য মতামত প্রদান করে।

৪.২.২ মারকোসারভুক্ত দেশসমূহের (আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে) সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

মারকোসার দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি কাস্টমস ইউনিয়ন। বর্তমানে এর সদস্য দেশসমূহ হচ্ছে- আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ে। ২০১৯ সালের বৈশ্বিক জিডিপির হিসেবে মারকোসার সম্মিলিতভাবে বিশ্বের ৫ম অর্থনৈতিক অঞ্চল। ইতোপূর্বে মারকোসারভুক্ত দেশসমূহের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য ২টি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বর্তমানে মার্কোসারভুক্ত দেশসমূহের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ করবার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনকে অনুরোধ করলে কমিশন বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণপূর্বক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ করে। উক্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে Partial Equilibrium Model, Computable General Equilibrium Model-এর সাথে সাথে বিভিন্ন ইন্ডিকেটর যেমন, Finger-Kreinin Index, Trade Complementarity Index, Intra Industry Trade, Normalized Revealed Comparative Advantage, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে কিছু কৌশলগত বিষয়কে বিবেচনাকরতঃ মারকোসার-এর সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে অগ্রসর হবার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৪.২.৩ মরক্কোর সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণপরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায়, মরক্কোর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়।

প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, মরক্কো-এর সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশি নয়। মরক্কো থেকে প্রধানত সার আমদানি করা হয় এবং রপ্তানি পণ্যের মাঝে তৈরি পোশাক ছাড়াও জুতা ও পাটপণ্য উল্লেখযোগ্য। মরক্কোর সাথে বর্তমানে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। এমতাবস্থায়, পণ্য আমদানি-রপ্তানি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বিভিন্ন ইন্ডিকেটর (Finger-Kreinin Index, Trade Complementarity Index, Intra Industry Trade, Normalized Revealed Comparative Advantage) এবং পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল-এর ফলাফলসমূহ ইংগিত করে যে, মরক্কোর সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। উক্ত প্রেক্ষিতে মরক্কো-এর সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বাংলাদেশের জন্য ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ায় এ বিষয়ে অগ্রসর না হবার জন্য কমিশন পরামর্শ প্রদান করে।

৪.২.৪ বাংলাদেশ-ফিলিপাইন অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন ।

ফিলিপাইন-এর সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে উভয় দেশের আর্থ-সামাজিক এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, পণ্য ভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো, শুল্ক কাঠামো, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কাঠামো, বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি বিশ্লেষণ সহ বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনার পণ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও সম্ভাব্য ট্রেড ক্রিয়েশন (Trade Creation), ট্রেড ডাইভারশন (Trade Diversion) এবং রাজস্ব ক্ষতি বিষয়ক প্রভাব বিশ্লেষণে পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল (Partial Equilibrium Model) হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের স্মার্ট সফটওয়্যার (SMART Software) এবং টিসিআই (Trade Complementarity Indices/TCI),এনআরসিএ (Normalized Revealed Comparative Advantage /NRCA), এফকেআই (Finger Kreinin Index/FKI) ইত্যাদি ইনডিকেটর বিশ্লেষণের জন্য ট্রেড সিফট (Trade Sift) সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। উক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্জন ও ক্ষতির তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক সমীক্ষা প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.২.৫ বাংলাদেশ-ভিয়েতনামের মধ্যে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

ভিয়েতনামের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানোর প্রেক্ষিতে দু-দেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি, বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতি, দু'দেশ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, পণ্য ভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো, শুল্ক কাঠামো, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কাঠামো সহ দু'দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনার

পণ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও সম্ভাব্য ট্রেড ক্রিয়েশন (Trade Creation), ট্রেড ডাইভারশন (Trade Diversion) এবং রাজস্ব ক্ষতি বিষয়ক প্রভাব বিশ্লেষণে পার্শিয়াল ইকুইলিব্রিয়াম মডেল (Partial Equilibrium Model) হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের স্মার্ট সফটওয়্যার (SMART Software) ব্যবহার করা হয়। উল্লিখিত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার পাশাপাশি ট্রেড সিফট (Trade Sift) সফটওয়্যার ব্যবহার করার মাধ্যমে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটর বিশ্লেষণ পূর্বক সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.২.৬ বাংলাদেশ-আসিয়ানের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ ।

আসিয়ান-এর সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানোর প্রেক্ষিতে আসিয়ানের আর্থ-সামাজিক এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, পণ্য ভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো, শুল্ক কাঠামো, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কাঠামোসহ আসিয়ান ভুক্ত দেশসমূহের বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি বিশ্লেষণসহ বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনার পণ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও স্মার্ট সফটওয়্যার (SMART Software) এবং ট্রেড সিফট (Trade Sift) সফটওয়্যার ব্যবহার করার মাধ্যমে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্জন ও ক্ষতির তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.২.৭ বাংলাদেশ ও Gulf Cooperation Council (GCC) এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২০১৪ সালে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশ ও Gulf Cooperation Council (GCC) এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছিল। উক্ত বিষয়ে পুনরায় একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। সৌদি আরব, বাহরাইন, কাতার, ওমান, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত জিসিসি এর সদস্যভুক্ত দেশ। জিসিসি-ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে কাস্টমস ইউনিয়ন বিদ্যমান থাকায় সদস্যভূক্ত কোন নির্দিষ্ট পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে বাদ-বাকি বিশ্বের ওপর একই হারে শুল্কহার আরোপ করে থাকে, যা অধিকাংশ পণ্যের জন্য ৫%। তাই মুক্ত বাণিজ্য করতে হলে জিসিসিভুক্ত কোন দেশের সাথে এককভাবে করা সম্ভব নয়। কমিশন হতে ২০১৪ সালে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছিলো। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশন জিসিসিভুক্ত দেশসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচিত্র, বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি, শুল্ক ও বাণিজ্য নীতি, পণ্য ও সেবাখাতে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, রেমিটেন্স ইত্যাদি তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক বিবেচ্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ও জিসিসি'র তুলনামূলক সুবিধা, রপ্তানি সম্ভাবনা, আমদানি ও দেশীয় শিল্পের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব, রাজস্ব আদায়ের ওপর প্রভাব প্রভৃতি বিষয় মূল্যায়ন করে। যদি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে জিসিসিভুক্ত দেশে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যায়; যদি শুধুমাত্র কাস্টমস ডিউটি চুক্তির আওতাভুক্ত হয় এবং যদি জিসিসি বাংলাদেশকে ৫% কাস্টমস ডিউটি রাখার সুযোগ প্রদান করে; পণ্য খাতে বাণিজ্য উদারিকরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় পাওয়া যায় ও সহজ রুলস অব অরিজিন পাওয়া যায় এবং একইসাথে একটি নেগেটিভ লিস্ট রাখা সম্ভব হয়; যদি মুভমেন্ট অব ন্যাচারাল পারসন এর আওতায় প্রবাসী কর্মজীবিদের অধিকার নিশ্চিত করা যায়; যদি সেবাখাতের জন্য পজিটিভ লিস্ট এপ্রোচ অবলম্বন করা সম্ভব হয় এবং সেবা ও

বিনিয়োগ খাতে দীর্ঘ বাস্তবায়ন সময় পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে জিসিসি এর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করা যেতে পারে মর্মে কমিশন মত প্রকাশ করে।

৪.২.৮ বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে PTA/FTA সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility study পরিচালনা পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে PTA/FTA সম্পাদনের লক্ষ্যে Policy Guidelines on Free Trade Agreements, 2010 অনুযায়ী Feasibility Study পরিচালনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

কমিশন বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের চিত্র, শুল্ক ও বাণিজ্য নীতি, বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে পণ্য ও সেবাখাতে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয় পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর প্রভাব মূল্যায়ন করে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ায় পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার এমএফএন শুল্ক পরীক্ষা করে দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়ার গড় এমএফএন শুল্ক মাত্র ২.৫% এবং বাংলাদেশের প্রধান ২০ টি রপ্তানি পণ্যে অস্ট্রেলিয়ার এমএফএন শুল্কহার মাত্র ৫%। অস্ট্রেলিয়া উন্নত দেশ হওয়ায় শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের ক্ষেত্রে GATT article XXIV এর আওতায় মুক্ত বাণিজ্য সংক্তান্ত চুক্তি করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকেও অস্ট্রেলিয়া হতে আমদানির ক্ষেত্রে প্রায় সকল পণ্যে শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। তাছাড়াও বিভিন্ন দেশের সাথে অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক সম্পাদিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সেসব চুক্তিতে শুল্কের পাশাপাশি সেবাখাত, বিনিয়োগ, মেধাস্বত্ব, বাণিজ্য প্রতিবিধান, শ্রম আইন, পরিবেশ, প্রতিযোগিতা, বাণিজ্য সহজীকরণ প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এসব বিধি-বিধান প্রতিপালন করতে হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিধি-বিধান পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়তে পারে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করার ক্ষেত্রে সরকার অস্ট্রেলিয়াকে “Less Potential FTA Partner” হিসেবে গণ্য করতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

৪.২.৯ বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে উভয় দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিশ্ব বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে উভয় দেশের অবস্থান, দু’দেশের বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো, বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি, দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ; TradeSift Software ব্যবহার করে বিভিন্ন Trade Indicator বিশ্লেষণ; Partial Equilibrium Model হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের স্মার্ট সফটওয়্যার (SMART Software) ব্যবহার করে সম্ভাব্য Trade Creation, Trade Diversion এবং Standard GTAP model (a Computable General Equilibrium Model of global trade) ব্যবহার করে বিভিন্ন সেক্টরসহ সমগ্র অর্থনীতির ওপর সম্ভাব্য প্রভাবসহ রাজস্ব ক্ষতি বিষয়ক প্রভাব বিশ্লেষণপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে জিএসপি এবং আপটার আওতায় শুল্কমূক্ত সুবিধা পেলেও স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর বাংলাদেশ এ বাজারে পণ্য রপ্তানিতে উচ্চহারে শুল্কের সম্মুখীন হবে বিধায় স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর শুল্কমুক্ত সুবিধা ধরে রাখার দ্বার উন্মোচনের জন্য এ প্রতিবেদনে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন বাংলাদেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। এ প্রতিবেদনে

আরো উল্লেখ করা হয়, দক্ষিণ কোরিয়া সেবা-খাত, মেধাস্বত্ব, বিনিয়োগ, শ্রম ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিষয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইতে পারে, যা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হতে পারে, কারণ সেক্ষেত্রে এসব বিষয়ে দেশের বিধি-বিধানে অনেক বড় ধরণের পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হতে পারে।

৪.২.১০ বাংলাদেশ-জাপান মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাংলাদেশ-জাপান মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। । এ লক্ষ্যে, উভয় দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, বিশ্ব বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে উভয় দেশের অবস্থান, দু'দেশের বিদ্যমান শূল্ক কাঠামো, বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি, জাপানের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ; Trade Sift Software ব্যবহার করে বিভিন্ন Trade Indicator বিশ্লেষণ; Partial Equilibrium Model হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের স্মার্ট সফটওয়্যার (SMART Software) ব্যবহার করে সম্ভাব্য Trade Creation, Trade Diversion এবং রাজস্ব ক্ষতি বিষয়ক প্রভাব বিশ্লেষণপূর্বক প্রণীত প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে জিএসপির আওতায় শুল্কমূক্ত সুবিধা পেলেও স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর বাংলাদেশ জাপানে পণ্য রপ্তানিতে উচ্চহারে শুল্কের সম্মুখীন হবে বিধায় স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর শুল্কমুক্ত সুবিধা ধরে রাখার দ্বার উন্মোচনের জন্য এ প্রতিবেদনে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন বাংলাদেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। এ প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, জাপান সেবাখাত, মেধাস্বত্ব, বিনিয়োগ, শ্রম ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিষয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইতে পারে, যা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হতে পারে, কারণ সেক্ষেত্রে এসব বিষয়ে দেশের বিধিবিধানে অনেক বড় ধরণের পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হতে পারে।

৪.২.১১ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে FTA/PTA সম্পাদনের নিমিত্তে Feasibility Study পরিচালনা পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে বাংলাদেশের মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ সমীক্ষা (Feasibility Study) প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে কমিশন বিভিন্ন দেশের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার বিদ্যমান আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে। এ পর্যালোচনায় দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকা Southern African Customs Union (SACU) নামক একটি কাস্টমস ইউনিয়ন এর সদস্য দেশ। দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও বতসোয়ানা, এসুওয়াস্তিনি (সোয়াজিল্যান্ড), লেসোথো ও নামিবিয়া SACU এর সদস্য। দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া SACU এর অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য খুবই কম। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু রপ্তানিযোগ্য পণ্য থাকলেও কাস্টমস ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে এককভাবে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করা সম্ভব নয় বিধায় পূর্ণ আকারের (Full-fledged) সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন না করে কমিশন একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

৪.৩ বিভিন্ন দেশের সাথে চলমান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার জন্য অবস্থানপত্র প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রণয়ন।

৪.৩.১ বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে Certificate of Origin ইলেকট্রনিক মাধ্যমে জারির বিষয়ে মতামত প্রদান।

কোভিড-১৯ সময়কালে ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যে সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে জারির বিষয়ে মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

WTO Trade Facilitation Agreement এর অনুচ্ছেদ-১০ এর উপ-অনুচ্ছেদ ২.১ এ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশসমূহকে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ডকুমেন্টেশন এর ইলেকট্রনিক কপি গ্রহণ করতে সচেষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ এ অনুচ্ছেদটি ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস (২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮) হতে বাস্তবায়ন করবে বলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় নোটিফাই করেছে। সার্টিফিকেট অব অরিজিন এর ইলেক্ট্রনিক কপি গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ কাস্টমস ও ইস্যু করার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে কিনা, তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। যদি উক্ত অবকাঠামো বিদ্যমান থাকে তবে ভুটানের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করা যেতে পারে বলে কমিশন মতামত ব্যক্ত করে। সেক্ষেত্রে, বিষয়টি পুর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের জন্য কমিশন প্রস্তাবিত পিটিএ চুক্তির আওতায় সেসময় পর্যন্ত চূড়ান্তকৃত রুলস অব অরিজিন নতুন একটি উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করার প্রস্তাব করে।

৪.৩.২ বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের পঞ্চম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দু'দেশের মধ্যে Preferential Trade Agreement (PTA) এর আওতায় বাংলাদেশের Product List প্রেরণ।

গত ২-৬ মার্চ ২০২০ সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের পঞ্চম সভায় দু'দেশের মধ্যে প্রস্তাবিত পিটিএ এর পণ্য তালিকা রিভিউ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-নেপাল Preferential Trade Agreement (PTA) এর আওতায় বাংলাদেশের পণ্য তালিকা প্রণয়ন করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

কমিশন ও নেপালে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সুপারিশ ও বিভিন্ন অংশীজন হতে প্রাপ্ত অনুরোধ বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ হতে নেপালে রপ্তানিকৃত পণ্যসমূহ হতে ২০টি পণ্যবিশিষ্ট একটি তালিকা, এ ২০টি পণ্যসহ ৩০টি পণ্যবিশিষ্ট একটি তালিকা এবং এ ৩০টি পণ্যসহ ৪২টি পণ্যবিশিষ্ট আরো একটি তালিকা-অর্থাৎ, বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মোট ৩টি বিকল্প সংক্ষিপ্ত পণ্য তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.৩ বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিতব্য Preferential Trade Agreement (PTA) এর আওতায় নেপালের পণ্য তালিকা (অর্থাৎ নেপালের অনুরোধ তালিকা) এর ওপর মতামত প্রদান।

বাংলাদেশ-নেপাল দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় শুল্ক সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নেপাল কর্তৃক প্রেরিত অনুরোধ তালিকার ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

কমিশন নেপালের অনুরোধ তালিকাটি বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের তালিকা প্রণয়ন বিষয়ে গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে একটি জুম ভিত্তিক ভিডিও কনফারেন্স সভার আয়োজন করে। এ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে প্রস্তাবিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) এর আওতায় নেপাল কর্তৃক প্রেরিত অনুরোধ তালিকা হতে পণ্য নির্বাচন পূর্বক বাংলাদেশের অফার তালিকা প্রণয়ন বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর মতামতসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

৪.৩.৪ বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিতব্য Preferential Trade Agreement (PTA) এর আওতায় বাংলাদেশের সংশোধিত সম্ভাব্য Revised Request List ও Offer List সম্বলিত সুপারিশমালা প্রণয়ন।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক PTA সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ যে ৪২টি পণ্যের তালিকা নেপালের বাজারে প্রবেশের জন্য নেপালের নিকট প্রেরণ করেছে, তন্মধ্যে ৩০টি পণ্য নেপালের সাফটা সেনসিটিভ লিস্টের ও ৫টি Prioritized Industry এর অন্তর্ভুক্ত ফার্মাসিউটিকাল পণ্য। নেপাল এ পণ্যগুলো বাদ দিয়ে পুনরায় ২০টি পণ্যের তালিকা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে। এ তালিকাটি (অর্থাৎ, Revised Request list) সহ বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশের জন্য ইতোপূর্বে নেপাল কর্তৃক প্রেরিত পণ্য তালিকার আলোকে বাংলাদেশ নেপালকে যে সকল পণ্যে শুল্ক সুবিধা দিতে পারে সে সকল পণ্যের তালিকা (Offer list) প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কমিশন Revised Request list ও Offer list সহ একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

৪.৩.৫ ডেভেলপিং-৮ (ডি-৮) পিটিএ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সংশোধিত অফার তালিকা প্রেরণ।

ডি-৮ পিটিএ এর সুপারভাইজরি কমিটির ৬ষ্ঠ সভা উপলক্ষ্যে ২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ডি-৮ পিটিএ এর জন্য ইতোপূর্বে (অর্থাৎ, ২০১৮ সালে) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক প্রণীত ৩৫৩ টি পণ্যের (এইচএস ৮ ডিজিট) অফার তালিকায় কোন এইচএস কোড, সম্পূরক শুল্ক ও রেগুলেটরি ডিউটি তে কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা তা কমিশন যাচাই করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। কমিশন ২০২০-২১ অর্থবছরের হালনাগাদ তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক ৩৫৩টি পণ্য থেকে তিনটি পণ্য বাদ দিয়ে বাকী ৩৫০টি পণ্যের সংশোধিত তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুলিপিসহ) প্রেরণ করে।

৪.৩.৬ বাংলাদেশ-শ্রীলংকা পিটিএতে সম্ভাব্য ট্যারিফ লাইনের সংখ্যা, সম্ভাবনাময় পণ্য ও তার তালিকা প্রেরণ।

বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তিতে কতগুলো পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে সে বিষয়ে মতামতসহ পণ্য তালিকা প্রণয়ন করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

কমিশন বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি, বিশ্ববাজার হতে শ্রীলংকার আমদানি, বাংলাদেশ হতে শ্রীলংকায় রপ্তানি, শ্রীলংকা কর্তৃক আরোপিত আমদানিশুল্ক, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে বিদ্যমান মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তিসমূহের আওতায় শ্রীলংকার শুল্কহার বিবেচনায় নিয়ে পিটিএ চুক্তিতে কতগুলো পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে সে বিষয়ে মতামতসহ শ্রীলংকায় রপ্তানিকৃত পণ্যসমূহ হতে

একটি তালিকা ও বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানির পাশাপাশি শ্রীলংকার আমদানি বিবেচনায় নিয়ে আরো একটি তালিকা-অর্থাৎ, মোট দুটি পণ্য তালিকাসহ (এইচ এস ৮ ডিজিট লেভেলে) একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

৪.৩.৭ **Trade Agreement between Afghanistan and Bangladesh এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান।**

আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে ঢাকাস্থ আফগানিস্তান দূতাবাস হতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত চুক্তির খসড়ার ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন কর্তৃক মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে চুক্তিটি পর্যালোচনাপূর্বক চুক্তিটির প্রয়োজনীয় সংযোজন/বিয়োজন এবং এর পাশাপাশি উক্ত সংযোজন/বিয়োজনের যৌক্তিকতাসমূহ যথাস্থানে কমেন্ট হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৪.৩.৮ **নেপাল হতে প্রেরিত বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিতব্য "Agreement on Operating Modalities for the Carriage of Transit / Trade Cargo between Nepal and Bangladesh" ও "Agreement between the Government of the Peoples Republic of Bangladesh and the government of Nepal for the Regulation of Motor Vehicle Passenger Traffic between two countries" শীর্ষক চুক্তির খসড়ার ওপর মতামত প্রদান।**

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিতব্য "Agreement on Operating Modalities for the Carriage of Transit / Trade Cargo between Nepal and Bangladesh " ও "Agreement between the Government of the Peoples Republic of Bangladesh and the government of Nepal for the Regulation of Motor Vehicle Passenger Traffic between two countries" শীর্ষক দুটি চুক্তির খসড়ার ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন খসড়াটি পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধন ও সংযোজনের প্রস্তাব সহ মতামত প্রণয়ন করে।

৪.৩.৯ **MoU on Technical and Economic Cooperation between Maldives and Bangladesh বিষয়ে মতামত প্রদান।**

বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে “Memorandum of Understanding on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Maldives and the Government of the People’s Republic of Bangladesh” শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত খসড়ার ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন খসড়াটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও বিয়োজনের প্রস্তাব করে মতামত প্রণয়ন করে।

৪.৩.১০ বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত খসড়া চুক্তি চূড়ান্তকরণ বিষয়ে মতামত প্রদান।

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত খসড়া চুক্তির ওপর মতামত প্রদান করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন সৌদি আরব কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভিন্ন সংশোধনীসমূহ পর্যালোচনা করে চুক্তিটির কয়েকটি স্থানে সংশোধন ও সংযোজনের প্রস্তাব করে।

৪.৩.১১ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এবং ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ট্রেড রেমিডিজ-এর মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া সমঝোতা স্মারক-এর ওপর মতামত প্রদান।

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন হতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরিত একটি নোট ভারবালে ভারতীয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ হতে ১৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রেরিত খসড়া সমঝোতা স্মারকটির "Methods of Cooperation"-এর অনুচ্ছেদ ('v') ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে একমত পোষণ করেছে মর্মে অবহিত করতঃ সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তকরণের বিকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করে। এ প্রেক্ষিতে কমিশন বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কিত বিশ্লেষণধর্মী মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪.৩.১২ ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক প্রস্তাবিত প্যারা ট্যারিফ (Para-Tariff) বিষয়ে মতামত প্রদান।

ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (আইবি-পিটিএ) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে গঠিত ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (Trade Negotiating Committee) - এর ২য় সভায় ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ হতে আইবি-পিটিএ টেক্সট (IB-PTA Text) - এ অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে প্যারা-ট্যারিফ (Para-Tariff) বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রাপ্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিষয়ে একটি বিশ্লেষণমূলক মতামত প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হলে এ বিষয়ে কমিশনের মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৩ ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (আইবি-পিটিএ) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া হতে প্রেরিত Revised Request List - এর উপর বিশ্লেষণমূলক মতামত প্রেরণ সংক্রান্ত।

ইন্দোনেশিয়া-বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (আইবি-পিটিএ) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া হতে ৩৩৫টি পণ্যের একটি Revised Request List-প্রেরণ করে যেখানে পূর্বে অনুরোধকৃত ৩৫টি পণ্যের পরিবর্তে নতুন ৩৫টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নতুন অন্তর্ভুক্ত ৩৫টি পণ্যের মধ্যে ২টি পণ্য চ্যাপ্টার ২৭, ১২টি পণ্য চ্যাপ্টার ৪৮, ৪টি চ্যাপ্টার ৫২, ৬টি চ্যাপ্টার ৫৫, ৯টি চ্যাপ্টার ৮৬ ও ২টি চ্যাপ্টার ৮৭-এর অন্তর্ভূক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। পর্যালোচনাকালে দেখা যায়, এ সকল পণ্যসমূহের মধ্যে ১৫টিতে বাংলাদেশ সাফটা চুক্তির আওতায় শুল্ক সুবিধা দেয় যা মূলত চ্যাপ্টার ৫২, ৫৫ এবং ৮৬ এর আওতাধীন। ইন্দোনেশিয়ার সাথে বিগত সভাসমূহের আলোচনা, উক্ত ৩৫টি পণ্যসমূহে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, বাংলাদেশের বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো এবং ইন্দোনেশিয়ার নিকট হতে বাংলাদেশের

অনুরোধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পণ্যসমূহে শুল্ক ছাড় পাওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে এ বিষয়ে কমিশন হতে একটি বিশ্লেষণমূলক মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৩.১৪ বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে সম্পাদিতব্য ট্রানজিট চুক্তি ও এ সংক্রান্ত প্রোটোকল-এর ড্রাফট বিষয়ে কমিশনের মতামত প্রণয়ন।

বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে সম্পাদিতব্য ট্রানজিট চুক্তি ও এ সংক্রান্ত প্রোটোকল-এর ড্রাফট বিষয়ে মতামত প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বর্ণিত ট্রানজিট চুক্তি ও এ সংক্রান্ত প্রোটোকল, বিদ্যমান বিভিন্ন ট্রানজিট চুক্তি ও কমিশন কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রস্তুতকৃত স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিট চুক্তি বিশ্লেষণ পূর্বক কমিশনের মতামতসহ প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪ বাংলাদেশ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রণয়ন।

৪.৪.১ ২৬ জানুয়ারি ২০২১ ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত 6th Meeting of the Supervisory Committee of the D-8 PTA তে আলোচনার জন্য Annotated Draft Agenda সমূহের ওপর মতামত প্রদান।

২৬ জানুয়ারি ২০২১ ভার্চুয়াল মাধ্যমে Developing-8 (D-8) সদস্যদের মধ্যকার অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় গঠিত Supervisory Committee (SC) এর ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার পূর্বে রুলস অব অরিজিন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রস্তাবিত ৩০% মূল্য সংযোজনের হার বিবেচনা করা, অফার লিস্ট রিভিউ করাসহ বিভিন্ন এজেন্ডাভুক্ত বিষয়ের ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এ অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশন এ সভার এজেন্ডার ওপর পর্যবেক্ষণ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে করে।

৪.৪.২ D-8 চুক্তির আওতায় খসড়া Dispute Settlement Mechanism Document এর ওপর মতামত প্রদান।

D-8 সচিবালয় হতে প্রাপ্ত খসড়া Dispute Settlement Mechanism Document এর ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন খসড়াটির ওপর মতামত প্রণয়ন করে এবং একইসাথে সেসব মতামতের ওপর ভিত্তি করে খসড়া Dispute Settlement Mechanism Document টিতে যথাস্থানে বাংলাদেশ হতে প্রস্তাবযোগ্য কমেন্টস ও প্রস্তাবসমূহ সন্নিবেশ করে।

৪.৪.৩ D-8 সচিবালয় হতে ইমেইলে প্রাপ্ত খসড়া Trade Facilitation Strategy Paper এর ওপর মতামত প্রদান।

D-8 সচিবালয় হতে প্রাপ্ত খসড়া Trade Facilitation Strategy Paper এর ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন খসড়াটি পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪.৪.৪ SAFTA Rules of Origin (RoO) এর আওতায় ভারতে ভোজ্যতেল রপ্তানিতে Country of Origin সার্টিফিকেট ইস্যু সংশ্লিষ্ট জটিলতা নিরসনে পর্যবেক্ষণ প্রণয়ন।

ভারতে ভোজ্য তেল রপ্তানিতে Country of Origin সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ভারত কর্তৃক কনসাল্টেশন সভা আহবানের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের জন্য গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও ভোজ্য তেল রপ্তানিকারকদের সাথে আলোচনা করে মূল্য সংযোজনের বিষয়টি কিভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে সে বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। ভারতে ভোজ্যতেল রপ্তানিতে জটিলতা নিরসণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হতে সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যুর ক্ষেত্রে ভারতের প্রশ্নসমূহের বিষয়ে ভারতে ভোজ্যতেল রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে কমিশন এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ প্রদান করে।

৪.৪.৫ বিমসটেক-এর আওতায় এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তরিত বাংলাদেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট প্রণয়ন।

১৮-১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ঢাকায় বিমসটেক ট্রেড নেগোশিয়েটিং কমিটির (টিএনসি) ২১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে সদস্যভুক্ত দেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট এইচএস-২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ করা হয়। টিএনসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ে নেপালের সম্মতি না পাওয়ায় রূপান্তরের কাজটি নেপালের সম্মতি পাওয়ার পর সম্পন্ন করা যেতে পারে মর্মে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে নেপালের সম্মতি পাওয়ার পর উক্ত রূপান্তরের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিমসটেক ট্রেড নেগোশিয়েটিং কমিটির (টিএনসি) ২১তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের সিডিউল অব ট্যারিফ কমিটমেন্ট এইচএস-২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর করে (এতদ্বিষয়ে প্রণীত বিস্তারিত প্রতিবেদনসহ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামতসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৫ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত প্রণয়ন:

৪.৫.১ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Report on the role of non-tariff measures by the UK in the Post-Brexit- এর ওপর মতামত প্রদান।

UNCTAD যুক্তরাজ্যের Brexit পরবর্তী সময়ে Non-tariff Measures (NTM) এর ভূমিকা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। UNCTAD এর প্রতিবেদন সাপেক্ষে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর সম্ভাব্য প্রভাব ও মতামত/সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

এ প্রেক্ষিতে কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এই মর্মে অবহিত করে যে, ১ জানুয়ারি ২০২১ হতে যুক্তরাজ্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অনুরূপ জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখবে বলে জানা

যায়। এক্ষেত্রে তিনটি ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় এ শুল্ক সুবিধা দেয়া হবে। যথা: least developed countries framework (LDCF), general framework এবং enhanced framework যুক্তরাজ্য তাদের জিএসপি স্কিমে সুবিধাভোগী দেশের তালিকায় কোন পরিবর্তন আনবে না। অশুল্ক বাধা (Non-tariff barrier) এর মাধ্যমে কোন প্রভাব পড়বে কিনা সেটি রুলস অব অরিজিন ও কনফরমিটি এসেসমেন্টসহ অন্যান্য আইন ও বিধিতে কোন পরিবর্তন আনা হয় কিনা বা পরিবর্তন আনা হলে এর সাথে কতখানি খাপ খাওয়ানো সম্ভব হবে -তার ওপর নির্ভর করবে। কমিশন আরো জানায় যে, Brexit এর ফলে যুক্তরাজ্যের সাথে দ্বিপাক্ষিক ভাবে নেগোসিয়েসশনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর ট্রানজিশনের জন্য যুক্তরাজ্য যাতে করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ন্যায় বাংলাদেশকে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর সময় প্রদান করে সে বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রেরণ করা হয়।

৪.৫.২ ভারতের Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020 এর ওপর মতামত প্রদান।

২০২০ সালে ভারত সরকার বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির আওতায় প্রদত্ত preferential tariff treatment এর ক্ষেত্রে Rules of Origin কঠোরভাবে তদারকির জন্য Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020 জারি করে। ভারত কর্তৃক জারিকৃত এ বিধিমালার ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

যেহেতু বাংলাদেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA) চুক্তির আওতায় ভারতে পণ্য রপ্তানি করে থাকে, সেহেতু কমিশন SAFTA চুক্তির Rules of Origin ও এর Operational Certification Procedures (OCP) বিবেচনায় রেখে ভারত কর্তৃক প্রণীত Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020 এর ওপর মতামত প্রণয়ন করে। কমিশন মতামতে মূলত SAFTA চুক্তির সাথে ভারত কর্তৃক প্রণীত বিধিমালাটির বিভিন্ন অসংগতিসমূহ তুলে ধরে।

৪.৫.৩ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত "অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কাস্টমস শুল্ক সুবিধা প্রদান বিধিমালা ২০২১" শীর্ষক খসড়া বিধিমালার ওপর মতামত প্রদান।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যে সকল আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির (সাফটা, সাপটা, আপটা, ডি-৮ পিটিএ, টিপিএস-ওআইসি ইত্যাদি) অংশীদার, সে সকল চুক্তির আওতায় চুক্তিভুক্ত দেশ হতে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর চুক্তি অনুযায়ী শুল্ক ছাড় প্রদানের ক্ষেত্রে সকল কাস্টমস হাউস ও কাস্টমস স্টেশনে যথাযথ বাণিজ্য সুবিধা নিশ্চিতকল্পে একটি বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক "অগ্রাধিকার বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির অধীন কাস্টমস শুল্ক সুবিধা প্রদান বিধিমালা ২০২১" শীর্ষক একটি খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ খসড়া বিধিমালার ওপর মতামত প্রদান করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়।

কমিশন বিধিমালাটি পরীক্ষাপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে এই মর্মে অবহিত করে যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য আমদানি নির্ভর। শুধুমাত্র ভোগ্য পণ্যই নয়, অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বহু শিল্পের (রপ্তানি শিল্প সহ) কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি করা হয়ে থাকে। শুল্ক সুবিধার আওতায় আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে তা শিল্পের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে

পারে বলে কমিশন মনে করে। তাছাড়া, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর রপ্তানি পণ্যের বাজার ধরে রাখার জন্য বেশ কিছু মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এ ধরণের বিধিমালা প্রণয়ন করা হলে তা বাংলাদেশের এ সমস্ত বাণিজ্য চুক্তির বর্তমান অংশী দেশ (partner country) সহ সম্ভাবনাময় অংশী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধিবিধান সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি করতে পারে মর্মে কমিশন মতামত ব্যক্ত করে।

৪.৬ মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনা/বিভিন্ন সামিট/জয়েন্ট কমিশন এর সভা ইত্যাদিতে আলোচনার জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর ব্রিফ,ইনপুট প্রস্তুতকরণ:

৪.৬.১ বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ১২তম ফরেন অফিস কনসাল্টেশন সভার জন্য হালনাগাদ তথ্য প্রদান।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ১২তম ফরেন অফিস কনসাল্টেশন (এফওসি) বিষয়ে বাংলাদেশ-ও চীনের মধ্যে হালনাগাদ তথ্য প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত ইনপুটস প্রণয়ন করে।

৪.৬.২ বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে Foreign Office Consultation সভার প্রস্তুতির লক্ষ্যে ইনপুটস প্রদান।

বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তৃতীয় ফরেন অফিস কনসাল্টেশন (এফওসি) সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/ইনপুটস/মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হলে কমিশন বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বণিজ্যের হালনাগাদ তথ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত ইনপুটস প্রণয়ন করে।

৪.৬.৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত সম্ভাব্য আলোচ্যসূচির উপর ইনপুটস/মতামত প্রেরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত সম্ভাব্য আলোচ্যসূচির ওপর প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসহ ইনপুটস/মতামত প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয় যেমন-স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত পদক্ষেপ, পণ্য বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন, বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, বৃহৎ অর্থনীতির দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসহ ইনপুটস/মতামত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৬.৪ বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার Joint Record of Discussion- এর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে বাংলাদেশের অবস্থান/পর্যালোচনা/মতামত ভারতকে অবহিতকরণ সংক্রান্ত।

৭-৮ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভার Joint Record of Discussion এর ৮.১ - এবং ৮.২ - এ উল্লেখিত ২টি বিষয়ে - ("New Customs Notification issued by India for Verification of Certificate of Origin under Duty Free Tariff Preference" এবং "Anti-dumping duty imposed by India on some Bangladeshi products") বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতের সাথে যোগাযোগ (Communication) করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে উল্লিখিত ২টি বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান/পর্যালোচনা/মতামত বিস্তারিত ভাবে ভারতকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে এ বিষয়সমূহে দু'টি পৃথক Communication বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৬.৫ বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে Joint Commission এর ৫ম সভা আয়োজনের লক্ষ্যে এজেন্ডা প্রেরণ।

আগস্ট ২০২১ মাসের শেষার্ধে বাংলাদেশ-সংযুক্ত আরব আমিরাত জয়েন্ট কমিশন (JC) এর ৫ম সভা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠেয় সভায় আলোচ্যসূচি (এজেন্ডা) প্রেরণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় উক্ত সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

৪.৬.৬ ১০ম D-8 সম্মেলনের জন্য Analytical Report on Trade প্রণয়ন।

১০ম D-8 সম্মেলন উপলক্ষে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন D-8 এর সদস্যদেশ সমূহের মধ্যে বাণিজ্যের ওপর একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। কমিশন ডি-৮ সদস্য দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে ১০ম D-8 সম্মেলনের জন্য একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৪.৭ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত কার্যাদি:

৪.৭.১ স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি মেজার্স বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আসন্ন ১২তম মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্সে ডিক্লেয়ারেশন হিসেবে গ্রহণের লক্ষ্যে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলিজ, ব্রাজিল, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, ডমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, পেরু, যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে ও ভিয়েতনাম কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রদান।

১৯৯৫ সালে অন্যান্য বহুপাক্ষিক চুক্তির সাথে সাথে স্যানিটারি এন্ড ফাইটোস্যানিটারি চুক্তি গ্রহণের পর হতে অদ্যাবধি কৃষিখাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হওয়ার পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খাদ্য উৎপাদনের ওপর চাপ বৃদ্ধি ঘটেছে এবং এর সাথে সাথে কীটপতঙ্গ ও রোগজীবাণুর প্রসার ঘটেছে। এ সময়ের মধ্যে দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে শুল্কের ওপর

নির্ভরশীলতা দিন দিন যেমন কমে এসেছে, ঠিক তেমনি শুল্কের পরিবর্তে বিভিন্ন এসপিএস মেজার্স আরোপের মাধ্যমে তাদের দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা প্রদানের প্রবণতাও বেড়েছে। এ পটভূমিতে স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি মেজার্স বিষয়ে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আসন্ন ১২ তম মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্সে ডিক্লেয়ারেশন হিসেবে গ্রহণের লক্ষ্যে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলিজ, ব্রাজিল, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, ডমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, পেরু, যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে ও ভিয়েতনাম কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন প্রস্তাবিত ডেক্লারেশনটি পরীক্ষাপূর্বক এ ডেক্লারেশনে প্রস্তাবিত ওয়ার্ক প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর মতামত প্রদান করে।

৪.৭.২ **WTO-ICC webinar Business Dialogue on COVID-19 impact on Garments and Textile Trade বিষয়ে মতামত প্রেরণ।**

জেনেভাস্থ বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ও ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (ICC) এর যৌথ উদ্যোগে গ্লোবাল ক্লথিং ব্র্যান্ড (জিসিবি) সমূহের অংশগ্রহণে একটি ওয়েবিনার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ওয়েবিনার আয়োজনের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন তৈরি পোশাক রপ্তানির সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে এ মর্মে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে যে, কোভিড-১৯ এর ফলে উদ্ভূত বিশ্বব্যাপী লক-ডাউন পরিস্থিতির ফলে সাপ্লাই চেইন বাধাগ্রস্ত হওয়া ও বিপুল পরিমাণে অর্ডার বাতিল হয়ে যাওয়াসহ বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। ঠিক এরকম একটি পরিস্থিতিতে পোশাক ও বস্ত্র শিল্পখাতের বাণিজ্য সম্পর্কে জেনেভাস্থ স্থায়ী মিশন কর্তৃক ওয়েবিনার আয়োজনের বিষয়টি একটি সময়োচিত পদক্ষেপ বলে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন মনে করে। তবে, ওয়েবিনারটি সফল ভাবে আয়োজনের ক্ষেত্রে গ্লোবাল ক্লথিং ব্র্যান্ডসমূহের দায়িত্বশীল আচরণের ওপর আলোকপাতের পাশাপাশি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের ক্ষেত্রে গ্লোবাল ক্লথিং ব্র্যান্ডসমূহের আস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহও তুলে ধরা সমীচীন বলে কমিশন মতামত ব্যক্ত করে।

৪.৭.৩ **African Swine Fever সম্পর্কে ডব্লিওটিও এর এসপিএস কমিটির আয়োজনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় Thematic Session এর ড্রাফট প্রোগ্রাম এর ওপর মতামত প্রদান।**

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এসপিএস কমিটি কর্তৃক ২৩ মার্চ ২০২১ সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে African Swine Fever বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান, বিশ্বব্যাপী মহামারির অবস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রভাব, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক গৃহীত উদ্যোগসমূহের অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত আলোচনা করার লক্ষ্যে ভার্চুয়াল মাধ্যমে একটি থিমেটিক সেশনের আয়োজন করা হয়। এ সভার খসড়া প্রোগ্রামের ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এ মর্মে অবহিত করে যে শূকর ও শূকরজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্বার্থ খুবই নগণ্য হওয়ার কারণে African Swine Fever সম্পর্কে ডব্লিওটিও এর এসপিএস কমিটিতে আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, সে আলোচনায় বাংলাদেশের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

রয়েছে বলে মনে হয় না। তবে, বাংলাদেশ আলোচনাটি পর্যবেক্ষণ করতে পারে বলে কমিশন মতামত ব্যক্ত করে।

৪.৭.৪ EIF এর Policy Series প্রতিবেদন এর জন্য তথ্য প্রেরণ।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Enhanced Integrated Framework (EIF) এর পলিসি সিরিজ প্রতিবেদনের জন্য বাংলাদেশের Textile and Apparel Industry এর ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রেরণ করা হয়।

৪.৭.৫ WTO Trade Monitoring Report- এর জন্য ইনপুট প্রেরণ।

২০১১ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-এর ৮ম মিনিস্টিরিয়াল সম্মেলনে "WTO Trade Monitoring Report" টি নিয়মিত প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বছরে ২ (দুই) বার WTO Trade Monitoring Report প্রকাশ করে থাকে। উক্ত রিপোর্টে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করে তার বর্ণনা থাকে। এ প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কমিশনকে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সন্নিবেশপূর্বক একটি ইনপুট প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করে। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের চাহিদানুযায়ী মধ্য অক্টোবর ২০২০ হতে মধ্য মে ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বাণিজ্য সম্পর্কিত গৃহীত সকল ব্যবস্থা এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অক্টোবর ২০২০ এর মাঝামাঝি সময় থেকে অদ্যাবধি সুনির্দিষ্টভাবে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে ইনপুট প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়, যার প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৪.৮ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তির টেমপ্লেট প্রণয়ন:

৪.৮.১ এফটিএ টেমপ্লেট এবং Policy Guidelines on PTA/FTA 2020 প্রণয়ন।

এফটিএ টেমপ্লেট এবং পলিসি গাইডলাইনস ২০২০ প্রণয়নের লক্ষ্যে এফটিএ এর আওতায় সাধারণত কি কি ধরনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এবং উক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারাসমূহ (Approach) কি কি তা চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত ২৬টি আরটিএ (উন্নত দেশসমূহের মধ্যে সম্পাদিত ৫টি , উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশমূহের মধ্যে সম্পাদিত ১১টি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সম্পাদিত ১০টি) বাছাই করা হয়। উক্ত আরটিএ সমূহের বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনাকালে এমন বেশ কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয় যেসব বিষয়ে উক্ত পলিসি গাইডলাইনস এবং এফটিএ টেমপ্লেট প্রণয়নের পূর্বে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে উক্ত ২৬টি আরটিএ-পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিষয় ভিত্তিক পৃথক-পৃথক পর্যালোচনা, বাংলাদেশের বিদ্যমান চর্চা এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরত একটি বিশ্লেষনমূলক প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৮.২ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি (Trade Agreement) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে Template প্রস্তুতকরণ।

বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে (Trade Agreement ও MoU) স্বতন্ত্র Template প্রস্তুত করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন বিভিন্ন দেশের সাথে বিদ্যমান চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে এর আলোকে বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি

টেমপ্লেট প্রণয়ন করে। তবে, দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা স্মারক (MoU) এর বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে সমঝোতা স্মারকের টেক্সট প্রণয়ন করা হয় বিধায় ইস্যু জানা না থাকলে কোন টেমপ্লেট প্রণয়ন করা সম্ভব নয় মর্মে কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে।

৪.৮.৩ বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য খসড়া টেমপ্লেট প্রণয়ন।

বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি-এর একটি খসড়া টেমপ্লেট প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৮.৪ বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে Preferential Trade Agreement (PTA)-এর খসড়া টেক্সট প্রণয়ন।

বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষরের বিষয়ে ২২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে একটি দ্বি-পাক্ষিক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২২ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ পক্ষ রুলস অব অরিজিন সহ একটি খসড়া পিটিএ চুক্তি শ্রীলংকার নিকট প্রেরণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে, রুলস অব অরিজিন সহ একটি খসড়া পিটিএ চুক্তি প্রেরণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক কমিশন রুলস অব অরিজিন সহ একটি খসড়া পিটিএ চুক্তির টেক্সট প্রণয়ন করে।

৪.৮.৫ মালদ্বীপের সাথে Bilateral PTA নেগোসিয়েশনের জন্য Template on PTA between Bangladesh and Maldives প্রণয়ন।

মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে দু'দেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় দেশ দু'টির মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সম্পাদনের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ প্রেক্ষিতে দ্বি-পাক্ষিক নেগোসিয়েশনের জন্য Template on PTA between Bangladesh and Maldives প্রণয়ন করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। বিভিন্ন দেশের সাথে পিটিএ সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক প্রণীত টেমপ্লেটটি ব্যবহার করে প্রযোজ্য স্থানে সংশোধনপূর্বক প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে পিটিএ এর জন্য একটি টেমপ্লেট কমিশন কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়।

৪.৯ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়:

৪.৯.১ রাশিয়ায় পণ্য রপ্তানি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে রাশিয়ায় ওয়্যারহাউজ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত পরীক্ষান্তে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ এবং রাশিয়ার মধ্যে বিদ্যমান ব্যাংকিং লেনদেন সমস্যাসহ Bangladesh-Russia Inter-Governmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation এর ২য় সভার Protocol এর এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে রাশিয়ায় পণ্য রপ্তানি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে রাশিয়ায় ওয়্যারহাউজ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিস্তারিত পরীক্ষান্তে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশন বিষয়টি বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য প্রয়োজন হওয়ায় কমিশন রাশিয়াস্থ

কমার্শিয়াল কাউন্সিলর ও CIS-Bangladesh Chamber of Commerce & Industry (CIS-BCCI) হতে তথ্য সংগ্রহ করে এবং অংশীজনদের সাথে সভা আয়োজনের মাধ্যমেও এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে। নিবিড় বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষাপূর্বক কমিশন সংশ্লিষ্ট মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে এবং সে অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৪.৯.২ "Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters" বিষয়ে মতামত প্রণয়ন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাথে জাপান, শ্রীলংকা, ইরান, ভারত, রাশিয়ান ফেডারেশনের "Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters" সংক্রান্ত চুক্তির ওপর কমিশনের মতামত প্রস্তুত করা হয়। এ বিষয়ে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউসিও) এ সংক্রান্ত মডেল চুক্তি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ইত্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রণয়নপূর্বক রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

৪.৯.৩ বাংলাদেশ-জাপান সরকারি ও বেসরকারি যৌথ সংলাপ এর ৫ম বৈঠকের এজেন্ডা প্রস্তুতকরণ।

বাংলাদেশ-জাপান সরকারি ও বেসরকারি যৌথ সংলাপ এর ৫ম বৈঠকের এজেন্ডা প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ-জাপান সরকারি ও বেসরকারি যৌথ সংলাপ এর ৫ম বৈঠকের এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে উভয় দেশের বাণিজ্য, অর্থনীতি ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি, দু'দেশের বিদ্যমান বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি, জাপানের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্ব এজেন্ডাসহ প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৯.৪ বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে সম্পাদিতব্য ট্রানজিট চুক্তি ও এ সংক্রান্ত প্রোটোকল-এর ড্রাফট বিষয়ে কমিশনের মতামত প্রণয়ন।

বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে সম্পাদিতব্য ট্রানজিট চুক্তি ও এ সংক্রান্ত প্রোটোকল-এর ড্রাফট বিষয়ে মতামত প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বর্ণিত ট্রানজিট চুক্তি ও এ সংক্রান্ত প্রোটোকল, বিদ্যমান বিভিন্ন ট্রানজিট চুক্তি ও কমিশন কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রস্তুতকৃত স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিট চুক্তি বিশ্লেষণ পূর্বক কমিশনের মতামতসহ প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৯.৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন বিষয়ে কমিশনের সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপত্ত সংগ্রহ করে কমিশনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.১০ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

১. বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৫ম জয়েন্ট ট্রেড কমিটি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অনুষ্ঠিতব্য ষষ্ঠ জেটিসি -এর জন্য আলোচ্যসূচি প্রেরণ।

২. Establishment of a Framework of Cooperation in the Area of Trade Remedial Measures- সংক্রান্ত রিভাইজড খসড়া সমঝোতা স্মারকের উপর মতামত প্রদান।

৩. বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম Foreign Office Consultation (FOC) সভার জন্য তথ্য প্রেরণ ।

৪. বাংলাদেশ হতে ভারতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান অশুল্ক বাঁধাসমূহের বিষয়ে তথ্য প্রেরণ।

৫. বাংলাদেশ-ভারত সচিব পর্যায়ের সভা এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড-এর সভার জন্য তথ্য প্রেরণ।

৬. বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা এবং করণীয় বিষয়ক কর্মশালার Key Note Paper প্রণয়ন সংক্রান্ত।

৭. ভিয়েতনাম, জাপান, আসিয়ান এবং থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের সম্ভাব্য মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে চাহিত তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৮. ভিয়েতনামের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কিত লিখিত প্রশ্ন প্রেরণ।

৯. যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের বাইসাইকেল রপ্তানিতে বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক বাঁধা সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

১০. আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া ও OIC-ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১১. ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন বিষয়ে কমিশনের সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৪.১১ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

১। দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (সাফটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

২। সার্ক সেবা বাণিজ্য (SATIS) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সেবাখাত সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি বিধান ও তথ্য পর্যালোচনামূলক সুপারিশ প্রণয়ন।

৩। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য চুক্তি (আপটা) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৪। ওআইসিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য (টিপিএস-ওআইসি) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৫। বে অব বেঙ্গল ইনিয়েসিটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৬। ডি-৮ দেশগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৭। কমপক্ষে ৩ (তিন) টি দেশ/অঞ্চলের সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি(এফটিএ)/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৮। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক অন্যান্য কাজ।

৯। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর আওতায় বাণিজ্য সহজীকরণসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

১০। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর আওতায় সেবাখাত সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন কৌশল নির্ধারণ।

৫. কমিশনে বিদ্যমান সমস্যাবলী ও সুপারিশমালা

৫.১ সমস্যাবলী

৫.১.১ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেউফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে বিধিমালা অনুযায়ী পদ্ধতিসমূহ অনুসরণে সমস্যাবলীঃ

বিভিন্ন সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য আমদানিতে ডাম্পিং এর অভিযোগ আনলেও বিভিন্ন কারণে এর প্রতিকারের বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ আবেদন করেননি অথবা করতে পারেননি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রধানত নিম্নলিখিত তিনটি কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করে না:

ক. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের জন্য বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় যা সময়সাপেক্ষ;

খ. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে আবেদনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ আবেদন পেশ করতে হয়, যা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে আবেদন করতে বিরত রাখে;

গ. আইন অনুযায়ী অসম প্রতিযোগিতা থেকে স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার জন্য এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের বিধান থাকলেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক এবং আমদানি পণ্যের ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংরক্ষণ দেয়া হয়। এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কোন তথ্য সরবরাহ করতে হয় না, যার ফলে দ্রুতই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।

৫.১.২ বাণিজ্য নীতি বিভাগ, বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগে তথ্য বিশ্লেষণ এবং মতামত প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক টুলস ব্যবহার করা প্রয়োজন কিন্তু এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে কোন প্রশিক্ষণ নেই। বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সব সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে বিভিন্ন ইকোনমিক মডেল ব্যবহার করা হলেও এ ক্ষেত্রে নিয়মিত উন্নত (এডভান্সড) পর্যায়ের প্রশিক্ষণ জরুরি। এ ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ দেশে অপ্রতুল থাকায় বিদেশের বিভিন্ন ট্রেড একাডেমির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর থাকা জরুরি। কমিশনের সাথে এ পর্যন্ত এ ধরনের কোন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়নি। এছাড়া, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজ সফটওয়্যার প্রয়োজন।

৫.১.৩ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে গবেষণাধর্মী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এখানে বাণিজ্য বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশীয় উৎপাদন, বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির পাশাপাশি শুল্কহার, শুল্ক আহরণের পরিমাণ, ইত্যাদি তথ্য ও উপাত্ত নিয়মিত প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ সকল তথ্য সংগ্রহপূর্বক একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার (Database) না থাকায় তথ্যসমূহ প্রক্রিয়া বা বিশ্লেষণ উপযোগী করতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এ কারণে একটি নিজস্ব সমন্বিত তথ্যভান্ডার (Database) জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন।

৫.১.৪ কমিশনের জনবলের স্বল্পতা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থান সংকুলানের অভাব।

৫.১.৫ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান ও এর প্রতিকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কমিশনে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব রয়েছে। একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানাবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনা করার জন্য কমিশনে আরো অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।

৫.১.৬ নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তাদান, শিল্পজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ, শিল্প সম্প্রসারণ, আমদানি-রপ্তানি ও শুল্ক সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান, পণ্যের এইচ.এস.কোড নির্ধারণ এ জাতীয় কাজে ব্যবসায়ীদের একটি সিঙ্গেল সোর্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা দরকার। তাছাড়া সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নসহ একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর বর্তমান শুল্ক মুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ সকল কাজ বাস্তবায়নে দেশীয় ও বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে একটি সক্রিয় ও অধিকতর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

৫.২ সুপারিশমালা

৫.২.১ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে আবেদন করাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত সকল বিধিমালা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী জারি করা হয়েছে। এ কারণে এসকল শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে তা হ্রাস করা সম্ভব নয়। তবে এসব বিধিমালার আওতায় তদন্ত শুরুর ষাট দিন পর সাময়িক শুল্ক আরোপ করা সম্ভব, যার মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব দ্রুত সংরক্ষণ দেয়া যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করছে এবং ভবিষতেও আয়োজন করতে পারে। এছাড়া শিল্প সংরক্ষণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থা/মন্ত্রণালয় যথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালার আশ্রয় গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে পারে।

খ. বিধিমালা অনুযায়ী সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ডাম্পিং/ভর্তুকি তথ্য,আমদানি বৃদ্ধি, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য এবং এদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে হয়। যেহেতু বিধিমালাসমূহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে, সেহেতু এসকল নিয়মের ব্যত্যয় সম্ভব নয়। তবে সংরক্ষণ প্রত্যাশী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যথা ডাম্পিং/ভর্তুকির অস্তিত্ব, পরিমাণ ও প্রকৃতি, হালনাগাদ আমদানির তথ্য, অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি মূল্য, অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার দর, সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট স্থানীয় উৎপাদন, সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকগণের নাম, সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি সরবরাহ করতে পারেন না। এসকল তথ্য অনেক সময় তাদের নিকট থাকে না, যে কারণে তারা সঠিকভাবে কোন আবেদন করতে পারেন না। একারণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

সারণি-২৩: তথ্যের উৎস ও সমস্যা দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায়

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
ভর্তুকির অস্তিত্ব, পরিমাণ ও প্রকৃতি	রপ্তানিকারক দেশের সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন	এসকল তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারে। তবে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
হালনাগাদ আমদানির তথ্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে যে কোন পণ্যের আমদানি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান। তবে এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানি মূল্য	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে আমদানিকৃত পণ্যের সিএন্ডএফ মূল্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান। তবে এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
অভিযোগকৃত দেশের সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার দর	অভিযোগকৃত দেশে গিয়ে পণ্যটি ক্রয় করে তার রশিদ অথবা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা অথবা ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অথবা অভিযোগকৃত দেশে পণ্যটির উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে নির্ণয়কৃত বাজার দর অথবা অভিযোগকৃত দেশ হতে তৃতীয় কোন দেশে রপ্তানির মূল্য	এসকল তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করতে পারে। তবে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট স্থানীয় উৎপাদন	বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন সম্পর্কে কোন তথ্য প্রস্তুত করা হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করে তাও খাত ভিত্তিক এবং এর সংখ্যাও সীমিত। তবে ভ্যাট কর্তৃপক্ষ মূল্য সংযোজন সংগ্রহ করার জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য	এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আবেদন পত্রের বৈধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট উৎপাদন জানা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে নিম্নে উল্লিখিত যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে: ১. সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণের তথ্য সরবরাহ করতে হবে যা কমিশন সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য হতে যাচাই করতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব

আবশ্যিক তথ্য	তথ্যের উৎস	সমস্যা দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায়
	নির্ণয় করা সম্ভব। এর মাধ্যমে কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।	বোর্ড হতে কমিশনকে নিয়মিত ভাবে ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। ২. শিল্প মন্ত্রণালয় অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দেশীয় পণ্যের উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে। ৩. দেশে বিদ্যমান ট্রেড এসোসিয়েশনসমূহ তাদের সদস্যদের নিকট হতে উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক কোন পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকার কগণের নাম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে আমদানিকারকের Business Regustration number সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান, যা হতে আমদানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানিকারকগ ণের নাম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত ASYCUDA ডাটাবেজে রপ্তানিকারকগণের হালনাগাদ তথ্য বিদ্যমান, যা হতে রপ্তানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এসকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়।	ASYCUDA ডাটাবেজ এর সাথে কমিশনের সিস্টেমকে সরাসরি সংযুক্ত করে এধরনের তথ্য কমিশন থেকে চাহিদা মোতাবেক সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি	যে কোন শিল্পের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ প্রত্যাশী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট বিদ্যমান রয়েছে, তবে এসকল তথ্য-উপাত্ত Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে।	দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে GAAP অনুযায়ী তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আবেদন পত্র পূরণে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে অথবা এফবিসিসিআই-তে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

গ. বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হলে কমিশনকে সময়াবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। একারণে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের জন্য আবেদন করেন, যা সহজে প্রাপ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, সম্পূরক শুল্ক মূল্য সংযোজন আইন ১৯৯১ এর আওতায় প্রযোজ্য একটি স্থানীয় শুল্ক যা সমভাবে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে। তবে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাজেট ঘোষণার পর পরই পৃথক একটি এসআরও দ্বারা

দেশীয় উৎপাদনের ওপর সম্পূরক শুল্ক মওকুফ করে। এছাড়া আমদানির সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের বিধান রাখা হলেও সম্প্রতি স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই শুল্ক ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। অধিকন্তু, রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ট্যারিফ মূল্য ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।এসব কারণে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এটা অনস্বীকার্য যে দেশীয় শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণ সরকারের একটি প্রধান কাজ এবং একাজটি বিদ্যমান আইন অনুযায়ী করাই সমীচিন। একারণে, শিল্প সংরক্ষণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থা/মন্ত্রণালয় যথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের নিকট সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে পারে এবং সংরক্ষণ প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্য আবেদন করাকে নিরূৎসাহিত করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ওপর বিভিন্ন দেশের নজরদারি বাড়বে এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের কারণে এধরনের নজরদারি আরো বৃদ্ধি পাবে। একারণে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণকে সফল করার লক্ষ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সুষম করা প্রয়োজন এবং সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক অথবা ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষণ দেয়ার প্রক্রিয়াকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

৫.২.২ বাণিজ্য নীতি, বাণিজ্য প্রতিবিধান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগে বিভিন্ন ইকোনমিক মডেল, মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতি সংক্রান্ত কাজে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ জরুরি বিধায় এ সংক্রান্ত বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ উন্নত (এডভান্সড) প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের প্রেরণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, অর্থনীতি, ইত্যাদি বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা যেতে পারে। তদ্রূপ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন ট্রেড একাডেমির সাথেও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর পূর্বক কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণে প্রেরণ করতে হবে।

৫.২.৩ বিভিন্ন দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভ্যন্তরীণ তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা যেতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজ সফটওয়্যার প্রস্তুতের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৫.২.৪ কমিশনের নতুন আইন প্রবর্তনের ফলে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া পূর্ব হতেই জনবলের ঘাটতি ছিল, তাই জনবলের স্বল্পতা পূরণের জন্য নতুন জনবল অনুমোদন ও নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থান সংকুলনের বিষয়টি সমাধানের জন্য কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ অথবা পর্যাপ্ত স্পেস বরাদ্দ দিয়ে সকলের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অফিসের স্থান সংকুলন করা যেতে পারে।

৫.২.৫ একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দৈনন্দিন বাজার মনিটরিং, শুল্ক বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান, সেক্টরাল স্টাডি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নানবিধ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য কমিশনে আরো অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫.২.৬ ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে একটি দক্ষ ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশীয় ও বিদেশী প্রকল্প সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-১

বর্তমান/প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহোদয়গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১।	আনোয়ারুল হক খান	৩০-১২-১৯৭২	১৫-০৩-১৯৭৬
২।	আবদুস সামাদ	১৯-০৭-১৯৭৬	২৫-১০-১৯৭৬
৩।	এ, এম, আনিসুজ্জামান	২৬-১০-১৯৭৬	১৯-০১-১৯৭৭
৪।	এ, এম, হায়দার হোসেন	২০-০১-১৯৭৭	১৪-০২-১৯৮০
৫।	কাজী মোশারফ হোসেন	১৫-০২-১৯৮০	২৬-১০-১৯৮০
৬।	কমোডর এম, এ, রহমান (অঃ প্রাঃ)	২৭-১০-১৯৮০	৩০-০১-১৯৮৪
৭।	খন্দকার মোঃ নুরুল ইসলাম	৩০-০১-১৯৮৪	০৬-০৬-১৯৮৪
৮।	মঞ্জুর মোর্শেদ	০৬-০৬-১৯৮৪	৩১-১০-১৯৮৫
৯।	নাসিম উদ্দীন আহমেদ	০২-১১-১৯৮৫	০৮-০৭-১৯৮৬
১০।	মুসলেহ উদ্দীন আহমেদ	০৮-০৭-১৯৮৬	২৯-১১-১৯৮৯
১১।	এম.এ. মালিক	১০-০১-১৯৯০	১৫-১২-১৯৯০
১২।	সৈয়দ হাসান আহমদ	১৫-১২-১৯৯০	১৯-০৬-১৯৯১
১৩।	আমিনুল ইসলাম	১৯-০৬-১৯৯১	২৩-১০-১৯৯১
১৪।	ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর	২৩-১০-১৯৯১	০৫-১০-১৯৯৪
১৫।	আবদুল হামিদ চৌধুরী	০৫-১০-১৯৯৪	২২-০৪-১৯৯৬
১৬।	মোঃ নজরুল ইসলাম	২৬-০৫-১৯৯৬	২৩-০৭-১৯৯৬
১৭।	এ,এ,এম, জিয়াউদ্দিন	২২-০৮-১৯৯৬	২৩-০২-১৯৯৭
১৮।	আজাদ রুহুল আমিন	০১-০৩-১৯৯৭	০৭-১০-১৯৯৭
১৯।	শামসুজ্জামান চৌধুরী	১৫-১০-১৯৯৭	০৯-১২-১৯৯৭
২০।	ড. মোঃ ওসমান আলী	১৫-১০-১৯৯৭	২৬-১০-১৯৯৯
২১।	মোঃ মোরশেদ হোসেন	১৫-১১-১৯৯৯	২৬-১০-১৯৯৯
২২।	এ. ওয়াই,বি,আই সিদ্দিকী	০৭-০৬-২০০০	২২-০৪-২০০১
২৩।	এম আই চৌধুরী (মহিবুল ইসলাম)	০৭-০৫-২০০১	০৮-০৮-২০০১
২৪।	দেলোয়ার হোসেন	১১-০৯-২০০১	১৪-১১-২০০১

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
২৫।	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম	২৩-০৬-২০০২	২২-০৬-২০০৪
২৬।	মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া	০৫-০১-২০০৫	১২-০৯-২০০৫
২৭।	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	১২-০৯-২০০৫	২৭-০৪-২০০৬
২৮।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০৩-০৫-২০০৬	০৩-০৭-২০০৬
২৯।	এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	২০-০৮-২০০৬	১৯-০৯-২০০৬
৩০।	মোঃ আবদুল ওয়াহাব	০৮-১০-২০০৬	২৬-১২-২০০৬
৩১।	মোঃ শফিকুল ইসলাম	০৯-০১-২০০৭	০৩-০২-২০০৮
৩২।	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম	১২-০২-২০০৮	১৭-১২-২০০৮
৩৩।	এ কে এম আজিজুল হক	১৮-০১-২০০৯	১৯-০৭-২০০৯
৩৪।	ড. মোঃ মজিবুর রহমান	২০-০৭-২০০৯	১৯-০৭-২০১২
৩৫।	মোঃ সাহাব উল্লাহ	২২-০৭-২০১২	০৬-০৩-২০১৪
৩৬।	মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী	০৪-০৩-২০১৪	২৮-০৯-২০১৪
৩৭।	ড. মোঃ আজিজুর রহমান	২৮-০৯-২০১৪	১৩-০৯-২০১৫
৩৮।	এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী এনডিসি	১৪-০৯-২০১৫	১২-০১-২০১৬
৩৯।	বেগম মুশফেকা ইকফাৎ	২৪-০২-২০১৬	২৬-১০-২০১৭
৪০।	মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি	২৬-১০-২০১৭	২৬-১২-২০১৮
৪১।	জ্যোতির্ময় দত্ত	২৬-১২-২০১৮	২৬-০৯-২০১৯
৪২।	মোঃ নূর-উর-রহমান	২৬-০৯-২০১৯	০৮-১২-২০১৯
৪৩।	তপন কান্তি ঘোষ	০৮-১২-২০১৯	০৭-০৭-২০২০
৪৪।	মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ	০৭-০৭-২০২০	অদ্যাবধি

পরিশিষ্ট - ২

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো

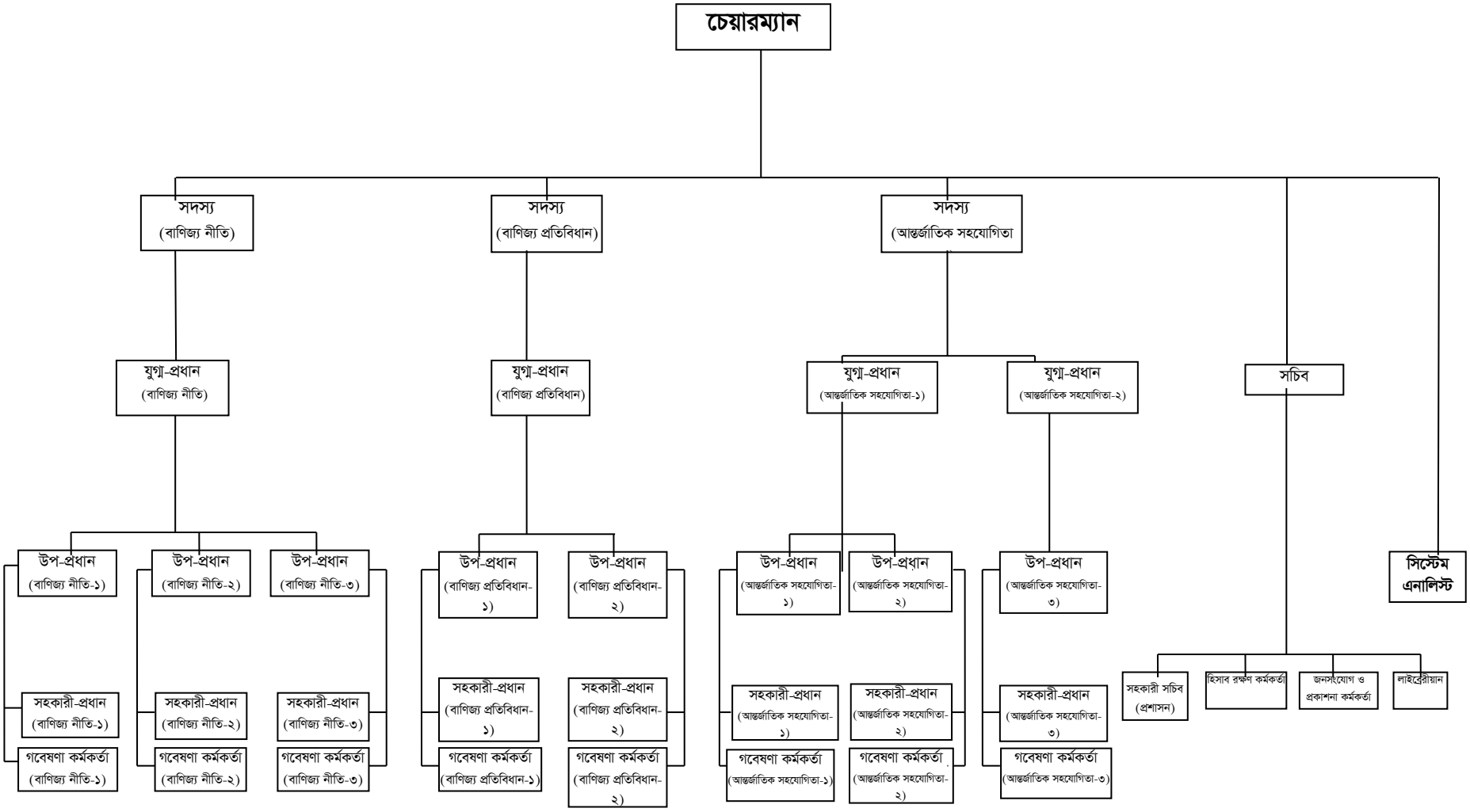

অনুমোদিত জনবল ঃ কর্মকর্তা = ৩৯ জন
কর্মচারী = ৭৬ জন
সর্বমোট = ১১৫ জন

গাড়ীর সংখ্যা ঃ কার ঃ ৯টি
মাইক্রোবাস ঃ ২টি
মটরসাইকেল ঃ ১ টি

পরিশিষ্ট - ৩

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৮, ২০২০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ মাঘ, ১৪২৬/২৮ জানুয়ারি, ২০২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ মাঘ, ১৪২৬ মোতাবেক ২৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

২০২০ সনের ০১ নং আইন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের প্রস্তাবনার সংশোধন ।- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রস্তাবনার পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“যেহেতু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে তাঁহার সরকারের আমলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ২৮ জুলাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ADMN-১E-২০/৭৩/৬৩৬ নং রেজুল্যুশনবলে একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসাবে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; এবং যেহেতু বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;’’।

৩। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের সংশোধন।- উক্ত আইনের সর্বত্র উল্লিখিত “বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৭। কমিশনের কার্যাবলী।-(১) দেশিয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) নিরূপণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে, যথা:-

(ক) শুল্কনীতি পর্যালোচনাক্রমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ;

(খ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;

(গ) এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুয়ায়ী দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ;

(ঘ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড, জিএসপি (Generalized System of Preference), রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) ও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য;

(ঙ) শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়ন;

(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) এর আলোকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক (Protective Duties of Customs) আরোপ;

(জ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশিয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধি;

(ঝ) আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবাসমূহের হারমোনাইজড সিস্টেম কোড;

(ঞ) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবীক্ষণ; এবং

(ট) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী নীতিমালা ও রীতিনীতি।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কমিশন নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য ও বাণিজ্যের ওপর অন্য দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি সারকামভেনশন) এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দেশিয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(ঘ) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, ডাটাবেজ সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং জনস্বার্থে উক্ত তথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ;

(চ) অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন;

(ছ) সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে গণ শুনানির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(জ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ঝ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা।

(৩) এই ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিবে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে"।

৫। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৮ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং উক্তরূপে সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে প্রকাশ করা যাইবে।"।

৬। ১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(২) গবেষণা বা সমীক্ষা কাজে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক ও গবেষণা সহায়তাকারী নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট -৪

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনে কর্মরত দপ্তর/বিভাগভিত্তিক কর্মকর্তাদের নামের তালিকা: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
	চেয়ারম্যানের দপ্তর		
১।	মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ চেয়ারম্যান	ফোন: +৮৮০২২২২২২০২০৯ ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৩৪০২৪৫ মোবাইল: ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ইমেইল: chairman@btc.gov.bd	
২।	মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট ও পিএস টু চেয়ারম্যান (অ:দা:)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১০৮০৪ মোবাইল: ০১৭১২৬১৭৭৮৮ ইমেইল:systemanalyst@btc.gov.bd	
	বাণিজ্য নীতি বিভাগ		
১।	শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী সদস্য (বাঃ নীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৯ মোবাইল: ০১৭১১৩১৬৯০০ ইমেইল: member_tpd@btc.gov.bd	
২।	মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী যুগ্মপ্রধান (বাঃ নীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৩০ মোবাইল: ০১৫৫২৪৭৯৯১০ ইমেইল: jc_tpd@btc.gov.bd	
৩।	মোঃ রকিবুল হাসান উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)	ফোন: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৩১ মোবাইল: ০১৯১৯৫৬৭০৫৮ ইমেইল: dc_tpd_iaa@btc.gov.bd	
৪।	মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান (বাঃ নীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৩৫ মোবাইল: ০১৯১১২৩৩৬৪১ ইমেইল:raihan.ubaidullah@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৫।	মোঃ মাহমুদুল হাসান সহকারী প্রধান (বাঃ নীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩২৩ মোবাইল: ০১৭১২২৮৪৬৯১ ইমেইল: mahmodul.hasan@btc.gov.bd	
৬।	লোকমান হোসেন গবেষণা অফিসার, (বাঃনীঃ, মনিটরিং সেল)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩২৩ মোবাইল: ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ ইমেইল: lokman.hossain@btc.gov.bd	
৭।	মোঃ আরিফ হোসেন গবেষণা অফিসার, (বাঃনীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৭৪৮৭৫০৮৪৮ ইমেইল: arif.hossen@btc.gov.bd	
৮।	মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা অফিসার, (বাঃনীঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৫৩৪৬৫৮৪৯৬ ইমেইল: mohammad.rayhan@btc.gov.bd	
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ			
১।	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৯১ মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৬৭৮৮ ইমেইল: abid.khan@btc.gov.bd	
২।	রমা দেওয়ান যুগ্মপ্রধান (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৪১ মোবাইল: ০১৫৫২৪৭৯৯১০ ইমেইল: rama.dewan@btc.gov.bd	
৩।	এম এম মহিউদ্দিন কবির মাহীন উপপ্রধান (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৯৪ মোবাইল: ০১৮১৬৬৮২২৩৬ ইমেইল: mahin197421@gmail.com	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৪।	মোঃ মশিউল আলম উপপ্রধান (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৯৩ মোবাইল: ০১৭১১২৪২৮২৩ ইমেইল: moshiul.alam@btc.gov.bd	
৫।	মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী উপপ্রধান (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৬৭ মোবাইল: ০১৭১২১৬৯৮৫৫ ইমেইল:mamun.askari@btc.gov.bd	
৬।	এস, এম, সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫১৩১০৫১৯ মোবাইল: ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ ইমেইল: sumaiya.zabeen@btc.gov.bd	
৭।	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব) (আঃ সঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ ইমেইল: mirza.rahman@btc.gov.bd	
৮।	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা অফিসার (আঃসঃ-২)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৯১১৭২১৮৯৮ ইমেইল: kazi.monir@btc.gov.bd	
বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ			
১।	আবদুল বারী সদস্য (বাঃ প্রঃ)	ফোন: +৮৮-০২- ৯৩৩৩৫৬৫ মোবাইল: ০১৭৩০০২০৫০৩ ইমেইল: member_icd@btc.gov.bd	
২।	গোকূল কৃষ্ণ ঘোষ যুগ্মপ্রধান (বাঃ প্রঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৪১ মোবাইল: ০১৭১১৩৯৮২৫২ ইমেইল: jc_trd@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৩।	সৈয়দ ইরতিজা আহসান উপপ্রধান (বাঃ প্রঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩২০৩৮৯ মোবাইল: ০১৭৩৩০৭৪৩৫১ ইমেইল: dc_investigation@btc.gov.bd	
৪।	মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান (বাঃ প্রঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ ইমেইল: abdul.latif@btc.gov.bd	
৫।	মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা অফিসার (বাঃ প্রঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ ইমেইল: mohinul.karim@gmail.com	
৬।	মোঃ শরিফুল হক গবেষণা অফিসার, (বাঃপ্রঃ)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৬৮০৭৬৬৬৯৪ ইমেইল: shariful.haque@btc.gov.bd	
প্রশাসন শাখা			
১।	মোঃ আবুল ইসলাম সচিব (প্রশাসন)	ফোন: +৮৮-০২- ৯৩৩৫৯৩৩ মোবাইল: ০১৭১৬২০৫০১৯ ইমেইল: secretary@btc.gov.bd	
২।	মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা গ্রন্থাগারিক	ফোন: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৯১২০২৩৫৫২ ইমেইল: mayen.molla@btc.gov.bd	
৩।	এইচ. এম. শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও	ফোন: +৮৮-০২-৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ইমেইল: prandpo@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৪।	মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর সহকারী সচিব (প্রশাসন)	ফোন: +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল: ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ ইমেইল: asstsecretary@btc.gov.bd	
৫।	ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)	ফোন: +৮৮-০২-৫৮৩১০৫১১ মোবাইল: ০১৭১১০০১৭০২ ইমেইল: accounts_office@btc.gov.bd	

পরিশিষ্ট -৫

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের বিবরণ

ক্রম	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
০১	৩য় শ্রেণীর কর্মচারী (সকল) মোট ২৯ জন	কমিশনের ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের সুশাসন সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৯ জুন ২০২১
০২	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী (সকল) মোট ২৮ জন	কমিশনের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৩ জুন ২০২১
০৩	৩য় শ্রেণীর কর্মচারী (সকল) মোট ২৯ জন	কমিশনের ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৫ জুন ২০২১
০৪	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৩য় শ্রেণীর ১৭ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর ১৩ জন কর্মচারী সহ মোট ৩০ জন।	কমিশনের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৬ জুন ২০২১
০৫	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৩য় শ্রেণীর ১৭ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর ১৫ জন কর্মচারী সহ মোট ৩২ জন।	কমিশনের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২০ জুন ২০২১
০৬	কমিশনের ২৫ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	কমিশনের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১০ মার্চ ২০২১
০৭	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (০৬ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ও ১৩ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী)	PPR-2008 বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	১৪ মার্চ ২০২১
০৮.	১৪ জন কর্মকর্তা ও ২০ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী (৩৪ জন)	সুশাসন ও নৈতিকতা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশণ	১৭ ডিসেম্বর ২০২০
০৯.	২৩ জন কর্মকর্তা ও ১২ ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী (৩৫ জন)	iBAS++ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশণ	২৯ নভেম্বর ২০২০
১০.	কমিশনের ১৫ জন কর্মকর্তা ও ৭ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী	APA সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৫ অক্টোবর ২০২০
১১.	কমিশনের ১৭ জন কর্মকর্তা ও ৭ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী	উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে ০১ (এক) দিনের কর্মশালা	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	২৯ অক্টোবর ২০২০

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অন্যান্য যে সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ

ক্রম	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
০১.	জনাব মু. আকরাম হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল এর সাপোর্ট ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য Cyberia Co. Ltd কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৪-৭ জানুয়ারি ২০২১
০২.	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ)	iBAS++ এর বাজেট প্রণয়ন মডিউলে ডাটা এন্ট্রি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	অর্থ মন্ত্রণালয়	২১ জানুয়ারি ২০২১
০৩.	সৈয়দ মাহবুব-উল-আলম ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ			
০৪.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও WTO বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	৩১ ডিসেম্বর ২০২০
০৫.	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, যুগ্মপ্রধান	Training Programm on “SPS and WTO Commitments for Bangladesh”.	FtF-BITBEE Project	৪-৫ নভেম্বর ২০২০
০৬.	মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা	Basic Procurement Trainging Course	Central Procurement Technical Unit (CPTU), পরিকল্পনা মন্ত্রণাল	৭-১৭ নভেম্বর ২০২০
০৭.	১৬ জন ৩য় ও ১০ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (২৬ জন)	সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ	বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, কক্সবাজার	২২-২৬ নভেম্বর ২০২০
০৮.	মিজ বিনতে নাহার সাঁটমুদ্রাক্ষরিক	শুদ্ধাচার ও সু-শাসন অর্জনে করণীয় শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট	০১-০২ সেপ্টেম্বর ২০২০
০৯.	জনাব মনসুর আহম্মেদ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক	সরকারি চাকরির অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলী কোর্সে প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট	১২-১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০
১০.	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী, উপপ্রধান	Trade Policy and Negotiation Issues in the aftermath of the Covid-19 Global pandemic এর উপর প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৯-১০ সেপ্টেম্বর ও ১৩-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০
১১.	জনাব এইচ. এম. শরিফুল ইসলাম পিআর এন্ড পিও	Workshop on Right to Information সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০
১২.	জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ উপপ্রধান	Capacity Building Training for Officials on “Trade Policy and Regulatory Framework” শীর্ষক ০৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২২,২৩,২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

ক্রম	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১৩.	জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী প্রধান	পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের আওতায় “কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ স্থাপনের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ADP/RADP Management System (AMS) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সিস্টেমে ডাটা এন্ট্রি ও অন্যান্য বিষয়ে ধারণা প্রদানের জন্য Zoom Cloud এ প্রশিক্ষণ কোর্স	পরিকল্পনা কমিশন	১৬-১৮ আগস্ট ২০২০
১৪.	জনাব মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা			

২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে সকল সভা/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ:

ক্রম	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	সভা/সেমিনার/কর্মশালার বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	সভা/সেমিনার/কর্মশালায় মেয়াদ
১.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব)	LDC Graduation: Impact on RMG বিষয়ক কর্মশালা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৪ মার্চ ২০২১
২.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য	বাংলাদেশ-নেপাল Trade Negotiation Committee (TNC) on PTA এর ৩য় সভা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৫ মার্চ ২০২১
৩.	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা			
০৪.	জনাব গোলাম মোস্তফা যুগ্মপ্রধান	ভোক্তার স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ বিষয়ে কর্মশালায়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৪-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১
০৫.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য	বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Bangladesh-United Kingdom Trade and Investment Dialogue	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১
০৬.	মিজ এস.এম.সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান	বাংলাদেশ-ভারত Joint Working Group on Trade (JWG) এর ১৩তম সভা (ভার্চুয়াল)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
০৭.	জনাব হুমায়ূন কবীর সহকারী সচিব	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট পরিপত্র-১ এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা	অর্থ মন্ত্রণালয়	২৫ জানুয়ারি ২০২১
০৮.	জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চঃদাঃ			
০৯.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য	SAFTA Rules of Origin এর আওতায় বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানিকৃত ভোজ্য তেলের জন্য ইস্যুকৃত Country of Origin (CoO) Certificate বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি ভার্চুয়াল কনসালটেশন সভা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৩ জানুয়ারি ২০২১
১০.	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা			
১১.	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা গ্রন্থাগারিক	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ বিষয়ক কর্মশালা	এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২৮-৩০ জানুয়ারি ২০২১
১২.	জনাব এইচ. এম. শরিফুল ইসলাম, পিআর এন্ড পিও			
১৩.	জনাব মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা			
১৪.	ড. মাসুমা পারভীন উপপ্রধান	Workshop on Women and Child Right's বিষয়ক কর্মশালা	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৭ নভেম্বর ২০২০
১৫.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য (আস)	বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ড Inter-agency committee এর ২য় সভা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৮ নভেম্বর ২০২০

ক্রম	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	সভা/সেমিনার/কর্মশালার বিষয়	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	সভা/সেমিনার/কর্মশালায় মেয়াদ
১৬.	মিজ এস. এম.সুমাইয়া জাবীন, সহকারী প্রধান	Anti-dumping Countervailing Measures under WTO for Bangladesh Stakeholders শীর্ষক কর্মশালা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৩-২৫ নভেম্বর ২০২০
১৭.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ সহকারী প্রধান			
১৮.	মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান, সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)			
১৯.	জনাব মহিনুল করিম খন্দকার গবেষণা কর্মকর্তা			
২০.	জনাব মোহাম্মদ রায়হান গবেষণা কর্মকর্তা			
২১.	জনাব এম এম মহিউদ্দীন মাহিন, উপপ্রধান	বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিমালা/আইন/বিধিবিধান পর্যলোচনা উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কর্মশালা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৪-২৫ নভেম্বর ২০২০
২২.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য (আস)	Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA)- এর ৩য় Working Group on Rules of Origin (WGRoO) এর সভা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৫ অক্টোবর ২০২০
২৩.	কাজী মনির উদ্দীন গবেষণা কর্মকর্তা			
২৪.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য (আস)	Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA)- এর Trade Negotiating Commettee (TNC) এর ৩য় সভা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২১-২২ অক্টোবর ২০২০
২৫.	এস. এম. সুমাইয়া জাবীন সহকারী প্রধান			
২৬.	মির্জা আফম তৌহীদুর রহমান, সহকারী প্রধান (চঃ দাঃ)	এসডিজি ট্র্যাকারে ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ কর্মশালা	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, এসডিজি সেল	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০
২৭.	ড. মোস্তফা আবিদ খান সদস্য	বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের ষষ্ঠ সভা (ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৬ আগস্ট ২০২০

ফটোগ্যালারি:

২০২০-২১ অর্থবছরের বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের কিছু স্থিরচিত্র

১৫ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবসে টিসিবি ভবনে রক্ষিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান মুনশী শাহাবুদ্দিন আহমেদ।

বঙ্গবন্ধুর ৪৫ তম শাহাদতবার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধুর স্মরণে আলোচনা সভা দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে শিল্প আইআরসি'র পাশাপাশি বাণিজ্যিক আইআরসি জারিকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে হেলথ সার্টিফিকেশন বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে iBAS++ বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে সু-শাসন ও নৈতিকতা বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্ব্বোচ্চ পদক সিলভার টাইগার লাভ করায় ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়কে কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে চেয়ারম্যান মহোদয় কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

৪ মার্চ ২০২১ তারিখে ইফাদ অটোস লিমিটেড এর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লাক্সারী বাস এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ

১৪ মার্চ ২০২১ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে পিপিআর ২০০৮ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে টিসিবি ভবনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট কমিশনের চেয়ারম্যান মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ।

০৯ জুন ২০২১ তারিখে কমিশনের সভাকক্ষে ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের সুশাসন সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।